



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 48 Issue ● 19 February, 2022, Saturday ● ৬ ফাল্লুন, ১৪২৮, শনিবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শাসকদলের আদি এবং তাবড় আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। ডা. মানিক সাহাকে গদি ছাড়ার জন্য চিঠি দিলেন এক মন্ত্ৰী সহ ১৫ জন। রাজ্য মন্ত্রিসভার মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল এবং গত দু-তিন দশকের রাজ্য বিজেপির ১৪ জন নেতা মিলে দলের সভাপতি ডা. মানিক সাহাকে দু'পাতার একটি চিঠি দিয়েছেন। চিঠির প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে

নেতা রণজয় কুমার দেব, তাপস ভট্টাচার্য, স্থপন অধিকারী, মানিক দাস, রঞ্জন সিনহা, সুজিত কুমার ব্যানার্জি, প্রবীর কুমার নাগ, গৌরাঙ্গ পাল, অরুণ মজুমদার, তুলসী বণিক, নারায়ণ চন্দ্র শীল, প্রদ্যোত কুমার ধর, হীরালাল ভৌমিক, মন্টু সরকার এবং ননী গোপাল দেব স্বাক্ষর করেছেন। আর

বিধানসভা নির্বাচনের আগে, এটি রাজ্যের রাজনৈতিক আলোচনার অন্যতম 'হটকেক টপিক' এখন। কৌতৃহল না বাড়িয়ে বলে ফেলা ভাল। রাজ্য বিজেপির সভাপতি ডা. মানিক সাহাকে ১৫ জন আদি বিজেপি নেতা গত ৪৮ ঘণ্টা আগে প্রায় ১০টি স্তবকে লেখা ওই চিঠির মূল সারাংশ হলো, ১৫ জন নেতাই



তাতে করেই রাজ্য বিজেপিতে এবার সাইক্লোন। অনেকে বলছেন, শুধু সাইক্লোন বললে কম করে বলা হবে, একে 'সুপার সাইক্লোন' বলতে হবে। আর এই ভয়াবহ বিষয়টির আঁচ গিয়ে পড়েছে একেবারে দিল্লির রেলওয়ে কলোনি এলাকায় অবস্থিত ৬-এ, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গ-এ। অর্থাৎ বিজেপির সদর কার্যালয়। কি হয়েছে রাজ্য বিজেপিতে ? এই প্রশ্নের উত্তর এক চিঠিটিতে রামপ্রসাদবাবু ছাড়াও কথায় দেওয়া যাবে না। তবে আসন্ন

দুই পাতার একটি চিঠি দিয়েছেন।

মানিকবাবুর ইস্তফা চেয়েছেন। দলের 'প্রোটোকল' মেনে আদি নেতারা খোদ মানিকবাবুকেই চিঠি দিয়ে রাজ্য বিজেপির সভাপতির ইস্তফা দাবি করেছেন! মানিকবাবুর জন্য বিষয়টি অপমানের এবং লজ্জার শেষ সীমানাকে ছুঁয়েছে। এখানেই শেষ নয়। যে ১৫ জন এই চিঠিটি স্বাক্ষর করেছেন, তার শেষ নাম রাজ্যের দমকল মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল-এর। দু'পাতার চিঠির প্রতিটি লাইনে রাজ্য বিজেপির এক সময়ের

১৫ জন বিজেপি নেতা মানিকসাহাকে লিখেছেন–

- গত ২৬ মাস আপনি রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ায় দল চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রতিটি
- আমাদের জন্য এটা লজ্জার যে, পুলিশ বিজেপির অন্তর্কোন্দল থামানোর জন্য প্রকাশ্য ময়দানে নেমে
- ভারতে একমাত্র রাজ্য বোধহয় এটাই, যেখানে আপনার নেতৃত্বে শাসক দল তিন বছরের মাথায় এডিসি নির্বাচনে হার মেনেছে।
- আপনার জন্য আসন্ন নির্বাচনের ২০টি এসটি সিট এবং ১৭টি এসসি ও জেনারেল সিট-এও ভয়াবহ প্রভাব পড়বে।
- আপনি কোনওদিন মাটিতে নেমে রাজনীতি করেননি। দলের অফিস বেয়ারার হিসেবে দায়িত্ব পালনেরও কোনও অভিজ্ঞতা নেই আপনার। কোনওদিন কাউন্সিলার বা বিধায়ক পদেও নির্বাচিত হননি। কোনও এক অজানা কারণে আপনি সরাসরি সভাপতির দায়িত্ব পেয়ে গেছেন।
- গত ২৬ মাসে একই সঙ্গে দুটো প্রতিষ্ঠানকে আপনি সর্বনাশ করে ছেড়েছেন।
- 📕 বিজেপি আপনার কাছে মাতৃসমান। মায়ের দুধ পান করেছেন গত ২৬ মাস ধরে। অন্তত সেই অজুহাতে এবার পদ ছেড়ে দিন।

অফিস বেয়ারার সহ আদি নেতারা স্পষ্টত লিখেছেন যে, বৰ্তমান সময়ে রাজ্যের শাসক দল মানিকবাবুর নেতৃত্বের জন্য বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়ে আছে। ১৫ জন আদি নেতা স্বাক্ষর করে চিঠির শুরুতেই লিখেছেন--- 'আমরা বিজেপির রাজ্যস্তরীয় বরিষ্ঠ নেতারা গত প্রায় ৩০ বছর সময় এই দলের সঙ্গে কাটিয়েছি। দুঃখের সঙ্গে

১৫ জন আদি বিজেপি নেতা নিজেদের দলের সভাপতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সম্প্রতি সুদীপ রায় বর্মণ এবং আশিস সাহা যে দল থেকে ইস্তফা দিয়েছেন, তা উনার ব্যর্থতার কারণেই। চিঠিতে নেতারা সবাই মিলে স্বাক্ষর করে সভাপতি মানিকবাবুকে এও লিখেছেন— '২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত দল ভালো চলছিল, ২০১৮

করার জন্য গত ২৬ মাসে যেতে পারেননি। কোথায় কি ভুল হচ্ছে এবং কিভাবে সমাধান সম্ভব, তা খুঁজে দেখার প্রয়োজন বোধ করেননি।' চিঠিটি এই পর্যন্ত লিখলেও রাজ্য সভাপতির জন্য যথেষ্ট অপমানের হতো। কিন্তু এখানেই রেশ টানলেন না দলের তিনদশকের আদি নেতারা। মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল সহ বাকি ১৪ জন

DATE-16/02/2022

President BHARATIYA JANATA PARTY - Tripura Pradesh

Sub- Resignation from the post of President Tripura Pradesh BJP

we all state label senior leaders of BJP those who spent almost 30 years with this organization awfully Sorry to inform you in your last 26 months as a president of Tripura Pradesh BJP, Party has not only severely

বিজেপি সভাপতি ডা. মানিক সাহাকে মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল ও ১৪ জন আদি কার্যকর্তার লেখা চিঠির প্রতিলিপি।

আপনাকে বলছি, গত ২৬ মাস আপনি রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ায় ভারতীয় জনতা পার্টি চুড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়েছে রাজ্যের প্রতিটি মগুলে। দলের কার্যকর্তা থেকে শুরু করে বিভিন্ন নির্বাচিত সরকারি সংস্থার প্রতিনিধিগণ, এমনকি বিধায়কদের মানসিক জোর অনেকটাই তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। এতটাই যে, উনারা তাদের 'অফিসিয়াল পোস্ট' ছেড়ে দল ত্যাগ করতেও চিন্তা-ভাবনা করছেন না।' চিঠির

সালে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ও আসে। বাধারঘাট উপনির্বাচনেও জয় আসে বিজেপির। কিন্তু ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে আপনি সভাপতি হওয়ার পর, প্রতিটি মণ্ডলে একটি সমান্তরাল 'গ্রুপ' তৈরি হয়ে যায়। আমাদের সবার জন্য এটা লজ্জার যে, পুলিশ বহু ঘটনায় বিজেপির অন্তর্কোন্দল থামানোর জন্য প্রকাশ্য ময়দানে নেমে আসে। ঘটনা সমূহ এত জঘন্য পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে কারণ, আপনি একেকটি জেলা এবং মণ্ডলে দলীয় বিষয় পর্যালোচনা

মাঝামাঝি পর্যায়ে এসে লিখেছেন--- 'ভারতে একমাত্র রাজ্য বোধ হয় এটাই, যেখানে আপনার নেতৃত্বে শাসক দল তিন বছরের মাথায় এডিসি নির্বাচনে হার মেনেছে। তাও এমন এক বিরোধী দলের কাছে যার জন্ম এই নির্বাচনের তিন মাস আগে। দলীয় কর্মীরা তিপ্রা মথায় যোগদান করেছেন। তা রোধ করার জন্য আপনি কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার • এরপর দুইয়ের পাতায়

স্বাক্ষর করে দু'পাতার চিঠির

রাতে সন্ত্রাস

বিজেপির কেন্দ্রীয় সভাপতি,

সাধারণ সম্পাদক, রাজ্যের

মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী সহ একঝাঁক

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে। চিঠিটিতে

শাসকদলের রাজ্য সভাপতিকে

নিজের পদ ছেড়ে সরে দাঁড়ানোর

কথা লেখা হয়েছে। গত ২৬ মাস

ধরে মানিকবাবু অনৈতিকভাবে

নিজের পদ আঁকড়ে আছেন এবং

দলকে ভরাডুবিতে নিয়ে পরিণত

করেছেন— এইসব কারণ দর্শিয়ে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। সিপিএম'র রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সাজসজ্জা নম্টের অভিযোগ নতুন মাত্রা পেলো। শুক্রবার রাতে জিবি বাজারের 'আইল্যান্ডে' সিপিএম'র প্রচারসজ্জা নম্ট করে কে বা কারা শাসকদলের পতাকা লাগিয়ে দিয়েছে। রাতের এই ঘটনায়



গভীর রাতে 'আইল্যান্ডে' বিজেপি'র পতাকা লাগানো হলো।

প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও অবাক হয়ে যায় একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা দেখে। সেখানে সিপিএম'র পাতাকা, ফেস্টুন সহ প্রচারসজ্জায় আগুন লাগিয়ে দেয় দুষ্কৃতিরা। রাতে গোটা বিষয়টি জিবি বাজার চত্বরে থাকা পুলিশ-টিএসআর প্রত্যক্ষ করলেও তারাও বিষয়টি নিয়ে 'প্রতিরোধে' এগিয়ে আসেনি। জানা গেছে, প্রত্যক্ষদর্শীরা গোটা বিষয়টি জিবি ফাঁড়ি, এনসিসি থানাকে অবগত করলেও সেখানে পুলিশ উপস্থিত হয়নি। • **এরপর দুইয়ের পাতা**য় । প্রকল্পগুলির জন্য যা টাকা পেয়েছে

আসল পাওনা'র যে ছবি

উপমুখ্যমন্ত্ৰী, তিনিই অৰ্থমন্ত্ৰী, যীফ

দেববর্মণ'র নেতৃত্বে হওয়া

পর্যালোচনায় উঠে এসেছে, তার

একটা অংশ লিখা হয়েছে। এই

প্রতিবেদনে বাকিটা দেওয়া হল।

ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার, বন, প্রাণী

সম্পদ বিকাশ, আইন, এসসি

ওয়েলফেয়ার, ওবিসি ওয়েলফেয়ার,

দক্ষতা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ

প্রকল্পগুলিতে কেন্দ্রীয় অনুদান,

রাজ্যের এই সময়ে রাজস্ব ঘাটতি

বা অতিরিক্ত আদায়, ইত্যাদির

নিরীখে আর্থিক পরিস্থিতি কীরকম,

এইসব বিষয় থাকছে। থাকছে অর্থ

দফতর খরচে নিয়ে সেসব প্রস্তাব

দিয়েছে, সেগুলিও। কেন্দ্রীয়

রাজ্য, তার হিসাব ৩১ জানুয়ারি, টাকা, বাজেটে ঘাটতি ছিল ৭৭৩ ভাই-বোনদের জন্য বিশেষ আর্থিক **আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।।** ২০২২ পর্যন্ত। চলতি অর্থবছরের কোটি টাকা। রাজস্ব আদায়ে প্যাকেজে এক টাকাও আসেনি, ফিসক্যাল রেসপনসিবিলিটি অ্যান্ড চারভাগের তিনভাগ সময় চলে স্বচেয়ে করুণ অবস্থা বিদ্যুৎ মাশুল রাজ্যের বাজেটে এই ক্ষেত্রে বাজেট ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট'র নিয়ম অনুযায়ী রাজ্যের আর্থিক কোয়ার্টারেরও দেড মাস শেষ, মার্চই পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়েছে অর্থ বছরের শেষ মাস। অর্থ দফতর বহস্পতিবারে। শুক্রবারের সংস্করণে যে পর্যালোচনা করেছে দফতরের ২১-২২ সালের রাজ্যের বাজেটে প্রধানদের নিয়ে, তাতে দেখা গেছে করা প্রস্তাব, তাতে ঘাটতি এবং অনেক ক্ষেত্রেই বাজেটে রাখা লক্ষ্য প্রস্তাবিত আয়ে কী ঘাটতি আছে, খরচ কী হচ্ছে, কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির খাতিরে ধরে রাখা টাকা, আর



থেকে অনেক দুরে বাস্তব অবস্থা। কেন্দ্রীয় প্রকল্প এমনও আছে, যেখানে এক টাকাও আসেনি কেন্দ্ৰ থেকে। আবার কোথাও যা চাওয়া হয়েছে, তার তিন ভাগের একভাগ টাকা এসেছে, একটি ক্ষেত্রে তো কম টাকা

এই খাতে দশ কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে পাওয়া গেছে ৯১.৬৫ কোটি টাকা. বাজেটে প্রস্তাব রাখা হয়েছিল ১৫৯.০৪ কোটি টাকার। গত বছর এসেছিল১০৭.৭৭ কোটি টাকা।দশ প্রকল্পের অর্ধেকের বেশি প্রকল্পেই কোনও টাকা আসেনি। ছয় প্রকল্পে এসেছে।বাজেটে রাখা আয়ের এক টাকাও আসেনি পুরো নয় লক্ষ্যে ঘাটতি আছে ৫৫২ কোটি মাসে। ত্রিপুরার উপজাতি

একভাগ মাত্রই আদায় হয়েছে।

স্পেশাল ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট

প্যাকেজ অব ট্রাইবালস ইন ত্রিপুরা

স্কিমে কেন্দ্র দিয়েছে শুন্য টাকা।

ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার

কোনও প্রস্তাবই নেই। গত বছর দেওয়া হয়েছিল ৪০ কোটি টাকা। দেশের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ মোহনপুরে আগের আমলে প্রায় শেষ করে আনা একটি পাওয়ার সাবস্টেশন উদ্বোধনে এসে উপজাতি অংশের জন্য বিশাল আর্থিক প্যাকেজের ঘোষণা मिरशिक्टलन। वरलिक्टलन, কয়েকদিনের মধ্যেই তা কেন্দ্র অনুমোদন করে দেবে, সেই প্যাকেজের হিসাব যদি এই পর্যালোচনায় না-আসার কোনও বিশেষ নিয়ম থাকে, তবে সেটা বাদ দিয়ে এই খাতে কোনও চাওয়াও হয়নি, পাঠানোও হয়নি। তবে কেন্দ্র সেই প্যাকেজ অনুমোদন করে টাকা দিয়ে থাকলে এই পর্যালোচনায় না-আসার কোনও আপাত কারণ নেই। ট্রাইবাল সাব প্ল্যানে কোনও টাকা আসেনি। উপজাতিদের পণ্য বাজারজাত করা, তার উন্নয়ন, এইসব খাতেও কোনও টাকা আসেনি। বনবন্ধু কল্যাণ যোজনার পাওয়ার ঘর শুন্য।উপজাতি গবেষণা'র জন্য প্রায় ১০০ কোটি এরপর দুইয়ের পাতায়

শুরুতেই এই লাইনটি লেখা মানে.

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য অসস্থ। ডাক্তার দেখিয়েছেন শুক্রবারে। সূত্রের খবর, কোনও কিছু খেতে গলায় লাগছে তার। জিবিপি হসপিটাল'র নাক-কান-গলা ডাক্তারদের কাছে গিয়েছিলেন। শনিবারে তার সিটি-স্ক্যান করা হবে, ডাক্তাররা সেই পরামর্শ দিয়েছেন।

৩৮ জনের ফাঁসি যাবজ্জীবন ১১

আমেদাবাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি।।

২০০৮ সালের আমেদাবাদ সিরিয়াল বোমা বিস্ফোরণ মামলায় এক সঙ্গে ৩৮ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিল বিশেষ আদালত। অভিযুক্ত ছিল ৪৯ জন, বাকি ১১ জনের আমৃত্যু কারাবাসের সাজা শোনানো হল। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ এবং ভারতিয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মামলা করা হয়েছিল। রায় শোনানোর সময় বিশেষ বিচারপতি এআর প্যাটেল জানান, বিস্ফোরণে মৃতদের পরিবার ১ লক্ষ টাকা করে, গুরুতর আহতেরা ৫০ হাজার এবং স্বল্পাহতরা ২৫ হাজার টাকা করে ক্ষতিপুরণ পাবে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে একমাত্র উসমান আগরবাত্তিওয়ালাকে অতিরিক্ত এক বছরের কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনেও মামলা রুজু ছিল। আইপিসি, ইউএপিএ, এক্সপ্লোসিভ সাবস্টান্সেস অ্যাক্ট, প্রিভেনশন অফ ড্যামেজ টু পাবলিক প্রপার্টি অ্যাক্টে দোষী সাব্যস্ত ৪৯ জনের প্রত্যেককেই ২.৮৫ লক্ষ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ৮ ফেব্রুয়ারি, এই মামলায় অভিযুক্ত ৭৮ জনের মধ্যে ৪৯ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে বিশেষ আদালত। ২০০৮ সালের ২৬ জুলাই আমেদাবাদে বিভিন্ন স্পটে পর পর ২২টি বোমা বিস্ফোরণ হয়। সরকার পরিচালিত হাসপাতাল, আমেদাবাদ পুরনিগম পরিচালিত এলজি হাসপাতাল, বাস, পার্ক করা সাইকেল, গাড়ি এবং আরও বিভিন্ন জায়গায় বোমা রাখা হয়েছিল। মোট বোমা রাখা হয়েছিল ২৪টি এরপর দুইয়ের পাতায় তবে

শিরোনামে রবীন্দ্রভবন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। উপমুখ্যমন্ত্রী, তিনিই অর্থমন্ত্রী, যীযুও দেববর্মণ'র নেতৃত্বে অর্থ দফতর ফিসক্যাল রেসপনসিবিলিটি অ্যান্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট বৃহস্পতিবারে রাজ্যের আর্থিক অবস্থার পর্যালোচনা করেছে। তিনি সাংবাদিক ডেকে সেই পর্যালোচনা বিষয়ে 'টাকার এমন টানাটানি/রবীন্দ্রভবনও হতে পারে বিয়েবাড়ি' শিরোনামে করা খবরকে ভিত্তিহীন বলেছেন। সরকারি প্রেস রিলিজেও বলা হয়েছে খবর 'অসত্য এবং সম্পূর্ন ভিত্তিহীন'। তিনি একলাইনে খবরকে 'ভিত্তিহীন; বললেও,খবরটি কেন 'ভিত্তিহীন', তা নিয়ে একটি শব্দও খরচ করতে পারেননি। সরকারি চেয়ারে বসে একটা রাজনৈতিক ভাষণ দিয়েছেন বটে, ভাষণে রবীন্দ্রভবন থেকে রাশিয়া,

মাস্টার-হেডমাস্টার!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। সাল ১৯৭৪ ছবির নাম হাত সাফাই, চরিত্রের নাম শঙ্কর। ''বাচ্চে তুম জিস স্কুল মে পড়তে হো হাম উসকে হেডমাস্টার রেহ চুকে হ্যায়।" উঠতি ছোকড়াদের মুখে মুখে ঘুরত এই লবজ্। মহাকরণেও শুক্রবারে ইতিহাস থেকে এই লাইনই যেন জীবন্ত হয়ে উঠল, তবে ছোকড়া নন, রাজ্যের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, অর্থমন্ত্রী বাহাদুর প্রবীণ যীফু দেববর্মণ'র অনুনকরণীয় স্টাইলে। ''কড়া শব্দেই বলব, ঠিক না? উনি যে (উউ) যে খবরট করেছেন উনি যদি নিয়ে মাস্টারি করতে চান এই ব্যাপারে, আমরা কিছ সেই স্কুলের হেডমাস্টার।" উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণ প্রতিবাদী কলম'র 'টাকার এমন টানাটানি/ রবীন্দ্রভবনও হতে পারে বিয়েবাড়ি' শিরোনামে করা খবর নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ক্যামেরার সামনে তিনি বলেছেন শঙ্কর বলেছিলেন পকেটমার রাজুকে। যীফু দেববর্মণ বললেন প্রতিবাদী কলম-কে। কয়েক বছর ধরেই সংবাদমাধ্যম, সাংবাদিক আক্রান্ত হচ্ছেন এই কাগজের অফিস, গাড়ি শাসকদলের নেতা-কর্মীরা ভেঙেছেনে আগুনে পুড়েছেন। উপমুখ্যমন্ত্রীর 'কড়া শব্দ'ও শোনা হল। প্রতিবাদী কলম বিনীতভাবে জানাচ্ছে, প্রতিবাদী কলম কখনই 'মাস্টার' হতে চায় না, তেমন দাবি করে না। পাঠকের, জনসাধারণের ছাত্র হয়েই থাকতে চায়, হেডমাস্টার তো দূরের কথা। মানুষের ছাত্র বলেই মানুষের টাকার হিসাব সারা পাতা জুড়ে ছাপায়। যেদিন 'মাস্টার' মনে হবে নিজেবে সেদিন প্রতিবাদী কলম, অপ্রাসঙ্গিক ভাষণ দেওয়া, প্রতিশ্রুতি খেলাপি রাজনেতাদের মতই হয়ে যাবে, কোনও পার্থক্য থাকবে না।

চিন,কিউবা ঘুরিয়ে এনেছেন সাংবাদিকদের, কিন্তু খবরে লেখা বাজেট প্রস্তাব, কেন্দ্র থেকে পাওয়া টাকার পরিমাণ, কিংবা অর্থ দফতর কী প্রস্তাব দিয়েছে, সেসব 'অসত্য' বলতে পারেননি। তার প্রচুর কথা শিরোনামটি নিয়ে। যদিও শিরোনামটিও ঠিকভাবে উল্লেখ করতে পারেনি সাংবাদিকদের সামনে। খবর নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ কিছু নেই। টাকার যা হিসাব লেখা হয়েছে, তা মনগড়া বলতে পারেননি। তার বক্তব্য বস্তুনিষ্ঠ নয়। বরঞ্চ মহাকরণ সূত্রের খবর হল, এই খবর নাড়িয়ে দিয়েছে। বেরিয়ে এসেছে বাজেট প্রস্তাব, ঘাটতি এবং প্রাপ্তির চেহারা। একটা উদাহরণই হয়ত যথেষ্ট হবে, কর্মাচারীদের বেতন কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে দেবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, অবশ্যই এটা ইঙ্গিত করে কোনও ডিএ, ইত্যাদি না দিয়েই, সপ্তম পে-কমিশনের ভাতা, ইত্যাদি না দিয়েও কর্মচারীদের বেতন টাকা নিয়েও চিন্তা করতে হচ্ছে সরকারকে। তার বক্তব্য, প্রতিবাদী কলম'র খবর পড়ে মনে হয়, বাজেট বিশ্লেষণ। সরকারি পর্যালোচনায় যে তথ্য পেশ করা হয়েছে, সেটা শুরুই হয়েছে, চলতি বাজেটের ঘাটতি, আদায়, কোনখাতে কত খরচ ধরা হয়েছে, তা দিয়ে। গত বছর এই অর্থ বছরের জন্য বাজেট পেশ করা হয়েছিল। অর্থ বছর শেষ হতে আর দেড় মাস বাকী। আইন অনুযায়ী বছরে একবার এমন পর্যালোচনা করতেই হয়, এটা আইন। এই আইনের উদ্দেশ্যই ছিল ঘাটতি কমিয়ে আনা, ইত্যাদির মাধ্যমে একটি সুসম বাজেটের ব্যবস্থা করা। আর অর্থমন্ত্রীর বিদ্রুপ, খবর মনে হয় যেন 'বাজেট বিশ্লেষণ'। তার নেতৃত্বে যে তথ্য পর্যালোচনা সভায় পেশ হয়েছে, প্রতিবাদী কলম সেই তথ্যই বাক্য দিয়ে লিখেছে, একটি হিসাবেও এই কাগজের নিজের কোনও হিসাব নেই। কেন্দ্রীয় • এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রকাশ্যে প্রদ্যোত র কংগ্রেসপ্ত

আগর তলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। বলবো না বলবো না করে সবই বলছেন তিনি। তার চলন-বলন, হাবভাব, রাজনৈতিক কর্মসূচি সবকিছুতেই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আর সম্ভাব্য কার্যপ্রণালীর ছাপ স্পষ্ট। তারপরেও মাত্র দু'দিন আগেই জোটের মেঘ সরিয়ে দিয়ে বললেন, কারো সঙ্গেই জোটের সম্ভাবনা এখনও তৈরি হয়নি তার। জোট যখন করবেন তখন পেছনের দরজা দিয়ে নয়, একেবারে সদর দরজা দিয়ে গিয়েই জোট করবেন। আর সেই ক্ষেত্রে রাখঢাক কিছু রাখবেন না তিনি। জোট হবে একেবারে প্রকাশ্যে। কিন্তু শুক্রবার বড়কাঁঠালে এক

তিপ্রা মথা'র চেয়ারম্যান প্রদ্যোত কনট্রাক্টরগিরি এবং বিজনেস নিয়ে কিশোর দেববর্মণ বিজেপি এবং কিছু অভিযোগ উত্থাপিত সিপিআইএমকে নিশানা করলেন। হয়েছিলো। সেই প্রসঙ্গ টেনে ছাড় দিয়ে রাখলেন কংগ্রেস এবং প্রদ্যোত মাণিক্য এদিন বলেছেন,

তৃণমূলকে।ইতিমধ্যেই তিপ্ৰা মথায়

কনট্রাক্টরগিরি এবং বিজনেস করতে চাইলে তিপ্রা মথা নয়, বিজেপি এবং সিপিআইএম আছে সেখানেই চলে যেতে পারেন। যারা কনট্রাক্টরগিরি এবং বিজনেস করতে চান তাদের



জন্য সঠিক জায়গা সিপিআইএম কিংবা বিজেপি। এক্ষেত্রে কংগ্রেস কিংবা তৃণমূলের নামও উচ্চারিত হতে পারতো। কিন্তু প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ সেই পথে হাঁটেননি। তিনি কংগ্রেস এবং তৃণমূলকে সযত্নে বুকের কাছে রেখেই সিপিআইএম এবং বিজেপিকে আক্রমণ করেছেন। স্পষ্ট বোঝা যায়, এই দুই দল সম্পর্কে নরম মনোভাব পোষণ করছেন মথা চেয়ারম্যান। ক'দিন আগেই তিপ্রা মথা'র সূত্র থেকে প্রাপ্ত খবর নিয়ে প্রতিবাদী কলম জোট সম্ভাবনার জল্পনা এবং সম্ভাব্য আসন সমঝোতা নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলো। সেই জোটে • এরপর দুইয়ের পাতায়

পৃষ্ঠা (২

সোজা সাপ্টা

রাজ্যসভা

এরাজ্যে অকাল ভোট হবে কি না বা এক সাথেই শূন্য বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট হবে কি না তা হয়তো পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফলাফল ঘোষণার পরই বোঝা যাবে। তবে উপ-নির্বাচন বা বিধানসভা নির্বাচনের আগে শাসক দলের সামনে নাকি এখন বড় চ্যালেঞ্জ রাজ্যসভার একমাত্র আসনে ভোট। আগামী মার্চ মাসে রাজ্যের বর্তমান রাজ্যসভার একমাত্র সাংসদের ছয় বছর মেয়াদ শেষ হচ্ছে। সম্ভবত এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে হবে রাজ্যসভার ওই আসনে ভোট। বিধায়কদের ভোটে রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হন। বর্তমান সময়ে বিধায়কের যে সংখ্যা তাতে বিজেপি-র প্রার্থী সহজেই জিতবেন। তবে বামেরা জেতার সুযোগ না থাকলেও হয়তো প্রার্থী দেবেন। আর বামেরা প্রার্থী দিলে নির্বাচন কোন মাত্রা পায় তা দেখার। কেননা বর্তমান সময়ে বামেদের বিধায়ক ১৫ জন। সাংসদ নির্বাচনে ভোট হলে তাদের ভোট বৃদ্ধি পায় কি না তা দেখার। তবে জয় সুনিশ্চিত হলেও শাসক দলের সামনে নাকি দুইটি বড় ইস্যু কাজ করছে। প্রথমতঃ কে হবেন রাজ্যসভায় শাসক দলের প্রার্থী। একটা সময় নাকি কারো কারো প্রস্তাব ছিল, রাজবাড়ির কাউকে প্রার্থী করা। কিন্তু এখন তা হচ্ছে না বলা চলে। রাজ্যসভার প্রার্থী হতে নাকি শাসক দলের কাছে নিজেদের নাম পাঠাচ্ছেন কোন কোন অরাজনৈতিক বৃদ্ধিজীবীও। এছাড়া শাসকদলের এক শীর্ষ নেতার স্ত্রী-র নামও কেউ কেউ করছেন। সুতরাং প্রার্থী নিয়ে শাসক দলে খানিকটা চাপ আছে। পাশাপাশি চিন্তা শাসক দলের কোন কোন বিধায়ক অন্য দলের প্রার্থীকে ভোট দেন কি না

বেহাল সড়ক ঃ জনতার অবরোধ

বিডিও পানিসাগর হোমাগ্নি ভট্টাচার্য। সকল আধিকারিকগণ দফায় দফায় আলোচনা করেও অবরোধকারীদের সরাতে সক্ষম হতে না পারায় ছুটে আসেন পানিসাগরের এসডিএম রজত পন্থ (আইএএস)। এসডিএম নিজে রাস্তাটি পর্যবেক্ষণ করেন এবং কাঞ্চনপুরের পিএমজিএসওয়াই দফতরের সাথে কথা বলে জানতে পারেন, সডকটির সংস্কার ও মেরামত সংক্রান্ত ওয়ার্ক অর্ডার অনুমোদনের জন্য আগরতলা হেড কোয়ার্টারে পাঠানো হয়েছে। তবে অবরোধকারীদের রোষানল থেকে পরিত্রাণ পেতে আজ থেকে রাস্তাটির সংস্কারে হাত লাগানো হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলে বরফ গলতে শুরু করে। ৪ ঘণ্টা অবরোধে ৮নং জাতীয় সডকের উভয়দিকে আটকে পড়া প্রায় চারশতাধিক যানবাহনের ভোগান্তি চরমে উঠেছিল। সরকার ও প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকদের প্রতিশ্রুতিতে আপাতত অবরোধ প্রত্যাহার করলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে সংশ্লিষ্ট সবমহল। এরাজ্যে কোনও কিছু পেতে হলে আন্দোলনের প্রয়োজন হয় না কথাটি ভিত্তিহীন বলেই প্রমাণ করলেন সাধারণ জনতা।

কলাপাতা

 আটের পাতার পর - ৯২০জন। এদিকে করোনার নাইট কারফিউ আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দিয়ে রেখেছে রাজ্য প্রশাসন। অথচ করোনার মধ্যে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক না করতে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছে রাজ্য পুলিশ মহানির্দেশকের কাছে। যদিও এখন সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যের কোথাও মাস্কের জন্য জরিমানা করতে নামতে দেখা যায় না প্রশাসনের আধিকারিকদের। লোক-দেখানো এই নির্দেশিকা ঘিরেও হাস্যকৌতুকের পাত্র হচ্ছেন অনেক অফিসার বলে অভিযোগ উঠেছে। রাত ১১টার পর নাইট কারফিউ নিয়ে উদাসীন খোদ প্রশাসনের আধিকারিকরাই।

তাণ্ডব

কোনও মামলাও নেই থানায়। এমনকী মারধর করার পর তিনজনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবাদী নেতারা কোনও মামলাও করেননি। যখন যাকে খুশি মারধর করা এই সংস্কৃতির বদল চান স্থানীয়রাই।

নেতাদের ভিড

 সাতের পাতার পর ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ বলতে শুরু করেছে, এটা আসলে ভলিবলের প্রসারের জন্য নয়। একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রচার। মুখ্যমন্ত্রী কিংবা অন্য যাদের ছবি এই প্রচার পত্রে দেওয়া হয়েছে তাদের অনুমতি নেওয়া হয়েছে কি---এই প্ৰশ্টো তুলেছে ক্রীড়াপ্রেমীরা। যদি অনুমতি না থাকে তাহলে কাজটা তো বেআইনি। আর যদি তাদের অনুমতি নিয়েই প্রচার পত্রে তাদের ছবি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে সেখানেও অন্যরকম গন্ধ পাওয়া যাবে। রাজ্যের ক্রীড়া প্রসারের জন্য যারা ইতিবাচক উদ্যোগ নিয়েছে তারা কেন হঠাৎ করে এই ধরনের নেতিবাচক বিষয়কে গুরুত্ব দিতে গেলো?

মেধাবি ছাত্র খুন?

• **আটের পাতার পর** - ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই পরিষ্কার হবে এটা খুন না আত্মহত্যা। তবে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ এটা আত্মহত্যা বলেই মনে করছেন। শহরে জনজাতি অংশের মেধাবি ছাত্রের রহস্য মৃত্যু নিয়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। প্রসঙ্গত, সুপারিবাগান এলাকায় নেশা দ্রব্যের রমরমা ব্যবসা চলে। এলাকাবাসীরা প্রায়ই নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দাবি তুলেছেন। এক দফায় তারা নিজেরাই নেশা কারবারিদের হাতেনাতে ধরেছে। উঠতি বয়সের ছাত্র এবং যুবকরা ব্রাউন সুগার, হেরোইনের কৌটা ছাড়াও ইয়াবা ট্যাবলেট সেবন করছে। এরা নেশার জন্য নানা ধরনের অপরাধে যুক্ত হয়ে পড়ছে। এসব ঘটনার সঙ্গে রাজীবের মৃত্যু জড়িত কিনা তা তদন্ত করে দেখার দাবি উঠেছে।

মাস্ক পরা নিয়ে পুলিশকে চিঠি

• **আটের পাতার পর** - নেওয়ার অনুরোধ করেন। তিনি তার চিঠিতে উল্লেখ করেন যে, কেন্দ্র সরকারের নিয়ম অনুযায়ী বর্তমানে প্রকাশ্য জনবহুল স্থানে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক নয়। তাছাডা সারাক্ষণ মুখে মাস্ক পরে রাখাতে নানা সমস্যা রয়েছে। এক্ষেত্রে শ্বাস-প্রশ্বাসে যেরকম সমস্যা হয়, একইভাবে শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। যাতে নানা গুরুতর শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিস্তারিত তথ্য তলেই চিকিৎসক ধৃতিমান পাল রাজ্য পুলিশের কাছে এই ধরনের অভিযান থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করেছেন। রাজ্য ট্রাফিক পুলিশের সুপারকেও একই চিঠি দিয়ে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন চিকিৎসক।

টিএসআর ছেলের বিরুদ্ধে

 আটের পাতার পর - অভিযোগ। এমনকী থানায় শান্তি নিজের প্রভাবে উল্টো দাপট দিয়ে চলছে বলে অভিযোগ। এসব ঘটনা জানিয়ে শনিবারই সিজেএম আদালতে মামলা করতে চলেছেন এক আইনজীবী বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গত, টিএসআর-এর ১২নং ব্যাটেলিয়নের কমান্ডেন্টকে এই বিষয়ে না জানিয়ে বাড়ি গিয়ে বৃদ্ধ বাবাকে মারধর করে ফিরে গেছে শাস্তি। কমান্ডেন্টের নজরে বিষয়টি এলে শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য শাস্তির বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা হতে পারে বলে মনে করছে নারায়ণখামার এলাকার বাসিন্দারাও। তবে আমতলি থানায় এই ঘটনায় মামলা না নেওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন আহতের পরিবারের লোকজন।

উড়িয়ে দিলো রামকৃষ্ণ ক্লাব

 সাতের পাতার পর
 ফটবলারের অসস্থতার কারণে খেলতে নামেনি। অর্থাৎ জুয়েলস-কে ওয়াকওভার দিয়ে দেয়। ফলে অবনমনের হাত থেকে রক্ষা পায় জুয়েলস। সুতরাং রামকৃষ্ণ ক্লাব শেষ পর্যন্ত কি করবে সেটা সময়ই বলবে। তবে শুক্রবার লালবাহাদরের বিরুদ্ধে অনবদ্য খেলে সিনিয়র निरात जाकर्षण धरत ताथरा जाता। प्रेनुमा विद राज्या विदे पूरे कृष्टिनात লালবাহাদুর-কে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। রামকৃষ্ণ ক্লাবের দাপটের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি লালবাহাদুর। ম্যাচের ১৫, ২৯ এবং ৬০ মিনিটে পর পর তিনটি গোল করে হ্যাট্রিক করলো আইএসএল খেলা লালনুন টুলুঙ্গা। ৬৫ মিনিটে রামকুষ্ণের চতুর্থ গোলটি করে ফেলা। রীতিমত লজ্জাজনক পরাজয় দিয়ে মরশুম শেষ করলো লালবাহাদুর। রেফারি কার্তিক দাস লালবাহাদুরের বিশাল ছেত্রী এবং প্রতাপ সিং জমাতিয়া-কে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন।

প্রকাশ্যে প্রদ্যোত'র কংগ্রেসপ্রীতি

পাশাপাশি তৃণমূলের নামও ছিলো। যদিও এর পরদিনই মথা চেয়ারম্যান ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এরপরই শুক্রবার মোহনপুর মহকুমার বডকাঁঠালে ভাষণ রাখতে গিয়ে প্রদ্যোত মাণিক্য যেভাবে কংগ্রেস এবং তৃণমূলকে বাঁচিয়ে সিপিআইএম এবং বিজেপিকে আক্রমণ করেছেন, এতে মথা কর্মীদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় আগামী ভোটের জোট অংক। অনেকেই বলতে শুরু করে দিয়েছেন, তাহলে দু'দিন আগে প্রদ্যোত মাণিক্য এভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কর্মীদের বিপ্রাস্ত করেছিলেন কেন ? দু'দিন পর যদি তাকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা বলতে হয় তাহলে দু'দিন আগে নিজে থেকে জটিলতা সৃষ্টি করার কোনও প্রয়োজন ছিলো না।

প্রদ্যোত মাণিক্যের ইঙ্গিত। উল্লেখ্য, কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের জোট'র ইতিমধ্যেই কথা হয়ে গিয়েছে তা একেবারে নিশ্চিত।আলোচনায় ভাগ নিয়েছিলেন সুদীপ রায় বর্মণও। এখনও পর্যন্ত যতটুকু খবর, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে তিপ্রা মথা জোটে যাচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে তৃণমূলের সঙ্গে জোট হতে পারে আবার নাও হতে পারে। তৃণমূল যদি তাদের শক্তি ধরে রাখতে পারে তাহলে জোট হবে। আর যদি তৃণমূল শক্তি সংহত করতে না পারে তাদের সঙ্গে কোনওরকম জোট হবে না। তবে কংগ্রেস মথা যে জোটের পথে এগোচ্ছে, এদিন প্রদ্যোত মাণিক্যের

কথা থেকেও তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

• প্রথম পাতার পর কংগ্রেসের তবে কর্মীরা এদিন স্পষ্ট বুঝেছেন তবে মথাকর্মীরামনে করেন বুবাপ্রা নিজেই এ বিষয়ে জটিলতা তৈরি করে কর্মীদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছেন।

২১ মার্চ • ৬-**এর পাতার পর** ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখান্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো হোয়াটসঅ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন।

ভারতের দখলে

• সাতের পাতার পর ঋষভ পন্থ এবং বেঙ্কটেশ আয়ারের। আইপিএল-এ কলকাতার হয়ে খেললেও ইডেন গার্ডেন্সের স্বাদ পাননি বেঙ্কটেশ। শুক্রবার বুঝলেন ইডেনের জনতা কতটা আন্তরিক হতে পারে। তাঁর প্রতিটা শটের পর উচ্ছাস প্রকাশ করছিলেন সমর্থকরা। সমর্থন প্রেমে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছিলে বেঙ্কটেশও। পস্থও নিজের স্বাভাবিক খেলাটা খেললেন। ঝোড়ো ২৮ বলে ৫২ রানের ইনিংস ভারতকে পৌঁছে দিল ১৮৬ রানে ৷ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম পাঁচ ওভারে উইকেট হারায়নি। কিন্তু যুজবেন্দ্র চহাল প্রথম ধাকা দেন। ফেরান মেয়ার্সকে। কয়েক ওভার পরেই বল করতে এসেই রবি বিষ্ণোই ফেরান ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে থাকা ব্ৰেন্ডনকে।

পোয়াবারো

 সাতের পাতার পর সুযোগ করে দিতে পারেনি তখন এই স্পোর্টস সেল কেন? শাসক দলপন্থী এক বেকার খেলোয়াড বলেন, আসলে সবাই ক্ষমতা চায়। আর ক্ষমতা পেলে বেকারদের কথা ভূলে যায়। শাসক দলের স্পোর্টস সেল আসলে ক্ষমতালোভী কিছু লোকের হাতে চলে গেছে। তারা ক্ষমতা পেয়েছে এই যা। চার বছরে যে একজনও বেকার খেলোয়াড় ক্রীড়া দফতরে চাকুরি পায়নি।ক্রীড়া দফতরে যে একজনও জুনিয়র পিআই নিয়োগ হয়নি তা নিয়ে শাসক দলের স্পোর্টস সেলের কোন হেলদোল আছে বলে মনে হয় না। তিনি বলেন, এই অবস্থায় যদি রাজ্যের হাজার হাজার বেকার খেলোয়াড়দের যদি পরিবর্তনেরও পরিবর্তন চায় তাহলে অন্যায় কোথায় ? আমরা তো চাকুরির আশায় এসেছিলাম। কিন্তু চার বছরে যদি একটা সরকার ক্রীড়া দফতরে একজনও বেকার খেলোয়াড়কে চাকুরি দিতে না পারে, একজনও জুনিয়র পিআই নিযোগ করতে না পারে তাহলে বেকার খেলোয়াড়দের নিশ্চয় অধিকার আছে নতুন কিছু ভাবনা চিন্তা করার।

হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ক্লাবগুলির বক্তব্য, মানিক সাহা টিসিএ-র সভাপতি হিসাব গোটা রাজ্যে প্রচার পেলেও তিনি খোদ টিসিএ-কে পঙ্গু করে রেখেছেন। ২০১৯ সিজনের ক্লাব ক্রিকেটের পুরস্কার এবং প্রাইজমানি যেমন দেওয়া হয়নি তেমনি ২০২০, ২০২১ সিজনের কোন ক্লাব ক্রিকেট আজ পর্যন্ত হয়নি। অর্থাৎ মানিক সাহা যে টিসিএ-র সভাপতি হিসাবে বিভিন্ন টেনিস ক্রিকেটের মঞ্চ আলোকিত করছেন সেই টিসিএ-তে তিনিই ক্লাব ক্রিকেট, মহকুমা ক্রিকেট বন্ধ বা স্তব্ধ করে রেখেছেন। অভিযোগ, টিসিএ-র সভাপতি হিসাবে মানিক সাহা যেখানে চরম ব্যর্থ সেখানে তিনি কি না টিসিএ সভাপতি হিসাবেই ঘন ঘন টেনিস ক্রিকেটে হাজির হচ্ছেন। দিচ্ছেন পুরস্কার। দেখা যাচ্ছে, বিজেপি-র সভাপতির চেয়ে তিনি টিসিএ সভাপতি হিসাবেই বেশি পরিচয় দিচ্ছেন। কিন্তু যে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএ) তাকে এত পরিচয় দিচ্ছে সেই টিসিএ-কে তিনি অন্ধকারে ডুবিয়ে দিচেছন। অভিযোগ, যুগ্মসচিবের পরামর্শ মেনেই নাকি রাজ্য ক্রিকেটে আজ অন্ধকার নামিয়ে এনেছেন টিসিএ সভাপতি মানিক সাহা।

বিহারের সাকিবুল

• সাতের পাতার পর সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে শুক্রবার তাঁর ব্যাট থেকে এল ত্রিশতরান। পাঁচ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে করলেন ৩৪১ রান। ৪০৫ বলের ইনিংসে রয়েছে ৫৬টি চার, দু'টি ছয়।স্ট্রাইক রেট ৮৪.২০।এটুকু পরিসংখ্যান থেকেই পরিস্কার, মিজোরামের বোলারদের ব্যাট হাতে কেমন শাসন করেছেন সাকিবুল ।প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এর আগের বিশ্বরেকর্ডও ছিল ভারতেরই দখলে। ২০১৮-১৯ মরসুমে মধ্যপ্রদেশের ব্যাটার অজয় রোহেরা হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে করেছিলেন অপরাজিত ২৬৭ রান। সেই বিশ্বরেকর্ডই এ দিন ভেঙে গেল সাকিবুলের ব্যাটে। এমন কিছু ঘটতে পারে ম্যাচের আগে ভাবেননি সাকিবুল। খেলার নিয়মে এই বিশ্বরেকর্ড ভবিষ্যতে ভেঙে যেতেই পারে। তবু প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের অভিষেক ম্যাচে ত্রিশতরানকারী হিসেবে সাকিবুলের

নাম মুছবে না কোনও দিন।

টাকার এমন টানাটানি... (২)

হয়েছিল, কোনও টাকা আসেনি।

এই ক্ষেত্রে সাত প্রকল্পের চারটির ঘরই খালি। প্রাকতিক সম্পদ ও বাস্ত্বতন্ত্র সংরক্ষণ,বণ্যপ্রাণীর জন্য আবাস উন্নয়ন,সিপাহিজলা চিড়িয়াখানা,হাতি প্রকল্প,এইসব খাতে কোনও টাকা নেই। সাত প্রকল্পে মোট চাওয়া হয়েছিল ৬৫.৬০ কোটি টাকা,তার অর্ধেকও আসেনি, পাওয়া গেছে ৩০.৩৫ কোটি

প্রাণী সম্পদ বিকাশ

স্রেফ শৃন্য। বাগিচা চায

রাজস্ব

চাওয়া হয়েছিল ৬০ কোটি,৭.৬৫ কোটি পাঠিয়েছে কেন্দ্র।

স্রেফ শূন্য।গ্রাম ন্যায়ালয় কিংবা পকসো আইনে বিচারের জন্য বিশেষ আদালতের জন্য টাকা চাওয়া হয়েছিল।

শূন্য এই খাতে যেমন সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন আছে, আছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা।

ত্রিপুরায় মাছ খাওয়ার গড় জাতীয় গড়

যাবজ্জাবন ১১

 প্রথম পাতার পর এবং নারোদায় রাখা দুটো ফাটেনি। সেদিনের বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছিল ৫৬ জনের এবং আহত হয়েছিলেন অন্তত ২০০ জন। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ইমেল পাঠিয়ে এই হামলার দায় স্বীকার করে ইভিয়ান মুজাহিদিন। এই ঘটনার আগে অবধি এই জঙ্গি সংগঠনের নাম শোনা যায়নি।

থেকেও বেশি। পাওয়া গেছে ১১.৮০ কোটি টাকা। চাওয়া হয়েছিল ৪৩.২৭ কোটি টাকা।

এসসি ওয়েলফেয়ার

এই খাতে সাত প্রকল্পের মধ্যে দুই প্রকল্পে কিছু টাকা দেওয়া হয়েছে। ছয়টিই 'নেই' তালিকায় পোস্ট কিংবা প্রি মেট্রিক স্কলারশিপ প্রকল্পে কোনও টাকা নেই। আদর্শ গ্রাম যোজনায় টাকা নেই। নেই টাকা এসসি ডেভেলপমেন্ট স্ক্রিমে কোনও টাকা। বাজেটে ১১২.১৫ কোটি টাকা ধরা হয়েছিল,পাওয়া গেছে চারভাগের একভাগের কম, ২৫.৬৭

কোটি টাকা মাত্ৰই। ওবিসি ওয়েলফেয়ার প্রিও পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ'র জন্য চাওয়া হয়েছিল ৩৩.৩০ কোটি টাকা,

পাওয়া গেছে ১৪.৪২ কোটি টাকা। মাইনরিটিস ওয়েলফেয়ার ৫০ কোটি টাকা চেয়ে পাওয়া গেছে ৬.৪৯ কোটি টাকা।গত সালে পাওনা

দক্ষতা বাডানো

ছিল পাঁচ কোটি টাকা।

মাত্রই ৭.৮৩ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। এই খাতে সাত প্রকল্পের মধ্যে মাত্র একটি প্রকল্পে এই টাকা দেওয়া

জেনারোলস্ট

রিসিপ্ট কপির একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন।

মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫

নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন।

হয়েছে, চাওয়া হয়েছিল ২৯ কোটি টাকা।

স্বরাষ্ট্র

দেওয়া হয়েছে ৬.৭৫ কোটি টাকা। চাওয়া হয়েছিল ৫.৩৯ কোটি টাকা। পুলিশকে আধুনিক করার জন্য এই টাকা দেওয়া হয়েছে। বাকী ছয় স্কিমে খাতা খালি। নির্ভয়া ফান্ড-সহ পুলিশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত আধুনিকীকরণ প্রকল্পেও কোনও টাকা আসেনি। স্টেট নোডাল অ্যাকাউন্ট

এই খাতে এসেছে ৩২৬.৪৮ কোটি

বাজেটের বাইরে পাওয়া টাকা

এখানে পাওয়া গেছে ৯৬০.৯৭ কোটি টাকা। এই ক্ষেত্রেও উপজাতি উন্নয়নে কোনও স্পেশাল প্যাকেজের নাম নেই। এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে রেগা প্রকল্পে, ৬৮২.৭৩ কোটি টাকা।

রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি বাজেটে রাজস্ব ঘাটতি ধরা হয়েছিল ১৭১৭.১৫ কোটি টাকা। এই ক্ষেত্রে গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (জিএসডিপি)'র ভাগে কোনও লক্ষ্য ছিল না। জিএসডিপি'র ভাগ ঋণাত্বক সংখ্যায়, -২.৬৪ শতাংশ হয়েছে।

বাজেটে আর্থিক ঘাটতি ৩৬৮০ কোটি টাকা। বিজেপি ক্ষমতায় আসার প্রথম বছরে শুধু ১৪১.৭ কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব এসেছিল, আর সেই বছরেই আর্থিক ঘাটতি সবচেয়ে কম ছিল, ১৩৩৯.৭ কোটি টাকা।

পরিস্থিতি সামালে প্রস্তাব

বৃহস্পতিবারের পর্যালোচনায় অর্থ দফতর খরচ বাঁচাতে আটটি প্রস্তাব রেখেছে। খরচে কঠোর হতে হবে, প্রকল্পের জন্য জমি কেনা এড়িয়ে যেতে হবে, প্রেক্ষাগৃহ ও টাউন হলগুলি বিয়েবাড়ি, সিনেমাহল হিসাবে ব্যবহার করতে হবে, পরিসেবা কিংবা কর্মী নিয়োগ বেশি বেশি আউটসোর্স করা যাবে না, দফতরে দফতরে শূন্যপদ লোপ হবে, বাজেটের বাইরে ঋণ নিতে হবে, বাজেটের বাইরে টাকার উৎস কাজে লাগাতে হবে, যতটা সম্ভব কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে কর্মচারীদের বেতন দিতে হবে।ভারত সরকার'র প্রকল্পগুলির টাকা আনতে হবে।

রাতে সন্ত্রাস

 প্রথম পাতার পর গত কয়েকদি ধরে আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের রাজনৈতিক ৬-এর পাতার পর ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার 'সন্ত্রাস' দেখে বিস্মিত রাজ্যবাসী। আগামী ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি আগরতলা টাউনহলে সিপিএম রাজ্য সম্মেলন ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) অনুষ্ঠিত হবে। ২৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত হবে প্রকাশ্য সমাবেশ। এদিকে, পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের বৃহস্পতিবার রাতের অন্ধকারে শহরে প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি পোড়ানো হলো সিপিএম'র পোস্টার লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার এবং ব্যানার। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে প্রশ্লোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহুর্তের মধ্যে হাতের এই ঘটনা আগরতলার কের চৌমুহনি এলাকায়। সিসি ক্যামেরার ফুটেজে অভিযুক্তের ছবি ধরা পড়েছে। জানা গেছে, একদিন আগেই কের চৌমুহনি এলাকায় সিপিএম পোস্টার, ব্যানার এবং ফ্র্যাগ লাগিয়েছে। প্রায় চার বছর পর সিপিএম'র ফ্ল্যাগ এবং পোস্টার লাগাতে দেখেন এলাকাবাসীরা। কিন্তু গভীর রাতে এই ব্যানার এবং পোস্টারে এক ব্যক্তি এসে আগুন ধরিয়ে দেয়। আশপাশের বাড়িঘরের সিসি ক্যামেরায় এই ফুটেজ ধরা পড়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে সিপিএম। তারা অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি তুলেছেন। কিন্তু পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি। প্রসঙ্গত, শহরের স্মার্টসিটির ক্যামেরাতে বহু অপরাধ ধরা পড়ে। কিন্তু পুলিশ সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে পারছে না বলে অভিযোগ। ২৪ ঘণ্টা আগেই গান্ধীগ্রামে প্রকাশ্যে এক মহিলার হার ছিনতাই হয়েছে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দুই যুবকের পরিষ্কার ছবি ধরা পড়েছে। কিন্তু পুলিশ দুই অভিযুক্তের মধ্যে কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি। এমনকী যে বাইকে ছিনতাইবাজরা এসেছিল এটিও উদ্ধার হয়নি।সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে পুলিশ শুধুমাত্র অটো চালক এবং বাইক চালকদের জরিমানার নামে বীরত্ব করতে পারে বলে অভিযোগ। বাস্তবে পুলিশ কুখ্যাত অভিযুক্তদের নাগালের সামনে যেতে পারে না বলেও অভিযোগ উঠছে।

মানিক সাহা গদি ছাড়ো

পর আপনি কার্যকর্তাদের তিপ্রা মথার মার খাওয়া থেকে বাঁচানোর কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। বিজেপির নানা সম্পদ নম্ট হয়েছে। বহুদিন ধরেই কার্যকর্তারা এডিসি এলাকায় ভয়ে রয়েছেন এবং এখন বাধ্য হয়ে তিপ্রা মথায় যোগদান করছেন, নিজেদের বিজেপি দল ছেড়ে। আসন্ন নির্বাচনের ২০টি এসটি সিট-এ এবং ১৭টি এসসি ও জেনারেল সিট-এও এর ভয়াবহ প্রভাব পড়বে।' এখানেও শেষ হতে পারতো চিঠিটি। হয়নি। মানিকবাবুকে তার ব্যর্থতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, দু'পাতার চিঠিতে এও লেখা হয়েছে— 'আপনি কোনওদিন মাটিতে নেমে রাজনীতি করেননি। শুধু তাই নয়, দলের অফিস বেয়ারার হিসেবে দায়িত্ব পালনেরও কোনও অভিজ্ঞতা নেই আপনার। কোনওদিন কাউন্সিলার বা বিধায়ক পদেও নির্বাচিত হননি। কোনও এক অজানা কারণে আপনি সরাসরি সভাপতির দায়িত্ব পেয়ে গেছেন। বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব পেয়েছেন দলেরই সমস্ত সাংগঠনিক সংবিধানকে উল্লঙ্খন করে। সভাপতি হতে গেলে এই দলে ন্যুনতম ১০ বছরের অফিস বেয়ারারের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কথা মত, এর পরেও আমরা আপনাকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আপনি কখনও, কোনওদিন আমাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেননি। শুধু তাই নয়, কখনও আমাদের পরামর্শ নিয়ে সংগঠনকে উন্নত করার চিস্তা-ভাবনা প্রকাশ করেননি, বরং আমাদের সাইডলাইন করে রেখেছেন। দলের স্বার্থে, তারপরও বহুবার আমরা আপনাকে সাহায্য করতে চেয়েছি।' গলগল করে নিজেদের দলের শীর্ষ পদকে এতকিছু লিখেও ক্ষান্ত হননি আদি নেতারা। চিঠিতে তারপর লেখা আছে— 'আইপিএফটির বরিষ্ঠ নেতারাও বহুবার শাসকদলের এই পরিস্থিতি নিয়ে অসম্ভুষ্টি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আপনি গায়ে মাখেননি। নতুনত্ব বা ভাবনা চিন্তা ছেড়েই দিলাম আমরা, আপনি সাংগঠনিক উন্নতির দিকেও নজর দিতে পারেননি। আপনি একদিকে ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির সভাপতি এবং অন্যদিকে। টিসিএ'র সভাপতি। গত ২৬ মাসে একই সঙ্গে দুটো প্রতিষ্ঠানকে আপনি সর্বনাশ করে ছেড়েছেন। একসঙ্গে দুটো পোস্ট ধরে রাখা বেআইনি। আগামী ১০ মাসে আরও তিনটি নির্বাচন— ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন, কয়েকটি কেন্দ্রে উপনির্বাচন এবং সর্বশেষ ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচন।' এরপরে চিঠির দ্বিতীয় পাতার শেষদিকে আদি নেতারা লিখেছেন— 'বৃহত্তর স্বার্থে এবং বিজেপি দলকে সাংগঠনিকভাবে উন্নত করতে এবার দয়া করে আপনার চেয়ার ছেড়ে দিন। যোগ্য এবং অভিজ্ঞ কাউকে আপনার চেয়ারে বসতে দিন। এই দুর্যোগের সময়, এটাই একমাত্র দলকে বাঁচাতে পারবে। নেমে দাঁড়ান নিজের পদ থেকে (ইংরেজিতে চিঠিটিতে লেখা— মানিক সাহাজি নাও প্লিজ স্টেপ ডাউন ফ্রম প্রেসিডেন্ট পোস্টা।' চিঠির শেষদিকে আরও ভয়ঙ্কর শব্দ ব্যবহারে নেতারা লিখেছেন— 'বিজেপি আপনার কাছে মাতৃসমান। মায়ের দুধ পান করেছেন গত ২৬ মাস ধরে। অন্তত সেই অজ্বহাতে এবার পদ ছেড়ে দিন।' চিঠিটির প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী, দলের জাতীয় সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক থেকে শুরু করে একঝাঁক কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে। দেখার, এই চিঠিটি রাজ্য রাজনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলে।

শিরোনামে রবীন্দ্রভবন

 প্রথম পাতার পর প্রকল্প থেকে কত পাওয়া গেছে, কোন প্রকল্পে কী পাওনা, তার সবই সেই পর্যালোচনায় পেশ করা 'ফ্যাক্ট্স এন্ড ফিগার'। বছরের বাজেট ছাড়া রাজ্যের সারা বছরের খরচ কত, আয় কত, কী উন্নয়ন হচ্ছে, তা বোঝার আর কোনও পস্থা নেই। তাছাড়া, বাজেট মানুযের টাকায় মানুষের জন্য। বাজেটের কতটা খরচ হল, কী হল, পর্যালোচনা করে কী এল, তা মানুষের সামনে অর্থ দফতর নৈতিকভাবে নিজেরই জানানো উচিত। মানুষের টাকা, সেই টাকায় তাদের জন্য বছরের প্রথমে কী প্রস্তাব করা হয়েছিল, বছর শেষে এসে কী হল, তা জানার অধিকার নিশ্চয়ই মানুষের আছে। অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে 'এফআরবিএম' কোনও পলিসি বানানোর 'বডি' নয়, প্রতিবাদী কলম কোথায় তা লিখেছে,তা আর বলতে পারেননি মন্ত্রী। প্রতিবাদী কলম তা লিখেনি। তিনি এনইসি'র ফিরে যাওয়া টাকা ফিরত আনার দাবি রেখেছেন। এনইসি'র কোন টাকা ফিরত গেল, তা উল্লেখ করেননি। এনইসি'র টাকা সাধারণত ল্যাপস না হওয়া খাতের টাকা, মানে ফেরত যায় না। তিনি আরও বলেছেন, বছ আগে ফেরত যাওয়া বিদ্যুতায়নের ১২ কোটি টাকা ফিরিয়ে এনেছেন। আর্থিক শুঙ্খলায় বহুদিন আগে ফেরত যাওয়া টাকা কী করে ফেরত আসে, তা কেউ বলতে পারেননি। এক অর্থ বছরে যদি টাকা ফেরত যায়, তবে কেন্দ্রের কোন অ্যাকাউন্টে সেই রাজ্যের নামে সেই টাকা বছরের পর বছর জমা থাকে, তা জানা যায়নি। তার ইঞ্চিত আগের সরকারের আমলে টাকা ফেরত গেছে. চার বছর পর সেই টাকাই ফেরত আসে। খবরটির শিরোনাম ধরে তার বক্তব্য রবীন্দ্রভবন বিয়েবাডি করা কল্পনারও অতীত। তেমন পরিকল্পনা নেই তাদের। সেই প্রসঙ্গ ধরে তিনি বলেছেন যে রাজ্যের কৃষ্টি-সংস্কৃতি একমাত্র তার সরকারই রক্ষা করছে। আগে কেউ করেনি। যে রবীন্দ্রভবন নিয়ে এত কথা তার ভাষণজুড়ে, সেই ভবনটিই তার সরকারের আমলে তৈরি নয়, একটুকুও নয়। বরঞ্চ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রতিবেশি দেশের শিল্পীদের কাছে মাথা কাটা গেছে রাজ্যের। কিছু দিন আগে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন-এ একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মঞ্চ জলে থৈ থৈ হয়ে পড়েছিল। শিল্পীরা জল কোথায় তা দেখে দেখে নাচ পরিবেশন করতে চেষ্টা করে গেছেন। মঞের কোনায় সরে গিয়ে আবৃত্তি হয়েছে, তাও এদিক-সেদিক দিয়ে গায়ে বৃষ্টির জল পড়ছিল। মঞ্চে এতটাই জল ছিল যে সেই জমা জলে শিল্পীদের চেহারা আয়নার মত দেখা যাচ্ছিল। সেই খবরও হয়েছিল, তখন সরকার প্রতিবাদ করতে আসেননি। প্রতিবাদী কলম কখনই, এমনকী শিরোনামেও বলেনি এই ভবনটি বিয়েবাডি হয়ে গেছে, কিংবা হতে চলেছে (যা তিনি বলেছেন ক্যামেরায়)। অর্থ দফতর প্রস্তাব করেছে যে টাউনহল, অডিটোরিয়ামণ্ডলি বিয়েবাড়ি, সিনেমাহল হিসাবে ব্যবহার করা হোক। রবীন্দ্রভবনও তাই। বলা হয়েছে, সম্ভাবনার কথা, যেহেতু টাউনহল, অডিটোরিয়াম বিয়েবাড়ি, সিনেমাহল করার প্রস্তাব আছে। টাকার টানাটানি না হলে কেউ সাংস্কৃতিক কাজের জন্য মূলত যে হল, টাউনহল, বা নজরুল কলাক্ষেত্র বা উদয়পুরের রাজর্মি, বা আরও নানা হল, সেগুলিকে বিয়েবাড়ি বানানোর প্রস্তাব করার প্রস্তাব করা যায়! তার দফতরই করেছে। সেটাও কি কল্পনা কেউ করেছিলেন? তিনি 'বিয়েবাড়ি'র সাথে 'সিনেমাহল' কথাটিও বলেছেন। 'সিনেমাহল' কথাটি তার মুখ থেকেই বেরিয়েছে, তার দফতরের প্রস্তাবে আছে, প্রতিবাদী কলম তো সেই শব্দ লিখেইনি! এ তো ''ঠাকুর ঘরে কে…!"

মন্ত্রী বাহাদূর এত অপ্রসাঙ্গিক বলেছেন যে চাইলে গত সংস্করণের মত পূরো পাতা তার কথা খন্ডন করে লেখা যাবে। যেমন তিনি বলছিলেন, এত বড লেখা, সবটা পড়িনি, অল্প অল্প দেখেছি। কথা বলার সময়, একেবারে সাল উল্লেখ করে করে তিন বছরে পাওয়া টাকার কথা বলেছেন, প্রতিবাদী কলম সেই পাওনার কথা লিখেছে পর্যালোচনায় পেশ করা হিসাব থেকেই। তিনি সেখানে কোনও আপত্তি করেননি, বরঞ্চ বলেছেন, কাছাকাছি ছিল পাওনা বছরে বছরে। ২০১৮-১৯'র সাথে এই সালে এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় পাওনার পার্থক্য সারে চারশ কোটি টাকার বেশি। এটাই কী কাছাকাছি! তেমনি মিটিং'র তার বলা সময়কাল নিয়েও কথা বলা যায়! ১৭ ফেব্রুয়ারি যে হিসাব পেশ হয়েছে, আর সব বাদ দিলেও, শুধুই যদি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের জন্য বাজেটে ধরা টাকা (বাজেট এস্টিমেট) আর গত ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত পাওয়া টাকার পার্থক্য দেখা যায়, তবে তা ২৫৬১.৭৬ কোটি টাকা, এই টাকা আরও আসতে হবে। হাতে আর দেড় মাস সময়। মন্ত্রী বলেছেন, সব টাকাই আসবে, গত বারের চেয়ে বেশি আসবে। লিখিত নাকি কেন্দ্রীয় দফতর থেকে আনা হচ্ছে। যদি তাই সত্যি হয়, তবে ১০ মাসে পাওয়া গেছে ২১৩৬.৮৮ কোটি টাকা, আর দুই মাসে আসবে ২৫৬১.৭৫ কোটি টাকা! যদি আসেও দুই মাসে এই টাকা খরচ করা যায়, যাবে! যদি খরচ না হয়, কী হবে, আগামী বাজেটে টাকা আরও কমে যেতে পারে। তাও যাই হোক, এই টাকা আর দেড়মাসে অর্থমন্ত্রী এনে খরচ করে দেখাতে পারলে, প্রতিবাদী কলম আবার পুরো পাতা জুড়ে খবর করবে।

সরকারি প্রেস রিলিজ দিয়ে জানানো আপত্তি হুবহু দেওয়া হলো ঃ আগরতলা, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০২২ ইং

শুক্রবার 'প্রতিবাদী কলম' পত্রিকায় 'টাকার এখন টানাটানি- রবীন্দ্র ভবনও হতে পারে বিয়ে বাড়ী।' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি সম্পূর্ন ভিত্তিহীন ও অসত্য বলে প্রতিবাদ জানিয়েছেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীফ্ত দেববর্মন। উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেববর্মন জানান, এ ধরনের ভিত্তিহীন ও অসত্য সংবাদ জনমনে বিল্রান্তি ছডায়। শ্রী দেববর্মন জানান, এফ আর বি এম কোনও সরকারী পলিসি মেকিং বডি নয়। বাজেট তৈরীর কাজও এফ আর বি এম করে না। এফ আর বি এম বিভিন্ন দপ্তরের আর্থিক অবস্থা, বিভিন্ন দপ্তরের জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ অর্থের যোগান ও ব্যবহারের বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোনও প্রকল্পের মঞ্জরীকৃত টাকার কিস্তি কতটা পাওয়া গেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোনও অর্থ পাওনা থাকলে কেন পেতে দেরী হচ্ছে এসব বিষয় এফ আর বি এম বৈঠকে আলোচনা হয়। এফ আর বি এম বৈঠকে কোনও পলিসি গ্রহন করা হয় না। রাজ্যের আর্থিক সমৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয়। বিভিন্ন দপ্তর আধিকারিকদের সরকার গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

শ্রী দেববর্মন আরও জানান, বিজেপি সরকার রাজ্যের কৃষ্টি-সংস্কৃতি সম্পর্কে যথেষ্ঠ ওয়াকিবহাল। রাজ্যের কৃষ্টি-সংস্কৃতির ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিজেপি সরকার। রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজ্যের তিনজন নাগরিক পদ্মশ্রী পুরস্কার পেয়েছেন। মহারাজা বীরবিক্রম মানিক্য মহাশয়ের নামে আগরতলা এয়ারপোর্টের নামাকরন করা হয়েছে। মহারাজা বীরবিক্রম মানিক্য মহারাজার জন্মদিনকে সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। গড়িয়া পূজার ছুটি দুদিন করা হয়েছে। পুরানো রাজভবনকে পুষ্পবস্ত মিউজিয়াম করা হয়েছে। উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীফু দেববর্মন বলেন রবীন্দ্র ভবন রাজ্যের একটি ঐতিহ্য। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের স্মরনেই এই ভবন। এই ভবনের সঙ্গেই যুক্ত রয়েছে ত্রিপুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আত্মিক সম্পর্ক। কাজেই রবীন্দ্রভবনকে বিয়েবাড়ী হিসাবে ভাড়া দেওয়ার বিষয়ে চিন্তা করা কল্পনাতীত।"

ষ দফতরে পুনানয়োগের

আগর তলা, ১৮ ফেব্রুন্যারি।। চাকরি জীবনের ২৫/৩০ বছর ধরে এ নিয়ে কারো কাছে কোনও ব্যাখ্যা রাজ্যে কৃষিজ কল্যাণই যখন শুধু বাম বন্দনাই করে গেছেন, সরকারের মূল লক্ষ্য কৃষকের উন্নতিই যখন সরকারের আর্থিক ভিত্তি শক্ত করার আসল বুনিয়াদ তখন কৃষিকে কেন্দ্র করে সরকারের উন্নয়নমুখী ভাবনা বাস্তবায়িত হওয়ার কথা, কিন্তু পূর্বতন কৃষি দফতর তথা বর্তমানে কৃষক ও কৃষি কল্যাণ দফতর যেন পুরোনো দিকে ঘুরিয়ে হাঁটছে। দফতরের এক দক্ষ আধিকারিক থাকার পরেও বাম আমলের মার্কামারা জনাকয় আধিকারিককে চাকরি থেকে অবসরের পরেও পুনর্বাসনে টেনে আনা হয়েছে শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যে আধিকারিকরা পুনর্বাসন পেয়েই গাছের গোড়া কেটে আগায় জল দিতে শুরু করেছেন। এখন পর্যন্ত

অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিককে

আইজিএম'র

লিফট অচল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

পুনর্নিয়োগ করেছে সরকার। যারা ঠিক কি কারণে এদের পুনর্নিয়োগ কাজের কাজ আর কিছুই করেননি। যে কারণে বাম আমলে কৃষি মুখথুবড়ে পড়েছিলো। এই আমলে দফতরের নাম বদল হলেও কর্মপদ্ধতিতে তেমন বদল আনতে পারেনি সরকার। কারণ, বাম কর্মী আধিকারিকরা প্রতি পদেই সরকারকে ল্যাং মারতে চেয়েছেন। এর পরেও নানাভাবে নানা উদ্যোগ নিয়ে সরকার কৃষিজ উন্নতির চেষ্টা জারি রেখেছে। কিন্তু অবসরে যাওয়া ব্যক্তিদেরকে ফের পুনর্নিয়োগ কেন ? যেখানে সমগোত্রীয় অন্যান্য আধিকারিকরা রয়ে গিয়েছেন। জানা গেছে, কৃষি দফতরের এক শ্রেণির আধিকারিক মন্ত্রীকে ভুল অবসর প্রাপ্ত আধিকারিকদেরকে ফের পুনর্নিয়োগের বন্দোবস্ত করেছেন।

নেই। সুবীর কুমার ভৌমিক, অপু রায়, অরিন্দম বিশ্বাস, দীপঙ্কর দে, গৌতম মজুমদার, সংগ্রাম দাস, নীলমোহন বিশ্বাস, অরুণ ভট্টাচার্য, রাজীব চৌহান, সন্দীপ সোম, গোপাল মল্ল এবং তালিকায় আরও রয়ে গিয়েছেন। এদের প্রত্যেককেই অবসরের পর পুনর্নিয়োগ করেছে দফতর। যতদূর খবর, এই আধিকারিকদের বেশিরভাগেরই লক্ষ্য গাছের গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া। কারণ, এর পেছনে এই ফেব্রুয়ারি মাসেই চাকরি থেকে অবসরে যাচ্ছেন যুগ্ম অধিকর্তা অনিল দেববর্মা এবং জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার অপূর্ব চক্রবর্তী। কিন্তু নানা মাধ্যমে হুক লাইন লাগিয়ে এদের দু'জনেই পুনর্নিয়োগের জন্য তদ্বির শুরু করেছেন এবং এরা

শীঘ্রই পুনর্নিয়োগ পাবেন বলে জানা গেছে। অথচ বাম আমলে এরা মস্তবড় ক্যাডার ছিলেন এবং এদের যন্ত্রণাতেই অনেকে অতিষ্ট ছিলেন। যে কারণে এই পুনর্নিয়োগকে কোনওভাবেই মেনে নিতে চাইছেন না দফতরের অন্যান্য কর্মী আধিকারিকরা। কিন্তু সরকারিভাবে এদের পুনর্নিয়োগের জন্য উদ্যোগ নিয়ে নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তীব্ৰ ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এর আগে প্রাক্তন অধিকতা ড. দেবপ্রসাদ সরকার রাজ্য সরকারকে ভুল রয়েছে নানা রহস্য। জানা গেছে, বুঝিয়ে বাদবাকি এগারোজন কমরেডকে অবসরের পর পুনর্নিয়োগ করেছেন। এবার আরও দু'জনের উদ্যোগ চলছে। রাজ্যের বেকারদের চাকরি যখন অথৈজলে তখন সরকারের এই পুনর্নিয়োগের ঢেউ নানা প্রশ্নের

ইসলাম ধর্মে হিজাবের ব্যবহার যে

অপরিহার্য, এমনটা নয়। তৃতীয়ত,

হিজাব পরার অধিকারের বিষয়টি

অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে আহত ৫

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. খোয়াই, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে অটো উল্টে আহত ৫ জন। শুক্রবার খোয়াই জব্বরটিলা এলাকায় এই দুর্ঘটনা। অটোটি কি কারণে উল্টে যায় তা জানা যায়নি। অটোতে ছিলেন মোট ৬ জন যাত্রী। আহত হন ৫ জন। এলাকাবাসী দর্ঘটনা দেখে দমকল কর্মীকে খবর দেয়। দমকল কর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। আহতদের মধ্যে বয়স্ক লোকজনও আছেন। প্রত্যক্ষদর্শীর কথা অনুযায়ী অটো চালক হঠাৎ ব্রেক কষে দেওয়ায় গাড়ি উল্টে যায়।

মৃতদেহ উদ্ধার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। নিজ বাড়িতে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে। শুক্রবার বিকাল ৩টা নাগাদ ফটিকরায় থানাধীন গকলনগর ২নম্বর ওয়ার্ডের অজিত দেব"র (৫০) ঝলন্ত মতদেহ উদ্ধার হয়। তার পরিবারের লোকজন মতদেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। পরবর্তী সময়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত করে এবং মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। তবে কি কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছেন তা জানা যায়নি।মত্যকালে অজিত দেব এক ছেলে, তিন মেয়ে এবং স্ত্রী"কে রেখে গেছেন। কিছুদিন আগেই তার বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছিল।

আত্মহত্যার

চেষ্টা চাঞ্চল্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধিঃ ১৮ ফেব্রুয়ারি।। গোলাঘাঁটি বিধানসভা কেন্দ্রের কাঞ্চনমালা পঞ্চায়েতের এক নং ওয়ার্ডের পঞ্চায়েত সদস্যের স্ত্রী আত্মহত্যার চেস্টা করে এখন হাপানিয়া হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে। একজন পঞ্চায়েত সদস্যের স্ত্রী কেন এধরণের পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হলো? এপ্রশ্নে পাড়ার সাধারণ মানুষের মধ্যে যেমন প্রশ্ন রয়েছে, তেমনি মহিলার আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেও রয়েছে প্রশ্ন। ঘটনার খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে জানা গেছে. কাঞ্চনমালা পঞ্চায়েতের এক নং ওয়ার্ডের সদস্য নারায়ণ দাসের স্ত্রী অনিমা দাস দীর্ঘদিন ধরেই তার দুই ছেলের সাথে পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য চলছিল। একসময় মতপার্থক্য রীতিমতো শক্রতার সূত্রপাত করে। পরিবারের কর্তা হিসাবে বিষয়টি সমাধানের জন্য একাধিকবার চেস্টা করে নারায়ণ দাস। ছেলেদের এবং ছেলের বৌদেরও বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু কেউ নারায়ণ দাসের কথাকে কর্ণপাতও করেনি। এঘটনার পর ভেঙে পডেন নারায়ণ দাস ও তার স্ত্রী অনিমা দাস। গত তিন দিন ধরে অনিমা দাস খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেন। অন্যান্য দিনের মত ফের অনিমা দাসের সাথে তাঁর ছেলের বৌ রা ঝগড়া ঝাটি শুরু করে। এক সময় ক্ষোভে দুঃখে অনিমা দাস বাড়িতে থাকা কীটনাশক খেয়ে ফেলে। চেস্টা করে আত্মহত্যার জন্য।খবর পেয়ে পাড়ার মানুষ ছুটে। আসে। বিলম্ব না করে হাপানিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয় অনিমা দাসকে। জানা গেছে, অনিমা দাস

মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে।

হিজাব ঃ ইস্তফা অধ্যাপিকার কর্ণাটক হাইকোর্টে সওয়াল

আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। আবারও অচল হয়ে পডলো আইজিএম'র লিফট। নিয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। কর্তৃপক্ষের উদ্দেশে লেখেন, সঙ্গে সামঞ্জ্যসূর্ণ। দ্বিতীয়ত, হাসপাতালটির ডায়ালেসিস কর্ণাটকের শিক্ষাঙ্গণে ছাত্রীদের বিভাগটিতে আসা-যাওয়া করতে হিজাব নিষিদ্ধ নিয়ে দেশজোডা শুরু লিফ্ট প্রয়োজন। কিন্তু লিফ্টটি হয়েছে বিতৰ্ক। মামলা চলছে হাই অচল থাকায় ডায়ালেসিসের কোর্টে। এই আবহে চাকরি থেকে রোগীদের কন্ট করে সিঁড়ি বেয়ে ইস্তফ দিলেন কর্ণাটকের জৈন উঠা-নামা করতে হচ্ছে। গত ৫-৬ পিইউ কলেজের এক অধ্যাপিকা। মাস ধরেই এই লিফ্টি বেহাল চাঁদনি নামে ওই অধ্যাপিকার অবস্থায়। প্রায়ই হাসপাতালের অভিযোগ, তাঁকে কলেজে ঢোকার লিফটটি অচল হয়ে পড়ে। রোগী মুখে হিজাব খুলতে বলেন এবং তাদের পরিজনরা এই লিফ্টের জন্য সব সময় দাবি কর্তৃপক্ষ। এর পরেই তিনি চাকরি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু এসবের ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। টুমাকুরু-র পরও লিফ্ট ঠিকমতো মেরামত জৈন পিইউ কলেজের ওই করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। অধ্যাপিকার দাবি, গত তিন বছর এদিকে ক্ষোভ দেখিয়েছেন রোগীর ধরে চাকরি করছেন। হিজাব পরেই পরিজনরাও। তাদের বক্তব্য, পড়ুয়াদের পড়িয়েছেন। কখনও হাসপাতাল কর্তৃ পক্ষের কাছে তাঁকে কেউ বলেননি, হিজাব অনেকবার লিফ্ট ঠিক করতে দাবি খোলার কথা। এই প্রথম তাঁকে এ করেছি। রোগীদের কথা শোনা হয় ভাবে বাধা দেওয়া হল। চাঁদনি-র না। উল্টো রেগে যান হাসপাতাল কথায়, "হঠাৎ করে বৃহস্পতিবার কর্তৃ পক্ষ। এর আগেও রাজ্যের কলেজের অধ্যক্ষ বললেন, হিজাব অন্যতম প্রধান হাসপাতাল আইজিএম-এ রোগীদের সিঁড়ি অথবা অন্য কোনও ধর্মীয় চিহ্ন বেয়ে উঠা-নামা নিয়ে বিক্ষোভ থাকে, এমন পোশাক পরে ক্লাস হয়েছে। প্রতিনিয়তই রোগী এবং নেওয়া যাবে না। কিন্তু গত তিন তাদের পরিজনরা এনিয়ে ক্ষোভ বছর ধরে তো আমি হিজাব পরেই দেখিয়ে থাকেন। অথচ রোগীদের ক্লাস নিলাম!"চাকরি ছাড়া প্রসঙ্গে কথা শোনার কেউ নেই। অন্যতম তাঁর মন্তব্য, "এই নতুন সিদ্ধান্ত প্রধান হাসপাতালটির এই অবস্থা আমার আত্মমর্যাদায় আঘাত দেখে অনেকে অবশ্য মন্তব্য কবেন করেছে। তাই ইস্তফা দিলাম।'' ডবল ইঞ্জিনে একটি লিফট সারাই ইস্কাপত্তেও এ কথা উল্লেখ করার মতো টাকা হচ্ছে না— এটা করেছেন তিনি। হিজাব নিয়ে হতে পারে না। সম্ভবত টাকা অন্যত্র নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে কলেজ সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

পুলিশকে সক্রিয় হওয়ার

আহ্বান নাগরিক সমাজের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। একের পর এক

চুরির ঘটনায় অতিষ্ঠ হয়ে পুলিশের দ্বারস্থ এলাকার সচেতন নাগরিকরা।

উল্লেখ্য, কৈলাসহর পুর পরিষদের বিভিন্ন এলাকায় চোরদের তাণ্ডব সীমাহীন

মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে কৈলাসহর পুর পরিষদ এলাকায়

একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে। প্রায় প্রতিটি সন্ধ্যায় কোনো না

কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান কিংবা গৃহস্থের বাড়িতে হানা দিচ্ছে চোরের দল।

শুধুমাত্র মঙ্গলবার ও বুধবার দু'দিনে দুটি বিদ্যালয় সহ বেশ কয়েকটি বাড়িতে

চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কৈলাসহর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক

অফিসের পাশেই একের পর এক চুরি সংঘটিত হলেও এ বিষয়ে পুলিশের

কোনো হেলদোল নেই বলে অভিযোগ। ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে

কৈলাসহর পুর পরিষদের ২ নং ওয়ার্ডের সচেতন নাগরিকদের প্রতিনিধিদল

কৈলাসহর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসির কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে। শহরের

পুলিশি টহল বাড়ানো, গভীর রাতে যানবাহনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা সহ

থানা এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান

করা হয়। এদিনের প্রতিনিধি দলে ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক নির্মল

কান্তি সিনহা, প্রাক্তন কাউন্সিলর নচিকেতা গোস্বামী, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক

কমার ভট্টাচার্য, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মী অনুপ ভট্টাচার্য, শিক্ষক হিমাংশু

''আপনাদের এই অগণতান্ত্রিক কাজের আমি তীব্র নিন্দা করছি।" অন্য দিকে কলেজের অধ্যক্ষ কে টি মঞ্জনাথের দাবি তিনি বা কলেজ কর্তৃপক্ষের কেউ চাঁদনিকে বলেননি যে হিজাব পরে ক্লাস নেওয়া যাবে না। উল্লেখ্য, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে হিজাব-বিতর্ক তীব্র আকার নিয়েছে। হিজাব নিষেধাজ্ঞার পক্ষে-বিপক্ষে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে আদালতে। মঙ্গলবার কর্নাটক হাইকোর্টে এক আন্দোলনকারী ছাত্রীর আইনজীবী সওয়াল করেন, কলেজে যদি দোপাট্টা, বালা, ঘোমটা দিয়ে যাওয়া যায় তা হলে হিজাবে আপত্তি কেন? হিজাবের মতো এগুলিও একটি একটি সম্প্রদায়ের পোশাক।

খবর নয়, যেন বিস্ফোরণ **5**7085917851

হাই কোর্ট তার পরবর্তী সিদ্ধান্তে আসা পর্যন্ত কর্নাটক রাজ্যের শিক্ষাঙ্গনে হিজাব পরে যাওয়া যাবে ना বलে জानारना হয় একটি অন্তর্বর্তিকালীন নির্দেশে। তার পরেও অবশ্য বিভিন্ন কলেজে হিজাব আন্দোলন দেখা গিয়েছে। কর্ণাটক হাইকোর্টে চলা হিজাব মামলার শুনানি মুলতুবি রাখা হল শুক্রবার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব নিষিদ্ধের নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা করেছেন উদুপির সরকারি কলেজের এক ছাত্রী। সরকার পক্ষের আইনজীবী আদালতের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আরও সময় চেয়ে নেন। তবে এ দিন আদালতে বেশ কয়েকটি মন্তব্য করেছেন কর্ণাটক রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল। মোট তিনটি বিষয়ে মন্তব্য করেন তিনি। বলেন, ''আমাদের প্রথম পর্যালোচনা, হিজাব নিষিদ্ধের বিষয়টি শিক্ষা সংক্রান্ত আইনের

সংবিধানের ১৯(১) অনুচ্ছেদ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়।" কর্ণাটক হাইকোর্টে সরকার পক্ষ এমনও সওয়াল করে যে, সুপ্রিম কোর্ট যেমন শবরীমালা কিংবা সায়রা বানু (তিন তালাক বিষয়ক) মামলাকে সাংবিধানিক নীতি ও ব্যক্তিগত মর্যাদার বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেছে, হিজাব মামলাকে সেই স্তরে উন্নীত হতে হবে। অন্য দিকে মামলার শুনানিতে কর্ণাটক হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'এক পক্ষ বলছেন, হিজাব নিষিদ্ধের পিছনে কোনও জোরাজুরি ছিল না বরং বিষয়টিকে জটিল করেছে কিছু সমাজবিরোধী ব্যক্তি। তা হলে কেন থানায় এফআইআর দায়ের হল না?' হাইকোর্টের প্রশ্ন, হিজাব নিষিদ্ধের বিষয়ে সরকারি নির্দেশ কি আগেই ছিল? এক দিকে সরকার পক্ষ বলছে, কারা হিজাব নিষিদ্ধ করলেন তা খতিয়ে দেখতে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। আবার অ্যাডভোকেট জেনারেল বলছেন, সরকারই এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দেয়। উল্লেখ্য, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে হিজাব-বিতর্ক তীব্র আকার নিয়েছে। হিজাব নিষেধাজ্ঞার পক্ষে-বিপক্ষে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে আদালতে। এর আগে হাইকোর্টে এক আন্দোলনকারী ছাত্রীর আইনজীবী সওয়াল করেন যে, কলেজে যদি দোপাট্টা, বালা, ওড়না ব্যবহৃত হয়, তা হলে হিজাবে আপত্তি কেন? হিজাবের মতো এগুলিও একেকটি সম্প্রদায়ের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। হাইকোর্ট তার পরবর্তী সিদ্ধান্তে আসা পর্যন্ত কর্ণাটক রাজ্যের শিক্ষাঙ্গনে হিজাব পরে যাওয়া যাবে না বলে জানানো হয় একটি অন্তৰ্বৰ্তীকালীন নিৰ্দেশে।

ভারত-বাংলাদেশের যৌথ কমিটি



প্রেস রিলিজ, সাব্রুম, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। ভারত-বাংলাদেশ যৌথ প্রযুক্তিগত কমিটির সদস্যগণ শুক্রবার সাব্রুমের ফেণি নদীর পাড়স্থিত পানীয় জলের প্রকল্প ও সেচ প্রকল্পগুলি পরিদর্শন করেন। সকাল সাড়ে ১০টায় মৈত্রী সেতু দিয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলটি ভারতে এলে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার

স্বাগত জানান। সাব্রুম মহকুমার মহকুমাশাসক দেবদাস দেববর্মা, সেচ দফতর, জল সম্পদ দফতর-সহ বিভিন্ন সরকারি দফতরের আধিকারিকগণ জেলাশাসকের সঙ্গে ছিলেন। বাংলাদেশ থেকে ছিলেন বাংলাদেশ জল উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রামের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ রমজান আলি প্রামানিক, বাংলাদেশ যৌথ নদী জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ তাদের কমিশনের সদস্য মোঃ মাহমুদুর

রহমান-সহ ১২ জনের প্রতিনিধি দল। দু'দেশের প্রতিনিধিগণ মৈত্রী সেতু সংলগ্ন এলাকায় ফেণি নদীর পাড়ে নির্মীয়মাণ জলের প্রকল্পের ও সেচ প্রকল্পের স্থান পরিদর্শন করেন। প্রকল্পগুলির প্রকৌশলগত দিক নিয়ে দু'দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা হয়। দু'দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী কর্মকর্তারা এই সময়

ভিশন ডকুমেন্টের প্রতিশ্রুতি পুরণের দাবিতে মিছিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. কদমতলা/চুরাইবাড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন তেজি হচ্ছে বামেদের। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর ঘরে বসে যাওয়া বাম নেতা-কর্মীরা এখন মাঠে নেমে পড়েছেন। তারা ২০২৩ সালের নির্বাচনকে পাখির চোখ করেছেন। তাই রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে ঘিরে ধরার সুযোগ থাকলেই রাস্তায় মিছিল নিয়ে নেমে পড়ছেন। ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিজেপি"র প্রকাশিত নির্বাচনি প্রতিশ্রুতিপত্র তথা ভিশন ডকুমেন্ট এখন বামেদের রাজনৈতিক লড়াইয়ের মূল হাতিয়ার। কারণ তাদের অভিযোগ, বিজেপি একটি প্রতিশ্রুতিও পুরণ করেনি। এদিন ফের বামেরা ভিশন ডকুমেন্টের

প্রতিশ্রুতি পুরণের দাবিতে মিছিল করে। শুক্রবার বামেদের মিছিল দেখা গেল উত্তর জেলার কদমতলায়। সিপিআইএম জেলা সম্পাদক অমিতাভ দত্ত এবং বিধায়ক ইসলাম উদ্দিনের নেতত্ত্বে মিছিল করে তারা ৭ দফা দাবিতে ডেপটেশন প্রদান করেন ব্লকে। সিপিআইএম রাজনগর ও ব্রজেন্দ্রনার অঞ্চলের উদ্যোগে এদিন গণ ডেপুটেশন প্রদান করা হয় কদমতলা ব্লক আধিকারিকের উদ্দেশে। ব্লক আধিকারিকের অনু পস্থিতিতে পঞ্চায়েত অফিসারের কাছে দাবিগুলির প্রতিলিপি তুলে দেওয়া হয়। দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বৰ্তমান বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সকল প্রকার ভাতা দু'হাজার টাকা করা, সেই প্রতিশ্রুতিতে বছরে দুইশো দিনের

ভয়ো ওয়ার্ক অর্ডারে দর্নীতি বন্ধ করা, মুখ্যমন্ত্রীর স্বনির্ভর প্রকল্পে সহায়তা প্রাপক পরিবারের তালাকিা প্রকাশ করা প্রভৃতি। ডেপুটেশন গ্রহণ করে পঞ্চায়েত অফিসার হেলাল উদ্দিন জানান. অতিসত্বর তাদের সদুত্তর দেওয়া হবে। এদিকে, এই ডেপুটেশনের নেতৃত্বে ছিলেন সিপিআইএম উত্তর জেলা কমিটির সম্পাদক অমিতাভ দত্ত, এলাকার বিধায়ক ইসলাম উদ্দিনসহ অন্যান্য নেতৃত্ব। তারপর দলীয় কার্যালয় থেকে তাদের নেতৃত্বে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে এক বিশাল মিছিল বের হয়। কদমতলা বাজার পরিক্রমা করে পনরায় দলীয় অফিসে এসে বাজার সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বাম নেতত্ব শাসক দলের বিরুদ্ধে দর্নীতি সহ আইন শঙ্খলার অবনতির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন।

বছৰ হতে চলেছে। সামনেই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. তেলিয়ামুড়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। কেন্দ্রীয় বাজেট ছাত্র-যব কৃষক-শ্রমিকদের স্বার্থে নয় কর্পোরেটদের স্বার্থ রক্ষা করবে। এ বাজেট শুধুমাত্র বডলোকদের জন্য। এমনটাই স্পষ্ট বক্তব্য উঠে এলো ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন এবং ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পথসভা থেকে। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্য রাজনীতিতে গরম হাওয়া বইছে। ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনের পর প্রায় চার

২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচন। নির্বাচনে নিজেদের শক্তি জাহির করতে সিপিআইএমের বিভিন্ন গণসংগঠনগুলি মাঠে নেমে পড়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে দুটি সংগঠনের তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ১৫নং ওয়ার্ডে পথ সভার আয়োজন করা হয়। পথসভায় উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই রাজ্য কমিটির সদস্য টুটন দেব, সংগঠনের তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির

সম্পাদক রঞ্জ দাস, এসএফআই রাজ্য কমিটির সদস্যা মন্দাক্রান্তা নাথ চৌধুরী-সহ অন্যান্যরা। আলোচনা করতে গিয়ে প্রাক্তন ছাত্র নেতা সুবীর সেন বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এবারের বাজেট যুবকদের বিরোধী, ছাত্র বিরোধী এবং শ্রমিক বিরোধী। এ বাজেট শুধু বডলোকদের স্বার্থে। শুধু তাই নয়, বর্তমান রাজ্যের দুরবস্থা সহ রাজ্যে আইনের শাসন নেই। বিভিন্নভাবে ছাত্র-যুবদের উপর আক্রমণ, হামলা *হুজ্জ* তি হচ্ছে। পুলিশ-প্রশাসন নীরব।

উপার্জনের অবলম্বন নিয়ে গেল চোরের দল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে রাজ্যবাসী। প্রতিদিন রাজ্যজুড়ে এ ধরনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। গোটা রাজ্যের সাথে বিশালগড়েও চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বিশালগড় লক্ষ্মীবিল এলাকার বাসনা দাসের বাড়িতে চোরের দল হানা দিয়ে তিনটি গবাদি পশু চুরি করে নিয়ে যায়। শুক্রবার সকালে এ ঘটনা দেখতে পেয়ে বাসনা দাসের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। শুধুমাত্র পশুপালন করেই তাদের সংসার প্রতিপালন করে আসছে। পরবর্তী সময় বাসনা দাস ও পরিবারের লোকেরা বিশালগড় থানায় খবর পাঠায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং চুরির মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। যদিও বিশালগড় এলাকায় দিনের পর দিন চুরি-ছিনতাইসহ বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ বেড়েই চলেছে, যা দমন করতে পুলিশ বাবুরা ব্যর্থ বলে অভিযোগ উঠে আসছে বাসনা দাস'র পরিবার জানিয়েছে, বিশালগড়ে নবনির্মিত বাইপাস হওয়ার পর চুরি-ছিনতাই দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। কিন্তু পুলিশকে জানিয়ে কোনো কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। যার ফলে খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ জনগণকে। এখন দেখার বিষয়, পুলিশ এ ঘটনার সঙ্গে যুক্তদের কবে নাগাদ পাকড়াও করতে সক্ষম হয়।

বেহাল দশায় ছাত্ৰী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, নতুনবাজার, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। শিলাছড়ি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাসটি খুবই বেহাল দশায় আছে। দূর-দূরান্তের ছাত্রীরা সেখানে থেকে পড়াশোনা করে। কিন্তু বিল্ডিংটি অনেক পুরোনো হওয়ায় তারা এখন যথেষ্ট আতঙ্কিত। এক কথায় জীবনের ঝুঁকি নিয়েই ছাত্রীরা বসবাস করছে। ছাত্রী নিবাসের কোন বাউন্ডারি নেই। চারদিকে নাম রক্ষার যে প্রাচীর আছে তা খুবই নড়বড়ে। ছাত্রী সংখ্যার তুলনায় ঘরও তেমন



নেই। তাই একই ঘরে ৭ থেকে ৮ জনকে থাকতে হচ্ছে। এতে করে তাদের পড়াশোনাতেও ব্যাঘাত ঘটছে বলে অভিযোগ। তাছাড়া হোস্টেলের সিলিং পর্যন্ত নম্ভ হয়ে গেছে। শীতে কিংবা গরমে ছাত্রীদের খুবই সমস্যা হয় বলে। তারা জানিয়েছেন। সমস্যাগুলি স্বীকার করেছেন বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষিকাও। তবে তিনি চাইছেন দফতর যেন অতি দ্রুত ছাত্রী নিবাসটি সংস্কার করে। কারণ, ছাত্রীরা বিভিন্ন সময় তার কাছে গিয়েই অব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগ করে। তিনি বিষয়গুলি নিয়ে ঊধর্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করেছেন বলেও জানান। কিন্তু এখনও কোন সংস্কার কাজে হাত লাগানো হয়নি।

বার্ড ফ্লু !

মুম্বই, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। ফের দেশে

বার্ড ফ্লু আতঙ্ক। বিহারে অত্যস্ত

ছোঁয়াচে এইচ৫এন১ ভাইরাসের দেখা মিলেছিল একটি পোলট্ৰিতে। এবার মহারাষ্ট্রের থানেতেও হানা দিল এই ভয়ংকর ভাইরাস। যার জেরে ২৫ হাজার মুরগিকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল স্থানীয় প্রশাসন। জানা গেল, থানের শাহপুর তহশিলের অন্তর্গত ভেহলি গ্রামে আচমকাই একসঙ্গে ১০০টি মুরগির মৃত্যু হয়। এরপরই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। সংবাদ সংস্থা সূত্রে জানা যাচ্ছে, থানের জেলাশাসক রাজেশ জে নার্ভেকর জেলার পশুপালন বিভাগকে এরপরই নির্দেশ দেন সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। এরপরই মৃত পাখির নমুনা পরীক্ষা করে পুণের ল্যাবরেটরি জানিয়ে দেয়, ওই পাখিদের মৃত্যু হয়েছে বার্ড ফ্রুতে আক্রান্ত হয়ে। সেই রিপোর্ট আসার পর কালিংয়ের নির্দেশ দেয় প্রশাসন। ওই পোলট্রি ফার্মের এক কিলোমিটারের মধ্যে থাকা প্রায় ২৫ হাজার পাখিকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর আগে বিহারেও বার্ড ফ্লুয়ে সংক্রমিত হয়েছিল একটি পোলট্রি ফার্মের মুরগি। জানা গিয়েছে, পাটনার ওই পোলট্রিতে ৩ হাজার ৮৫৯টি মুরগির মধ্যে ৭৮৭টি মুরগি মারা যায় এইচ৫এন১ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে। গত ১৮ জানুয়ারি থেকে ওই পোলট্রির মুরগিগুলি একে একে মারা যাচ্ছিল। এরপর নমুনা পরীক্ষা করতেই ধরা পড়ে কোন ভাইরাস থেকে এই সংক্রমণ ছড়াচ্ছে। এরপরই সতর্কতামূলক পদক্ষেপ করতে বাকি মুরগিদের মেরে ফেলা হয়েছে। এবার থানেতেও একই পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিল স্থানীয় প্রশাসন।উল্লেখ্য, এইচ৫এন১ ভাইরাসটি পাখি থেকে পাখির শরীরে সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। বার্ড ফ্লু'র মধ্যে এটিই সবচেয়ে পরিচিত ইনফুমেঞ্জা ভাইরাস। তবে সাধারণত এই ভাইরাস মানুষের শরীরে ছড়ায় না। যদিও ২০১৪ সালে মানুষ থেকে মানুষের শরীরেও এই ভাইরাস ছড়ানোর ঘটনা নজরে এসেছে।

যোগীর সরকারকে টাকা

नशामिक्सि, ১৮ क्विब्याति।। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে বিক্ষোভকারীদের থেকে কোটি কোটি টাকা ক্ষতিপুরণ সংগ্রহ করেছিল উত্তরপ্রদেশ সরকার। ক্ষতিপুরণের সেই টাকা শুক্রবার যোগী আদিত্যনাথের সরকারকে ফেরাতে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ বলে যে, রাজ্য সরকার অভিযুক্ত প্রতিবাদকারীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা কোটি কোটি টাকার পুরোটাই

ফেরত দিতে হবে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারকে উত্তরপ্রদেশ রিকভারি অফ ড্যামেজেস টু পাবলিক অ্যান্ড প্রাইভেট প্রপার্টি আইনের অধীনে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছে আদালত। সিএএ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ২০১৯ সালের ডিসেম্বরের পর থেকে উত্তপ্ত হয়ে পড়েছিল উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গা। এরপরই এই বিক্ষোভ দমন করতে কঠোর পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছিল যোগী সরকার। বলা হয়েছিল, এই বিক্ষোভে জড়িত ব্যক্তিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কথা হবে। এমনকী, বিক্ষোভকারীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার উদ্দেশ্যে নোটিশও পাঠিয়েছিল রাজ্য সরকার। ট্রাইব্যুনালের প্রধান পদে থাকা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিভিন্ন জেলায় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ক্ষতি পুনরুদ্ধারের জন্য ২৭৪টি নোটিশ জারি করেছিলেন। আর লখনউতে বিক্ষোভকারীদের জন্য ৯৫টি নোটিশ জারি করা হয়েছিল।

পরিষেবা উন্নত করার দাবি

নন্দী, ঠিকাদার দুলাল ভট্টাচার্য ,আইনজীবী স্বপন দাস সহ অন্যান্যরা।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই,১৮ ফেব্রুয়ারি।। জেলা হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবার মান উন্নয়নে একাধিক দাবি নিয়ে সরব হল ডিওয়াইএফআই। জেলা হাসপাতালে ডায়ালিসিস ইউনিট অতিসত্বর চালু করা, রেডিওলজিস্ট নিয়োগ করে দ্রুত সোনোগ্রাফি মেশিন চালু করা, দুই বছরের অধিক সময় ধরে বিকল হয়ে পড়ে থাকা ডিজিটাল এক্স-রে মেশিন দ্রুত সারাই করা সহ বিভিন্ন দাবিতে খোয়াই হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করল ডিওয়াইএফআই। শুক্রবার ডিওয়াইএফআই'র তরফে চারজনের এক প্রতিনিধিদল জেলা হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারের সাথে সাক্ষাৎ করে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান উন্নয়নে আট দফা দাবি সনদ মেডিকেল সুপারের হাতে তুলে দেন। অন্যান্য দাবিগুলোর মধ্যে জেলা হাসপাতালের জরুরি ভিত্তিতে চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থা করা, হাসপাতালে বিকল্প বিদ্যুৎ ব্যবস্থার জন্য একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটরের ব্যবস্থা করা, ব্লাড ব্যাঙ্ক-সহ জেলা হাসপাতালের সর্বত্র পরিশোধিত পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ও জেলা হাসপাতালে নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে যত্নবান হওয়া। জেলা হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার দাবি সনদগুলির সহমত পোষণ করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস প্রদান করেন। এদিনের প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংগঠনের বিভাগীয় সম্পাদক গৌতম পাল, বিভাগীয় সভানেত্রী মল্লিকা শীল, যুবনেতা সুব্রত দেব ও সঞ্জয় নন্দী।

দিবালোকে

মহিলার টাকা

ছিনতাই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

চড়িলাম, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। প্রকাশ্য

দিবালোকে মহিলার টাকা এবং

স্বর্ণালকার ছিনতাইয়ের ঘটনায় ফের

নিরাপতা ব্যবস্থা প্রশ্নের মুখে।

আবারও একই ধরনের ঘটনা

বিশ্রামগঞ্জ থানা এলাকায়। এবার

ছিনতাইবাজদের খপ্পরে পড়লেন

শহরে বাম যুবাদের হঠাৎ 'ঝড়' জবাব দিতে আসছে যুব মোর্চা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে যুবশক্তি যে অন্যতম রসদ তা সকলেরই জানা। এই যুবশক্তিকে দিয়েই চলছে রাজনৈতিক নেতাদের রণকৌশলের বৈঠক। শাসক দল বিজেপি ৬ আগরতলা এবং টাউন বড়দোয়ালী কেন্দ্রে যুব মোর্চাকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করে আগামীর দিশা ঠিক করছে। 'সংকটময়' রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যুবকরাই যে ভরসার স্থল তা দলের নেতারাই প্রমাণ করছেন। সুদীপ রায় বর্মণদের আনুষ্ঠানিক বিজেপি বিধায়ক পদ ছাড়ার দিনেই কেন্দ্রীয় মন্ত্ৰী প্ৰতিমা ভৌমিক ৬ আগরতলায় যুব মোর্চাকে নিয়ে বৈঠক করেছিলেন। তারপর দলের রাজ্য সভাপতি ডা. মানিক সাহা ক্রমাম্বয়ে বৈঠক করে উপনির্বাচনের হাওয়া তেজি করেছেন। কিন্তু শুক্রবার আগরতলা দেখলো এক অন্যরকম ছবি।ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, উপজাতি যুব ফেডারেশন, ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, ভারতের উপজাতি ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে বাইক

ঝগড়ার জেরে আত্মঘাতী প্রবীণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। ছেলের সঙ্গে ঝগড়ার জেরে আত্মঘাতী বাবা। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা শহরের কল্যাণী এলাকায়। নিহতের নাম স্বপন কুমার সিন্হা (৬০)। শুক্রবারই তার ঝুলন্ত দেহটি উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ খবর পেয়ে গেলে তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ। জানা গেছে, সকালে ঘুম থেকে উঠার পরই ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া শুরু হয় স্বপনের। ঝগড়া চলার সময় তিনি ফাঁসিতে ঝুলে পড়েন। খবর পেয়ে পুলিশের সঙ্গে সাংবাদিকরাও যান। মৃতের ছেলেরা সাংবাদিকদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। এই ঘটনা ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

মেষ : সপ্তাহের শেষ দিনটি এই

রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য

দেখা যায়। কর্মস্থলে কোনরকমের

ঝামেলার সম্ভাবনা নেই।সাফল্যের

পথে কোন বাধা থাকবে না।

আর্থিকভাবে শুভ। তবে শত্রু পক্ষ

একটু অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইবে।

গৃহ পরিবেশে শান্তি বজায় রাখার

জাতক-জাতিকাদের শরীর স্বাস্থ্যের

ব্যাপারে শুভাশুভ মিশ্র ভাব লক্ষ্য

উপস্থিত হবার সম্ভাবনা আছে।

দিনটিতে আর্থিক ভাব ও অশুভ

ফল নির্দেশ করছে। শত্রুতা বৃদ্ধি

পাবে। সচেষ্ট হলে গৃহ পরিবেশে

মিথুন : দিনটিতে বিশেষ শুভ নয়।

অশুভত্বকে জয় করতে হবে।

অযথা ভুল বোঝাবুঝি। গুপ্ত **শ**ক্র

হতে সাবধান। গুরুজনের স্বাস্থ্য

চিন্তা। প্রেম-প্রীতিতে গৃহগত

কর্কট: দিনটিতে পেটের সমস্যা

বিচলিত করতে পারে। পারিবারিক।

🔳 ক্ষেত্রে অশান্তির সম্ভাবনা।

■ হতাশায় না ভোগে মন

শান্তি থাকবে।

মানসিকতা

সমস্যা দেখা যাবে।

ি প্রমের

করা যায়। মানসিক উদ্বেগ

থাকবে। কর্মের ব্যাপারে

কিছু না কিছু বিশৃঙ্খলা

চেষ্টা করতে হবে।

বৃষ : এই

যাবে।

শুভ। শরীর স্বাস্থ্য ভালো

অবসাদের ক্ষেত্রেই উন্নতি

মানসিক |

রাশির

দিয়ে

ক্ষেত্রে

আজকের দিনটি কেমন যাবে

খোঁজ। সহকর্মীদে সাক্ত

কম্কেত্রে

সহকর্মীদের থেকে

সাবধান। ব্যবসায়ীদের

দিনটি ভালো যাবে। আয় মন্দ হবে

তুলা: শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে মিশ্র

ফল লক্ষ্য করা যায়। তবে চিত্তের

প্রসন্নতা বজায় থাকবে। কর্মস্থলে

শান্তি থাকরে। আর্থিক দিক অশুভ

ফল নির্দেশ করছে এই দিনটিতে।

শক্ররা মাথা তুলতে পারবে না। গৃহ

বশ্চিক: স্বাস্থ্য খব একটা ভাল যাবে

না। মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে

সমাধান সূত্র ও আপনার হাতেই

থাকবে। শত্রুরা অশান্তি সষ্টি করবে।

শক্র জয়ী আপর্নিই হবেন। আয় ভাব

ধনু : শরীর স্বাস্থ্য মিশ্র চলবে।

দিনটিতে মানসিক অবসাদ দেখা

🎎 প্রকার ফল নির্দেশ

করছে। আর্থিক ক্ষেত্রে মন্ত্র ফল পারলক্ষিত হয়।শক্ররা মাথা

মকর: স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল মোটামূটি

সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ

ঠি পারে। অর্থভাগ্য মধ্যম

দেখা দিতে পারে।কর্মস্থলে

কিছুটা ঝামেলা সৃষ্টি হতে

শুভ। ব্যবসায়েও শুভ।

তুলতে পারবে না।

বজায় থাকরে।

পারে। কর্মস্থলে নানান

ঝামেলার সম্মুখীন হতে

হবে। তবে সব কিছুর

দিতে পারে। কর্মে মধ্যম

পরিবেশ অনুকুল থাকবে।



জুড়ে নৈরাজ্যের পরিবেশ, শিক্ষা ও কাজের অধিকার আক্রান্ত, গণতন্ত্র নেই, কর্মসংস্থান অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে, শুন্যপদ পুরণের উদ্যোগ নেই এমন অভিযোগ তুলে এদিন নাকি প্রতিবাদের কর্মসূচি সংগঠিত করা হয়েছে। এমনটাই

ফেব্রুয়ারি আগরতলায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে প্রকাশ্য সমাবেশ। এদিন বাইক মিছিলে ব্যাপক অংশের যুবতিরা স্কৃটি নিয়েও শামিল হয়েছে প্রতিবাদের কর্মসূচিতে। যুব সমাজকে রাজনৈতিক দলের নেতারা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। জানা গেছে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই যুব মোর্চা রাজ্য জুড়ে কর্মসূচি সংগঠিত করছে। আগরতলার পাশাপাশি রাজ্যেই রাজনীতিতে যুব মোর্চা যে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। জানা গেছে. আগরতলা সহ গোটা রাজ্যেই থাকলেও আগামী ২৫ ও ২৬ কর্মসূচি সংগঠিত করবে বিজেপির ফেব্রুয়ারি টাউন হলে অনুষ্ঠিতব্য যুব মোর্চা। দু'একদিনের মধ্যেই যুব সিপিএম'র বার্তাও পৌঁছে দেওয়া মোর্চার কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

বেহাল সডক ঃ জনতার অবরো

জানালেন ডিওয়াইএফআই রাজ্য

সভাপতি পলাশ ভৌমিক। তিনি

আরও বলেন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের

দাবিতে সংগঠন সমূহের সদর

মহকুমা কমিটির তরফে এই কর্মসূচি

ধর্মনগর, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। উত্তর জেলার পানিসভার মহকুমাধীন ৮নং জাতীয় সডকের নোয়াগাঙ খ্রিস্টান মিশন কমপাউন্ড শুক্রবার সকাল ১০টায় এলাকার ভুক্তভোগী জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে বিশাল জনতা জাতীয় সড়ক অবরোধ শুরু করেন। ক্ষুব্ধ জনতার দাবি, বিগত প্রায় ১১ বছর যাবৎ নোয়াগাঙ থেকে জলাবাসা ভায়া ইন্দুরাইল পর্যন্ত ১১ কিমি পিএমজিএসওয়াই সড়ক প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামতের অভাবে মানুষ ও যানবাহন চলাচলের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে পড়েছে। অথচ গুরুত্বপূর্ণ এই সড়ক দিয়ে প্ৰতিদিন শত শত স্কুলপড়ুয়া ছাত্ৰছাত্ৰী, কৃষক, জুমিয়া, ব্যবসায়ী-সহ সাধারণ মানুষ এবং রোগীদেরকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হয়। বিগত কিছুদিন পূর্বে জলাবাসা এলাকার জনৈক জনজাতি মহিলা তার ছেলেকে মিশন স্কুলে পৌঁছাতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। এছাড়াও নিত্যনৈমিত্তিক ঘটে চলেছে অসংখ্য ছোট বড় দুর্ঘটনা। এলাকাবাসীর দুর্দশা ও ভোগান্তি চরমে ওঠায় শুক্রবার সকাল ১০টায় মিশন কম্পাউন্ড এলাকা, দক্ষিণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, পদ্মবিল, উত্তর পদ্মবিল, ইন্দুরাইল ২০১১-১২ইং সালে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম এডিসি ভিলেজ এবং জলাবাসা-সহ সডক যোজনার অর্থে উপরোক্ত সড়কটি তৈরি হলেও বিগত বাম বিস্তীর্ণ এলাকার জাতি-জনজাতি, এবং বর্তমান রাম আমলেও সংখ্যালঘু ও খ্রিস্টান নির্বিশেষে ক্ষুব্ধ সড়কটি মেরামত ও সংস্কারের আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা অবরোধ শুরু করলে উভয় দিকে যায়নি। সড়কটির সংস্কার ও শতশত যাত্রী ও মালবাহী যানবাহন মেরামতির জন্য বিগত বছরগুলিতে আটকা পড়লে শুরু হয় চরম দুর্দশা পূর্ত দফতর ও মহকুমা শাসককে ও ভোগান্তি। ক্ষুব্ধ জনতার মুহুর্মূহ বরাবর গণস্বাক্ষর সম্বলিত আবেদন স্লোগানে নোয়াগাঙ এলাকার জানিয়েও কোনও সাড়া পাওয়া আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। যায়নি বলে ক্ষুব্ধ জনতার অবরোধকারীদের দাবি অবিলম্বে অভিযোগ। এলাকার বিধায়ক বিনয় নোয়াগাঙ হয়ে জলাবাসা ভায়া ভূষণ দাসকে বারবার জানিয়েছেন ইন্দুরাইল পর্যস্ত ১১ কিমি দৈর্ঘ্যের এলাকাবাসীরা। অবশেষে এদিন পিএমজিএসওয়াই সড়কটি ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙে ভুক্তভোগী অতিসত্ত্বর প্রয়োজনীয় সংস্কার ও জনগণের। প্রায় ৪ ঘণ্টা অবরোধ মেরামত করতে হবে। যাতে মানুষ চলাকালে অবরোধস্থলে ছুটে ও যানবাহন চলাচলের উপযুক্ত করা আসেন পানিসাগরের এসডিপিও হয়। অন্যথায় অবরোধ উন্মুক্ত করা সৌভিক দে, পানিসাগর থানার ওসি হবে না। ক্ষুব্ধ জনতার সাথে স্থানীয় বিভাস রঞ্জন দাস, ধর্মনগরের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অবরোধ সাব-ইন্সপেকটর শ্যামাপ্রসাদ দাস, আন্দোলনে শামিল হয়। শুখা কাঞ্চনপুরস্থিত পিএমএসজিওয়াই মরশুমেও সড়কটির জলাশয় এবং কর্তৃপক্ষ তথা কুমারঘাট পূর্ত গর্তে পরিণত হয়েছে। জল, কাদা ডিভিশনের এসডিও অমল চন্দ্র পেরিয়ে বছরের পর বছর মানুষ দাস, পানিসাগর মহকুমা প্রশাসনের ডিসিএম মো. নুরুজ্জামান ইসলাম, জনের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যায়। অবরোধকারীদের বয়ানে জানা যায়,

আজ রাতের ওযুধের দোকান শংকর মেডিকেল স্টোর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়/কমলাসাগর, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। মতিনগর এলাকা থেকে কবে নাগাদ পুলিশের জালে তুলতে সক্ষম হয়।

উদয়পুর মহকুমাশাসক অফিসের মহিলা কর্মচারী গীতা দেবনাথ। ওই মহিলা চড়িলামস্থিত তার নাতনির বাড়ি থেকে উদয়পুর ফিরছিলেন। তিনি গাড়িতে উঠে উদয়পুরে চলেও যান। কিন্তু গাড়ি থেকে নামার সময় গীতা দেবনাথ টের পান তার ব্যাগের টাকা এবং স্বর্ণালকার উধাও। গীতা দেবনাথের কথা অনুযায়ী ব্যাগে নগদ ১০ হাজার টাকা এবং ৩ ভরি স্বর্ণালঙ্কার ছিল। গীতা দেবী উদয়পুর ব্রহ্মবাড়িস্থিত বাড়িতে একাই থাকেন। তাই তিনি কোথাও যাওয়ার সময় স্বর্ণালঙ্কার সাথে নিয়ে নেন। তিনি ধারণা করছেন, গাডিতেই তার ব্যাগ থেকে টাকা এবং স্বর্ণালকার ছিনতাই করা হয়েছে। তাই তিনি প্রথমে আরকেপর থানায় গিয়ে অভিযোগ জানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনা জানতে পেরে আরকেপুর থানার পুলিশ মহিলাকে জানান তিনি যেন বিশ্রামগঞ্জ থানায় গিয়ে অভিযোগ জানান। তাই গীতা দেবনাথ আবার বিশ্রামগঞ্জ থানায় এসে লিখিত অভিযোগ জানান। এই ধরনের ঘটনা গত কয়েকদিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার ঘটেছে। তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন উঠছে। পুলিশ একটি ঘটনার অভিযুক্তদেরও ধরতে পারেনি।

কাউন্সিলের আইনি গ্যাঁড়াকলেই বিড়ম্বনা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। বার কাউন্সিল অব ত্রিপুরার এক আইনি গেড়াকলেই আটকে গেল ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন। ২০১৭ সালে বার কাউন্সিল অব ত্রিপুরা একটি নিয়ম গ্রহণ করেছিল। যেখানে কাউন্সিলের অধিন সমস্ত বার অ্যাসোসিয়েশনগুলির নির্বাচনের ক্ষেত্রে কাউন্সিল অনুমোদিত ভোটার তালিকা মেনে নির্বাচন করতে হবে। কিন্তু ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের এই নিয়ম না জানা থাকায় ভোটার তালিকা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। শুক্রবার ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সাম্প্রতিক নির্বাচন নিয়ে যে বিবাদের সৃষ্টি হয়েছে তার মূল কারণ তুলে ধরা হয়। এদিন অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সভাপতি মৃণাল কান্তি ভৌমিক ও সম্পাদক কৌশিক ইন্দু জানান, ২০১৭ সালে ত্রিপুরা বার কাউন্সিল, বার অ্যাসোসিয়েশনগুলির নির্বাচনে একটি নিয়ম চালু করে। কাউন্সিল তার অধীনস্থ সমস্ত বার নির্বাচনে ভোটার তালিকায় কাউন্সিলের অনুমোদন বাধ্যতামূলক করে। যেহেতু বারের ভোটার মানেই তিনি একজন কর্মরত আইনজীবী হবেন, তাই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে বার কাউন্সিল। কিন্তু বার কাউন্সিলের এই নিয়মটি ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের জানা ছিল না। মূলতঃ এই আইনি গেড়াকলে আটকে গেল এবছরের ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন। যে ১০ আইনজীবী বারের ভোটার তালিকা নিয়ে আপত্তি তুলেছেন তাদের আপত্তিতে আদৌ কোনও ভোটার সংক্রান্ত অভিযোগ নেই। মূলতঃ ভোটার তালিকাটি বার কাউন্সিল অনুমোদিত নয় বলেই অভিযোগ। গত জানুয়ারি মাসে ভোটার তালিকা প্রকাশ করে দাবি-আপত্তির সুযোগ দেওয়া হলেও সেই সময় তালিকা নিয়ে কেউ কোনও আপত্তি তুলেনি। লিখিত আবেদনেও ভোটার তালিকার কোনও ভোটার নিয়ে আপত্তি তোলা হয়নি। কিন্তু বার কাউন্সিলের অনুমোদন না থাকায় বৃহস্পতিবারের শুনানিতে কাউন্সিলও ভোটার তালিকাটি গ্রহণ করতে পারেনি। তাই ১৫দিনের সময় দিয়ে নতুন করে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করতে বলা হয় এবং সেই তালিকায় অনুমোদন দেওয়ার পরে নির্বাচন করতে অনুমতি দিয়েছে ত্রিপুরা বার কাউন্সিল। এদিকে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে ২০১৭ সালের পর রাজ্যের বেশ কয়েকটি মহকমা বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। কিন্তু সেই সব বার নির্বাচনে এই ধরনের কোনও আপত্তি উঠেনি। ভোটার তালিকা বার কাউন্সিল থেকে অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। তাতে ওইসব বার নির্বাচনে কোনও বিরম্বনা দেখা দেয়নি। কিন্তু হঠাৎ করে ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই নতুন নিয়ম নিয়ে চাউর হয়েছেন একাংশ আইনজীবী। যাদের একজন আবার ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যই নন। এদিন ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কৌশিক ইন্দু জানান, বার কাউন্সিলের এই নিয়ম অ্যাসোসিয়েশনকে কখনো লিখিতভাবে জানানো হয়নি। এই বিষয়ে কোনও আলোচনাই হয়নি। তাই মূলতঃ অজ্ঞানতা থেকেই এই বিভ্রান্তি।

যান সন্ত্ৰাসে রক্তাক্ত চার

প্ৰতিবাদী কলম প্ৰতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। আবারও যান সম্ভ্রাসে রক্ত ঝরলো রাজ্যের সডকে। এবার বাইপাসে রক্ত ঝরলো চারজনের। তাদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা গুরুতর। আহত চারজনকেই ভর্তি করা হয়েছে জিবিপি হাসপাতালে। রাস্তায় পড়ে তাদের কাতরাতে দেখে এলাকাবাসীরা ছুটে যান। দুর্ঘটনাটি হয়েছে বাইপাসে পূর্ব চাম্পামুড়ার বাঁশপাড়ায়। টিআর-০১-ই-২৫০৮ নম্বরের অটোর সংঘর্ষ হয় একটি ছোট लितित সঙ্গে। এই সংঘর্ষে দুমড়ে-মুচড়ে যায় অটো। অটোর ভেতরে থাকা যাত্রীরা ছিটকে পড়েন রাস্তায়। তাদের শরীর থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। আহতদের চিৎকারে ছুটে যান এলাকার লোকজন। তারা গিয়ে রক্তাক্ত এক ব্যক্তিকে অটো থেকে বের করেন। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ছটে যায়। দমকলের কর্মীরা চারজনকেই উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে যায়। বোধজংনগর দমকলের লিডিং ফায়ারম্যান গৌর নিতাই চক্রবর্তী জানান,আহতদের মধ্যে সুখেন এবং নিতাইয়ের অবস্থা গুরুতর। এদিকে পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি আটক করেছে। জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে সুখেন সরকার, নিতাই সরকার, বাদল সরকার এবং মিঠুন দাসের। প্রসঙ্গত, রাজ্যে যান সন্ত্রাস কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। প্রতিনিয়ত যান সন্ত্রাস চলছে। বছরের প্রথম দিন থেকেই একের পর এক যান সন্ত্রাসে রক্ত ঝরছে

জুয়ার আসরে পুলিশি হানা, উদ্ধার বাইক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। চড়িলাম বাজার সংলগ্ন শ্মশানঘাটে জুয়ার আসর চলছে অনেকদিন ধরেই। অবশেষে শুক্রবার বিকেলে পুলিশ ওই এলাকায় হানা দেয়।কিন্তু পুলিশকে আসতে দেখে সবাই পালিয়ে যায়। পুলিশ গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে একটি বাইক উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। স্থানীয়দের

্নেশা কারবারিদের আড্ডা।স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে গিয়ে নিজেদের লুকিয়ে নেই তো ! এদিন পুলিশ নেশা এবং জুয়ার আসর নিয়ে একেবারে তিতিবিরক্ত হয়ে পড়েছেন। অবশেষে পুলিশ সেখানে হানা দেওয়ায় এলাকাবাসী কিছুটা খুশি হলেও অভিযোগ, ওই এলাকায় চলছে স্বসম্ভব নয়। কিন্তু এদিন পুলিশ

উপস্থিতির জানান দিলেও তারা সেখানে কাউ*কে হাতেনাতে তখন জুয়া খেলা জমে উঠেছিল*। ধরতে পারেনি। বরং ঘটনাস্থল দূর থেকে পুলিশ দেখতে পায় ৬ থেকে একটি বাইক বয়ে থানায় স্জন ব্যক্তি সেখানে বসে আছে। নিয়ে আসতে হয়। পুলিশের সাথে কিন্তু তাদের একজনও পুলিশের কাউকে ধরতে না পারায় তারা সব অবৈধ কারবারিদের জালে ধরা পড়েনি। এলাকাবাসী কিছুটা আশাহত হয়েছেন। কারণ যোগসাজশ থাকে তা সবারই চাইছেন পুলিশ যেন মাঝে মধ্যে পুলিশ চাইলে তাদের ধরতে জানা। তাই অনেকেই প্রশ্ন এভাবে অভিযান চালিয়ে যাক। পারতো। পুলিশের কাছে কিছুই তুলছেন এদিনের অভিযানের তাতে হয়তো নেশা এবং জুয়ার পেছনে অন্য কোনও রহস্য আসর বন্ধ হতে পারে।

বাহিনী যখন হানা দেন শ্মশানঘাটে

জীতেন চৌধুরী দাবি করেছেন,

সাধারণ নাগরিকদের।

৯৭৭৪১৪৫১৯২

যুবকের তাগুবে ত্রস্ত এলাকাবাসী

নেশার করালগ্রাসে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অন্ধকারের দিকে ঝুঁকি বাড়িয়েছে। তাতে চিন্তিত হয়ে পডেছে পরিবারের লোকজন। একাংশ যুবকরা নেশায় আসক্ত হয়ে নিজের জীবন সহ সমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। নেশা সেবনকারী যুবকের তাগুবে অতিষ্ঠ পরিবারের লোকজন সহ এলাকার জনগণ। ঘটনা বিশালগড় লেম্বুতলি হোরন চৌমুহনি এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, লেম্বুতলি এলাকার রাকেশ দেববর্মা (১৯) প্রত্যেকদিন নেশা সেবন করে বাড়িঘরে ভাঙচুর এবং এলাকায় তাণ্ডব চালায় বলে অভিযোগ। শুক্রবার রাকেশ প্রত্যেক দিনের মতো নেশা সামগ্রী সেবন করে বাড়িঘর এবং এলাকার জনগণের ওপর হামলে পড়ে। পরবর্তী সময় এলাকার জনগণ খবর দেয় বিশালগড থানায়। বিশালগড থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে রাকেশ দেববর্মাকে আটক করে নিয়ে আসে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যকে নেশা মুক্ত করার ডাক দিলেও বাস্তবে কতটা সম্ভব হচ্ছে তা বলার আর অপেক্ষা থাকেনা। শুধ লেম্বতলি কেন? রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নেশার করালগ্রাসে দিনের পর দিন যুব সমাজ ধ্বংসের পথে ধাবিত হচ্ছে। পুলিশ কতটুকু ভূমিকা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে তা সময়ই বলবে। এদিকে কমলাসাগর বিধানসভার মতিনগর এলাকায় বেশ কয়েকদিন যাবত আমতলি থানার পুলিশ নেশা পাচারকারীদের পাকড়াও করার লক্ষ্যে রাতদিন উৎপ্রেতে আছে, এমনকি কয়েকটি বাড়িতে হানাও দিয়েছে। যদিও ইতিমধ্যে দুই পাচারকারীকে আটক করতে পেরেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, সেই দুই পাচারকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর মতিনগর এলাকার আরো সাত পাচারকারীর নাম উঠে এসেছে। এখন দেখার বিষয়, সেই সাত পাচারকারীকে

পিএম'র প্রকাশ্য সমাবেশ আস্তাবলে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি সিপিএম'র ২৩তম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশ্য সমাবেশ। স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে (আস্তাবলে) এ সমাবেশ অনষ্ঠিত হবে। দলের তরফে রাজ্য সম্পাদক এ খবর জানিয়ে বলেছেন, সেদিন বেলা ১২টায় সমাবেশ শুরু হবে। সমাবেশে বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকছেন সিপিএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি, পলিটব্যুরোর সদস্য প্রকাশ কারাত। তাছাড়াও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার, সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অঘোর দেববর্মা এ সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন। আগামী ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি আগরতলা টাউন হলে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ২৩তম রাজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে গোটা রাজ্যেই ব্যাপক প্রচার চলছে। আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ব্যানার, পোস্টার লাগানো হলেও কোথাও কোথাও অপ্রীতিকর ঘটনা

ঘটছে। আগরতলার কের চৌমুহনিতে রাতের আঁধারে সিপিএম'র ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন, ব্যানার নস্ট করেছে দুর্বৃত্তরা। পতাকা ও ব্যানারে আগুনও লাগিয়ে দেওয়া হয়। সিপিএম'র তরফে এ বিষয়গুলো জানিয়ে পুলিশকেও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। সম্মেলন কেন্দ্রীক প্রচার জারি রেখেছে সিপিএম সহ তাদের অঙ্গ সংগঠনগুলো। প্রতিদিন চলছে সম্মেলন ও সম্মেলন কেন্দ্রীক সমাবেশ সফল করার প্রচার। এদিকে সিপিএম'র তরফে বলা হয়েছে, দলের ২৩তম রাজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে পার্টির নেতা ও কর্মীরা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন স্থানে পার্টি পতাকা, ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন, তোরণ ইত্যাদি দিয়ে সাজসজ্জা করেছিল। ইতিমধ্যে আগরতলা শহরের বিভিন্ন স্থানেও সম্মেলন উপলক্ষে সাজসজ্জা করা হয়েছে। গত দু'দিনে সদর মহকুমার রামনগরের দুর্গা চৌমুহনি, কের চৌমুহনিতে সাজসজ্জা নম্ভ করা হয়। ব্যানারগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও পুড়িয়ে নম্ট করা হয়েছে। উষাবাজার, নতুননগরেও

সম্মেলনের সাজসজ্জা নষ্ট করা হয়। বিজেপি আশ্রিত দুর্বত্তরাই সাজসজ্জা নষ্ট করেছে। সিপিএম ২৩তম রাজ্য সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির তরফে অভিযোগ করা হয়, বিজেপি আপ্রতি দুজ্বতিরাই এই কাজ করেছে। গত চার বছর ধরে রাজ্যে গণতন্ত্র, শান্তি শৃঙ্খলা ধ্বংসের যে কার্যকলাপ বিজেপি চালিয়ে যাচ্ছে সম্মেলনের সাজসজ্জা নম্ট করার ঘটনাও সেই অপকর্মেরই আরেকটি নিষ্কৃষ্ট উদাহরণ। সিপিএম এই দাবি করে আরও বলেছে,এসব ঘটনায় দুর্বৃত্তদের গ্রেফতার করার জন্য পুলিশকেও বলা হয়েছে। গণতান্ত্ৰিক ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকেও এই কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত করে সবার সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। তবে আগরতলা সহ গোটা রাজ্যেই সিপিএম রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সমাবেশকে সর্বাত্মক সফল করার আহ্বান রেখে প্রচার জারি রাখা হয়েছে। বিভিন্ন সংগঠন প্রতিদিন বিভিন্ন মাধ্যমে সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে কর্মসূচি জারি

আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি আগরতলায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে জনগণের উপস্থিতিই সবকিছুর জানান দেবে। তবে গত ৪ জানুয়ারি এই স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অভিযোগ করেছিলেন, বাম আমলে উন্নয়নের ব্রেক কষা ছিল। ভ্রম্ভাচারের গতি বেড়েছিল বাম আমলে। কার্যত তার জবাব মানিক সরকার সাংবাদিক সম্মেলনে দিলেও এবার ময়দানে নেমেই জবাব দেবেন বলে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়ে গেছে। অর্থাৎ মাঠের জবাব মাঠে। যে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে সিপিএম তথা তার পরিচালিত বাম সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে প্রধানমন্ত্রী '২৩র প্রচার তেজি করেছিল, এবার সেই মাঠেই জবাব দিতে নামছেন মানিক সরকার, সীতারাম ইয়েচুরিরা। জীতেন চৌধুরী জানিয়েছেন, সমাবেশের অনুমতি নেওয়া হয়েছে। তবে সমাবেশকে কেন্দ্র করে প্রচার শুরু হয়েছে দলের তরফে। পুলিশ প্রশাসন এ বিষয়ে েরেখেছে। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক এখনও স্পষ্ট করে কিছু বলেনি।

প্রকার। গৃহ পরিবেশে শুভ বাতাবরণ ক্সন্ত: কর্মস্থলের পরিবেশ অনুকূল শুক্রবারও তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ থাকবে। ঊর্ধ্বতন পক্ষে থাকবে। দিলেন অনেকেই। তাদের বরণ করে নিলেন সুবল ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। একইসাথে দিনভর সুবল ভৌমিকের উপস্থিতিতে কংগ্রেস আদিবাসীদের জন্য ১৭ আহ্বায়ক সুবল ভৌমিক, বাপ্টু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বেশ কয়েকটি বিষয়ও উত্থাপন করা আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। হয়েছে। একদিকে দলে যোগদান. তৃ ণমুলে যোগদান অব্যাহত। অন্যদিকে সাংগঠনিক কর্মসূচি জারি রেখে তৃণমূল কংগ্রেস এবার অন্যমাত্রায় পৌঁছে যেতে চাইছে পাহাড়ে। পরে সাংবাদিক সম্মেলনে সুবল ভৌমিক বলেছেন, অনেকেই তৃণমূলে আসছেন। তাদের তৃণমূলের এসটি সেলের গুরুত্বপূর্ণ সবাইকে স্বাগত। ত্রিপুরার সাধারণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। তৃণমূল মানুষের অধিকারের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই জারি রেখেছে। যে দফা দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন ১৭ দফা দাবির ভিত্তিতে সংগঠিত করবে। এদিন তৃণমূল আদিবাসীদের অধিকার আদায় করতে চায় তৃণমূল। সেই দাবিগুলির চক্রবর্তী, প্রকাশ দাস, মলিন মধ্যে রয়েছে— উপজাতিদের বন জমাতিয়া, পরীক্ষিৎ দেববর্মা সহ সংরক্ষিত এলাকা পুনর্রুদ্ধার, বন অন্যান্যদের উপস্থিতিতে ১৭ দফা সংরক্ষিত জমির বন সংরক্ষণকে দাবিগুলা নিয়ে আলোচনা হয়। অগ্রাধিকার দেওয়া, অর্থ কমিশন এসটি সেলের এদিনের বৈঠকে থেকে সরাসরি এডিসিতে অর্থ

প্রদান, এডিসিকে অধিক ক্ষমতা এডিসি এলাকায় রেশনিং ব্যবস্থার মানোন্নয়ন, বিনা মল্যে ওষধ প্রদান. বিশুদ্ধ পানীয় জল ইত্যাদি। এসব বিষয়গুলোকে উত্থাপন করে জনজাতিদের সার্বিক দাবিগুলো নিয়েই আগামীদিন আন্দোলন যে আরও তেজি করবে তৃণমূল, তাও বোঝালেন সুবল ভৌমিক। টেরিটরিয়াল কাউন্সিল সহ বিভিন্ন ইস্যুতে এবার ময়দানেই থাকছে তৃণমূল কংগ্রেস। এদিকে কলকাতায় অনুষ্ঠিত তৃণমূলের সর্বভারতীয় কমিটির বৈঠকে আমন্ত্রিত হয়ে সেখানে যান সুবল ভৌমিক। পেলেন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও। তৃণমূল ত্রিপুরাকেও গুরুত্ব দিয়েছে যা সুবল ভৌমিকের নতুন দায়িত্ব পাওয়ার বিষয়টিই প্রমাণ করছে।

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লুকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পুরণ করা যাবে। সংখ্যা ৪৩৯ এর উত্তর 8 6 2 7 3 4 1 9 5 9 4 1 5 2 8 3 6 7 7 3 5 9 1 6 8 4 2 1 7 3 8 6 5 9 2 4 5 2 6 4 9 1 7 8 3 4 8 9 2 7 3 5 1 6

2 5 7 1 4 9 6 3 8

3 9 8 6 5 2 4 7 1

6 1 4 3 8 7 2 5 9

	ক্রমিক সংখ্যা — ৪৪০								
				1				5	
l	4	5		8	3				2
l	1	7				2	9		
		1			4	3	6		
					8			7	
		8	4	တ		7	თ	2	5
						8	5	4	
		9			6	1			7
	8				9	5		6	3

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে। কর্মোদ্যোগে অর্থ বিনিয়োগ করলে লাভবান হবেন। পেশাজীবীদের। ক্ষেত্রে সময়টা অনুকূল চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রেও শুভ। সিংহ : দিনটিতে শুভ দিক নিৰ্দেশ করছে। স্বাস্থ্য নিয়েও অহেতুক চিন্তা কেটে যাবে।

পারিবারিক পরিবেশ ক্রমে মনুকুলে দিকে চলে আসবে। বন্ধুদের সঙ্গে মিশে আনন্দ লাভ করবেন। আয় বেশি হলেও ব্যয়ের। আধিক্য রয়েছে। কর্ম পরিবেশ বিঘ্নিত হবে না।

দাম্পত্য জীবনে সুখের | শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে।

🔳 অর্থভাগ্য ভালো। ব্যবসা স্থান শুভ। তবে প্রতিবেশীদের থেকে সাবধানে থাকা দরকার। অপরাপর পেশায় সাফল্য আসবে। মীন: শরীর স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে দিনটিতে। স্পষ্ট কথা বলার জন্য লোকের সঙ্গে ঝামেলা সৃষ্টি হতে পারে।উপার্জন ভাগ্য শুভ।

কন্যা: শরীর কন্ট দেবে। । স্ত্রী'র অহংকারী মনোভাব দাম্পত্য

পরিশ্রম করার মানসিকতা থাকরে। অর্থ ভাগ্য শুভ। ব্যবসা সূত্রে উপার্জন বৃদ্ধি পাবে।

রড চুরি

১৮ ফেব্রুয়ারি।। বাড়ি নির্মাণের

জন্য কেনা দেড় লক্ষ টাকার রড

হাতিয়ে নিয়ে গেল চোরের দল।

শুক্রবার বিকেলে জম্পুইজলা

ব্লকের পাথালিয়াঘাট ভিলেজের

অশোক দেববর্মার বাড়িতে এই

ঘটনা। অশোকবাবু নতুন বাড়ি

নির্মাণ করছেন। তাই প্রচুর পরিমাণে

নির্মাণ সামগ্রী কিনেছেন। এদিন

দপরে তার বাডিতে কেউ ছিলেন

না। সেই সুযোগে চোরের দল হানা

দিয়ে দেড় লক্ষ টাকার রড নিয়ে

পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময় বাড়ি

ফিরে মালিক ঘটনাটি টের পান।

অনেক খোঁজাখুঁজির পরও রড

উদ্ধার হয়নি। তাই বিশ্রামগঞ্জ

থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের

করেন অশোক দেববর্মা। বিশ্রামগঞ্জ

এবং বিশালগড় থানা এলাকায়

প্রতিনিয়ত চুরির ঘটনা ঘটছে।

স্বাভাবিক কারণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা

ফেন্সিডিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

চুরাইবাড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। অসম

থেকে রাজ্যে প্রবেশের মুখে প্রায়

৩ হাজার ফেন্সিডিলের বোতল

আটক করে পুলিশ। অসম-চুরাইবাড়ি

থানার পুলিশের হাতে নেশা

সামগ্রী-সহ আটক দু'জন।

এএস২৫ইসি৩০৬৯ নম্বরের

কন্টেইনার লরিতে তল্লাশি চালিয়ে

১০ কার্টুনে ৩ হাজার ফেন্সিডিলের

বোতল উদ্ধার করা হয়। যার বাজার

মূল্য আনুমানিক ১৫ লক্ষ টাকা হবে।

এই ঘটনায় অসম পুলিশ ওই লরির

চালক নিনরুই বামন (৩৩) এবং

সহচালক কিনদর নগরুমকে (২২)

আটক করে। তাদের বাড়ি

মেঘালয়ের শিলং-এ। জানা গেছে,

অন্য পণ্য সামগ্রীর আড়ালে

ফেন্সিডিল আগরতলায় নিয়ে আসা

হচ্ছিল। অসম পুলিশের জেরায়

চালক জানায়, শলিং তারপর

শিলচরে কিছু সামগ্রী আনলোড

করেছিল। তারপর সেখান থেকে

লরিটি আগরতলার উদ্দেশে রওনা

হয়। যদি অসম পুলিশ লরিতে তল্লাশি

না চালাতো তাহলে হয়তো নেশা

সামগ্রী নিয়ে তারা আগরতলায়

পৌঁছে যেতো। পুলিশের কড়া

নিরাপত্তা থাকা সত্তেও বারবার নেশা

সামগ্রী আটক হচ্ছে। এই ঘটনার মধ্য

দিয়ে স্পষ্ট যে নেশা কারবার

যুবকদের মারপিট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি.

অমরপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি।।

মোবাইল বিবাদের জেরে

মারপিটের ঘটনা অমরপর চন্ডিবাডি

এলাকায়। শুক্রবার বিকালে

মোবাইল নিয়ে প্রথমে বন্ধুদের মধ্যে

ঝগড়া শুরু হয়। পরে ঘটনটি

মারপিটের রূপ নেয়। ঘটনার খবর

পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন

অমরপুর বীরগঞ্জ থানার পুলিশ।

আটক করা হয় বেশ কয়েকজন

যুবককে। তাদের সকলকে বীরগঞ্জ

থানা এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে

পুলিশ। আক্রান্ত যুবক জানায়,

১৫-১৬ জন মিলে তাকে মারধর

করে। হামলাকারীরা সবাই তার বন্ধু।

প্রয়াত বাম নেতা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

সোনামুডা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। প্রয়াত

সোনামুড়া দুর্গাপুরের সিপিআইএম

নেতা ফিরোজ (হিরন) মিঞা।

দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন তিনি।

শুক্রবার সকাল ৬টা ৩০ মিনিট

নাগাদ নিজ বাড়িতে তিনি শেষ নিঃ

শ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর

বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তিনি

দূর্গাপুর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন মেম্বার।

তার প্রয়াণে সিপিআইএম

সোনামুডা মহকুমা কমিটি ও

সোনামুডা পশ্চিম লোকাল কমিটি

গভীর শোক প্রকাশ করেও পরিবার

পরিজনদের সমবেদনা জানায়।

প্রয়াতের বাড়ি গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা

জানান পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য

সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য বিধায়ক

শ্যামল চক্রবর্তী, মহকুমা

সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য অহিদুর

রহমান, পার্টি লোকাল সম্পাদকদ্বয়

অধীর ভৌমিক,কাউসার আহমেদ

সহ পার্টির অন্যান্য নেতৃত্ব।

হক,

সামসূল

কোনভাবেই বন্ধ করা যাচ্ছে না।

নিয়েও প্রশ্ন তুলছে জনগণ।

চোখের জলে বিদায় জওয়ান গৌতমের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ **ফেব্রুয়ারি।।** সিআরপিএফ জওয়ান গৌতম সিনহা'র অকাল মৃত্যুতে শোকের আবহ বিরাজ করছে ধর্মনগর কালাছড়া ব্লকের অন্তর্গত নদীপুর গ্রামে। গৌতম সিনহা মহারাষ্ট্রে কর্মরত অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন। শুক্রবার সকালে তার নিথর দেহ সিআর পিএফ জওয়ানরা নদীপুরস্থিত নিজ বাড়িতে নিয়ে আসেন। সেখানে আগে থেকেই আত্মীয়পরিজন এবং এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন। মৃতদেহ বাড়িতে আনার পর সবাই কান্নায় ভেঙে পড়েন। যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রয়াত জওয়ানের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। মৃত্যুকালে গৌতম সিনহা দুটি ছোট্ট সন্তান, স্ত্রী এবং বৃদ্ধ মা-বাবাকে রেখে গেছেন। সিআরপিএফ'র আধিকারিক জানান, গৌতম সিনহা মহারাষ্ট্রে আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। মহারাষ্ট্রের আহেরি থেকে নাগপুরে তার মৃতদেহ নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে বিমানে করে মৃতদেহ নিয়ে আসা হয় ধর্মনগরে। সিআরপিএফ'র তরফ থেকে আশ্বস্ত করা হয়েছে তারা সর্বদা প্রয়াত জওয়ানের পরিবারের পাশে থাকবেন। এক কথায় এদিন গৌতম সিনহা'র মৃত্যুতে এলাকার মানুষও কেঁদেছেন। কারণ, তার মৃত্যুতে পরিবারটি একেবারেই অসহায় হয়ে পড়েছে।

ভিআইপি জোনে বন্যপ্রাণীর মৃতদেহ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর,

১৮ ফেব্রুয়ারি।। ব্যাঘ্র শাবকের মতো দেখতে এক বন বেড়ালের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। উদয়পুর ডাকবাংলো রোডস্থিত জেলা শাসকের সরকারি আবাসের সামনে বন বেড়ালের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ বন বেড়ালের মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয় লোকজন। আর এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পেরে উদয়পুর বন দফতরের কর্মীদের খবর দেন। এদিকে ঘটনা জানতে পেরে ঘটনাস্থলে ভিড় জমান পার্শ্বর্তী এলাকার লোকজন। এদিকে অভিযোগ, প্রথম অবস্থায় বন দফতরের কর্মীরা টালবাহানা করলেও পরবর্তীতে একপ্রকার চাপের মুখে ঘটনাস্থলে ছুটে এসে বেড়ালকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। গাডি চাপা পডেই বন বেডালের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন সবাই। তবে প্রশ্ন উঠছে উদয়পুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে ভিআইপি জোন এলাকায় বন বেড়াল কোথা থেকে এলো ?

প্রতিবাদ করতে গিয়ে মার খেলেন মা-ছেলে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। দোকানের তালা ভাঙার প্রতিবাদ করতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন মা-ছেলে। ঘটনার পর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিশ্রামগঞ্জ থানার দ্বারস্থ হয়েছেন আক্রান্তরা। শুক্রবার সকালে বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত বড়জলা গ্রামে এই ঘটনা। অমরচাঁদ দেবনাথ তার দোকানে তালা দিয়েছিলেন। প্রতিবেশী অজয় দেবনাথ ছুটে এসে দোকানের তালা ভেঙে ফেলে দেয়। তখন অমরচাঁদ দেবনাথ এর প্রতিবাদ করেন। অভিযোগ, অজয়, বিজয় এবং জীবন দেবনাথ এসে তাকে মারধর করে। খবর পেয়ে অমরচাঁদ দেবনাথের বৃদ্ধা মা ছুটে আসেন। তিনি তাদেরকে বাধা দিতে গেলে আক্রান্ত হন। অভিযোগ, বৃদ্ধা দৈববালা দেবনাথকে তিনজন মিলে মাটিতে ফেলে মারধর করে। পরবর্তী সময় আক্রান্ত মা-ছেলে বিশ্রামগঞ্জ থানায় ছুটে আসেন। তবে এর আগে তাদের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। তারাই মা-ছেলেকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করেন। জানা গেছে, দোকান নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে অনেকদিন ধরেই ঝগড়া চলছে। স্বাভাবিক কারণে এদিন অমরচাঁদ দেবনাথ দোকানে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ায় প্রতিপক্ষের সদস্যরা রেগে যান। তারা অমরচাঁদ এবং তার মাকে মারধর করে বলে অভিযোগ। আক্রান্ত মা-ছেলে এখন ঘটনার বিচার চাইছেন।

অ্যাসিড হামলার শিকার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। এতদিন মহিলারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অ্যাসিড হামলার শিকার হয়েছেন। কিন্তু শুক্রবার রাতে বিলোনিয়ার চিত্তামারা এলাকায় ঘটে গেল সম্পূর্ণ উল্টো ধরনের ঘটনা। সেখানে একজন মহিলার হাতে অ্যাসিড হামলার শিকার হন বিশ্বজিৎ দত্ত। তার বাড়ি বনকর এসবিসিনগর এলাকায়। বিশ্বজিৎ দত্তের অভিযোগ, মুখে রাবার প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত অ্যাসিড ছুড়ে মারা হয়। তার কথা অনুযায়ী এদিন রাত ৭টা নাগাদ তিনি চিত্তামারা মা কালী ইটভাটা সংলগ্ন এক মহিলার বাডিতে আসেন। কারণ তাদের কাছে তিনি টাকা পাওনা আছেন। বিশ্বজিৎ দত্তের কথা অনুযায়ী মহিলাই নাকি তাকে ঘরে ডেকে নিয়ে যান। এরপরই টাকা দেওয়ার কথা বলে উল্টো মুখে অ্যাসিড ছুড়ে মারে। তবে এলাকাবাসীর কথা অনুযায়ী ঘটনার পেছনে অন্য কোন কারণ লুকিয়ে থাকতে পারে। কেউ কেউ বলছেন, বিশ্বজিৎ দত্ত অন্য কোন কারণে মহিলার বাড়িতে গেছেন। কিন্তু তিনি এখন আক্রান্ত হয়ে উল্টো মহিলার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। যদিও বিলোনিয়া থানার পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসে। তারা বিশ্বজিৎ দত্তের বয়ান নিয়েছেন। ঘটনা নিয়ে ওই মহিলার কোন বক্তব্য জানা যায়নি। পুলিশের তদন্তেই এখন স্পষ্ট হতে পারে কি কারণে বিশ্বজিৎ দত্তের উপর অ্যাসিড নিক্ষেপ করা হয়েছে।

CLAIMANT NOTICE

Following articles (vehicle) were seized by the Fores Department, Sadar Forest Sub Division. Under sec -2 under section 52 (A) Indian Forest Act 1927 and rules made there under

SI. No.	Name of Article	Regist- ration No.	Engine No. & Chassis No.	Date & Time of seizure	By Whom
01	TATA 407	TR01AE- 1792	Engine No :- Nil & Chassis No :- Nil	09.02.2022 at 12 : 10 pm	Sri Priyalal Sen, Fr, A/o FPU Sadar

Therefore, in exercise of power under Indian Forest Act it is contemplated to confiscate the said vehicle for its use in commission of forest offence. Therefore it is once again brought to the notice of legal owner of above mentioned seized articles to prefer his/her/their claim to the Authorized Officer (Sub Divisional Forest Officer Sadar Sub Division Agartala.) within 25 (twenty five) days from the date of issue of the notice alongwigh legal relevant documents supporting ownership, failing of which the decision regarding the confiscation of all the article seized

Issued under my seal and signature of this day on.15/02/2022

ICA/D-1825-22

Sub Division Forest Officer Sadar Sub Division, Agartala

SHORT NOTICE INVITING TENDER

Sealed tenders in plain paper are hereby invited from the owner of vehicle for hiring of 01(One) number of Bolero (A/C-Diesel/Petrol) hired on contract basis for the period 01(one) year for office of the Sabroom Nagar Panchayat, South Tripura as per specifications and terms & conditions laid down in

The Sealed tenders will be received up to 3.00 PM on 7th March' 2022 in the Tender Box at Sabroom Nagar Panchava office, Sabroom South Tripura by speed post or registered post or courier service only. Details of specification and terms & conditions of the aforesaid tender are available in the Development Section of this office and in our official website Interested Tenderers / Bidders are requested to visit the said website or contact the Development Section of this office during office hours on any working day.

ICA/C-3785-22

Sd/- Illegible **Executive Officer** Sabroom Nagar Panchayat Sabroom, South Tripura

Sd/- Illegible

(P. Chakraborty, TFS)

TRIPURA TRIBAL AREAS AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL OFFICE OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER WEST TRIPURA: KHUMULWNG

No. F. 81 (6)/PO(H)/ADC/06(L)/2020/1185 Dated 18/02/2022.

Employment Notification

Application(s) in plain paper are invite from the Indian National for appointment to the post of Staff Nurse on purely contract basis under the Health Department of the TTAADC.

- 1. Number of Post: 10 (Ten).Nos.
- 2. Emolument payable is consolidated fixed pay of Rs. 17,500/- per month. No other allowance / incentives will be provided. 3. Qualification :- B.Sc. Nursing/ GNM nursing/ANM/Degree/Diploma cer-
- tificate for Nurse from any recognized Medical College/Institution. 4. Age:- 18 up to 40 (forty) years as on 31-01-2022 upper age is relexable
- by 5 (five) years in case of ST & SC candidates.
- 5. Preference will be preferable inhabitants of TTAADC area and well knowing KOKOBOROK language.
- The Application should contain the following information:
- i) Name of Post :-
- ii) Name of applicant (In block Letter):iii) Father's / Husband's Name:
- iv) Permanent Address:
- Present Address to which communication is to be made with contact number :-
- vi) Qualification :-
- vii) Date of Birth :viii) Present age :-
- ix) Nationality:x) Whether SC/ST :-
- The intending candidates may bring application address to the Addl. Chief Executive Officer, TTAADC, Khumulwng, Jirania, west Tripura 799045 enclosing photo copies of mark-sheet of educational qualifications, nursing passed certificate, internship Registration certificate, caste certificate, age

proof certificate and Nationality certificate with his / her application.

The application should be submitted from 19/02/22 to 23/02/2022 during the office hour on working days in the Office of the PO (Health), TTAADC, Khumulwng.

TTAADC/ICA&T/C-74/2022

Sd/- Illegible Addl. Chief Executive Officer TTAADC, Khumulwng.

নিৰ্যাতিতা স্ত্ৰী, আটক হলেন স্বামী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। গার্হস্থ্য হিংসার ঘটনা প্রায়ই রাজ্যের বিভিন্ন প্রাস্ত থেকে খবরের শিরোনামে উঠে আসছে।এ ধরনের ঘটনা সমাজের নগ্নচিত্রকে আবারো তুলে ধরলো। আবারও বধু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলো তেলিয়ামুড়া থানাধীন কড়ইলং এলাকায়। ১০ বছর পূর্বে শান্তিনগর এলাকার এক যুবকের সাথে একই এলাকার যুবতির সামাজিকভাবে বিয়ে হয়েছিল। বর্তমানে তাদের একটি ৯ বছরের পুত্র সন্তানও আছে। অভিযুক্ত যুবক পেশায় রাজমিস্ত্রি। অভিযোগ, বৈবাহিক জীবন শুরু হওয়ার পর থেকেই সে প্রায় প্রতিদিনই আকণ্ঠ মদ্যপান করে স্ত্রী এবং সন্তানের উপর বর্বরোচিত নির্যাতন চালায়। দীর্ঘদিন ধরেই তার নির্যাতন সহ্য করে আসছে স্ত্রী।

অবশেষে নির্যাতন সহ্য করতে না শক্তি দেখালেন পূজন প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। আগামী ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের রাজনীতি সরগরম হয়ে উঠেছে। এক দল ছেড়ে অন্য দলের পতাকা হাতে নেওয়ার কর্মসূচি শুরু হয়ে গেছে। ঠিক একইভাবে শুক্রবার ঊনকোটি জেলার পেঁচারথল কমিউনিটি হলে টিডিএফ'র পক্ষ থেকে যোগদান সভার আয়োজন করা হয়। যোগদান সভায় পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আগত ৪০০ পরিবারের এক হাজারেরও বেশি ভোটার বিভিন্ন দল ত্যাগ করে টিডিএফ দলে যোগদান করেন বলে দাবি দলের নেতাদের। যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন টিডিএফ'র রাজ্য সভাপতি পূজন বিশ্বাস, টিডিএফ'র রাজ্য ওয়র্কিং প্রেসিডেন্ট পূর্ণিতা চাকমা, টিডিএফ'র রাজ্য নেতৃত্ব পরিমল দেববর্মা, সংগঠনের

ঊনকোটি জেলা সভাপতি আবদুল

মতিন। যোগদান কর্মসূচি ছাড়াও

সভায় বেকারদের চাকরি প্রদান সহ

মোট ১০ দফা দাবি নিয়ে সরব হন

টিডিএফ'র কর্মীরা। তারা বর্তমান

শাসক দলের নীতি নিয়ে তীব্র

সমালোচনা করেন।

তেলিয়ামুড়া থানার দ্বারস্থ হন। নির্যাতিতার অভিযোগ পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্ত স্বামীকে তার কড়ইলংস্থিত ভাড়াবাড়ি থেকে আটক করে নিয়ে আসে।এ বিষয়ে তেলিয়ামুড়া থানার কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার জানায়,

পেরে বৃহস্পতিবার রাতে নির্যাতিতা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বর্তমান সভ্য সমাজে তেলিয়ামুড়া শহরে বধু নির্যাতনের এই ঘটনায় এলাকা জুড়ে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এখন এটাই দেখার বিষয়, বধূ নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে পুলিশ কি আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

ভগ্নদশায় কৃষি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। তেলিয়ামুড়া কৃষি মহকুমা তত্বাবধায়কের অন্তর্গত তুইসিন্দ্রাই গ্রামের কৃষি বীজাগারের অবস্থা খুবই করুণ। বীজাগারের বিল্ডিংটি ভগ্নদশায় পড়ে আছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। এ বিষয়ে কৃষি মহকুমা আধিকারিক রাজীব দেব'কে প্রশ্ন করা হলে তিনিও বিষয়টি স্বীকার করেন। এদিকে কৃষি দফতরের কর্মীরা জানান, বীজাগারের অবস্থা বেহাল হওয়ার কারণে সামান্য বৃষ্টি হলেই ভেতরে জল ঢুকে যায়। এমনকী ভেতরে থাকা সার ও কীটনাশকও নষ্ট হয়ে যায়। জানা গেছে, বীজাগার নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেন নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি তা কেউই বলতে পারছেন না। বরং স্থানীয়দের তরফ থেকে কৃষি আধিকারিকের ভূমিকা নিয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছে। কারণ, তাদের বক্তব্য, আধিকারিক সঠিক সময়ে কর্মস্থলে আসেন না। কৃষকরা বিভিন্ন সময় অফিসে এসে খালি হাতে ঘুরে চলে যান। অনেক কৃষকই ক্ষতিপূরণ নেওয়ার জন্য অফিসে আসছেন। কিন্তু তারা কোন সাহায্য সহযোগিতা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ।

MEMORANDUM

The Notice Inviting Quotation (NIQ) vide No.F13(17)-RD/ TRLM/2020/9131-34 dated 22/01/2022 was issued for Hiring of "Agency for Impact studies of the DDU-GKY trained candidates" under Tripura Rural Livelihood Mission (TRLM) is hereby cancelled due to unavoidable circumstances.

Sd/- Illegible (Dr. Vishal Kumar, IAS) Chief executive Officer ICA/C-3794-22 Tripura Rural Livelihood Mission

NOTICE INVITING e-TENDER NIeT No. F .23(34)-Agri(FM)/MOP/2021-22/2471, dtd 09-02-

On behalf of Govt of Tripura, the Department of Agriculture & Farmers Welfare invites an e-Tender in two-bid system (Technical & Financial) from the bonafied importers authorized by the Central/State Government upto 16:00 Hrs of 03-03-2022 for "Supply of 5300 MT MOP Fertilizer during 2022-23".

 Estimated Tender Value: - Rs. 10,50,00,000/-• EMD :- Rs. 10,50,000/- Tender Fee :- Rs. 5,000/-

· Bid submission end date & time :- 03-03-2022 upto 16:00 Hrs. For details visit website www.tripuratenders.gov.in.

ICA/C-3780-22

Sd/- Illegible (Saradindu Das) Director of Agriculture

নাজেহাল মানুষ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর ১৮ ফেব্রুয়ারি।। ট্রিপারের আস্ফালনে উদয়পুরবাসী একেবারে নাজেহাল হয়ে পড়েছেন। প্রায় প্রতিদিনই উদয়পুর মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে ছোট-বড় দুর্ঘটনা লেগেই আছে। বিশেষ করে পণ্য কিংবা মাটি বোঝাই ট্রিপার গাড়ি দুরন্ত গতিতে চলাচল করে বলেই দুর্ঘটনা বেশি ঘটছে। কিছুদিন আগে ট্রিপারের চাকায় পিষ্ট হয়ে উদয়পুরে ৫ বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছিল। শুক্রবার আরকেপুর থানাধীন রাজারবাগ মোটরস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় আধাসামরিক বাহিনীর গাড়ির সাথে ট্রিপারের সংঘর্ষ ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী ট্রিপারটি আধা সামারিক বাহিনীর গাড়ির পেছনে ধাক্কা দেয়। এ নিয়ে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে আরকেপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তাই নাগরিকরাও দাবি করছেন ট্রিপারের আস্ফালন কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে পলিশ প্রশাসন যেন কডা পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তা না হলে এই ধরনের ঘটনা লেগেই থাকবে।

সরব এবিভিপি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। তামিলনাড়ুর ছাত্রীকে ধর্ম পরিবর্তনের জন্য চাপ এবং আত্মহত্যার ঘটনায় দোষীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে শুক্রবার অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ কৈলাসহরে প্রতিবাদ মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। শুক্রবার দুপুরে কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে প্রতিবাদ মিছিল বের হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মিছিলটি কৈলাসহর পুর পরিষদ প্রাঙ্গণে মিলিত হয়। কৈলাসহর পুর পরিষদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় বিক্ষোভ কর্মসূচি। উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ কৈলাসহর নগর শাখার যুগ্ম সম্পাদিকা পুষ্পিতা দেব, সহ-সম্পাদক অভিজিৎ সরকার, কলেজ ইউনিটের পক্ষে সভাপতি আকাশ সরকার, যুগ্ম সম্পাদক সৌরভ সাহা, জেলা সংযোজক সান্তনু দে সহ অন্যান্যরা।

GOVERNMENT OF TRIPURA PUBLIC WORKS DEPARTMENT NOTICE INVITING TENDER (NIT)

PNIT No.:- 27/EE/DD/PWD(R&B)/2021-22

Dated, 17-02-2022

The Executive Engineer. PWD (R&B) Dharmanagar Division, Dharmanagar (N) Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following works :-

1. Name of work: Mtc. of road under PWD (R&B)Panisagar Sub-Division during the year 2021-22/ SH: Patch WBM, Patch carpeting. Grouting and side berm lowering etc. on Uptakhali - Krishnapur road. DNIT No.: 79/EE/DD/PWD(R&B)/2021-22. Estimated Cost: Rs.23,87,139.00 Earnest Money:- Rs.47,743.00 Time for completion:-90 (Ninety) Days Bid fee : **Rs.1000.00**

2. Name of work: Mtc. of road under PWD (R&B) Panisagar Sub-Division during the year 2021-22/ SH: Patch WBM, patch carpeting, grouting and side berm lowering etc on Krishnapur Bazar to Mangalkhali Jubarajnagar road. DNIT No.: 80/EE/DD/ PWD(R&B)/2021-22

Estimated Cost : 24.03.663.00 Bid Fee : **Rs.1000.00**

Earnest Money :- Rs. 48,073.00

Time for completion:-90 (Ninety) Days

3. Name of work: Mtc. of roads during the year 2021-22/ SH: Replacement of damaged spun pipe culvert by construction of Box cell culvert (2.00 X 2.00 Mtr) with wing walls on Lalcherra to Dastilla PWD road at Ch.0.45 KM under PWD (R&B) Kadamtala Sub-Division. DNIT No.: 81/EE/DD/PWD(R&B)/2021-22. Earnest Money :- Rs.31,686.00 Time for completion:-90 (Ninety) Days Estimated Cost: Rs.15,84,288.00

Bid Fee :- **Rs.1000.00**

4. Name of work: Mtc. of road Ichailalcherra to Dastilla from Ch 0.00 to 1.10 KM under Kalacherra Block area under PWD (R&B) Sub-Division Kadamtala/SH: GSB, metalling, grouting, carpeting, stone seal coat, etc during the year 2021-22. DNIT No.: 82/EE/DD/PWD(R&B)/2021-22, Estimated Cost: Rs.24,25,760.00 Earnest Money:- Rs.48.515.00 Time for Completion:-120 (One hundred twenty) Days Bid Fee :- **Rs.1000.00**

5. Name of work: Mtc. of road ichallalcherra to Dastilla from Ch 1.10 to 2.40 KM under Kalacherra Block area under PWD (R&B)

Sub-Division Kadamtala/ SH: GSB, metalling, grouting, carpeting stone seal coat, etc during the year 2021-22. DNIT No.: 83/EE/DD/PWD(R&B)/2021-22. Estimated Cost. Rs.24,24,740.00 Earnest Money:- Rs.48.495.00 Time for completion:- 120 (One hundred twenty) Days Bid

Fee: **Rs.1000.00**

6. Name of work: Mtc. of road ichailalCherra to Dastilla road (From Ch.2.40 to 3.493 KM) and Sanicherra to Balicherra road under Kalacherra Block area under PWD (R&B) Sub-Division Kadamtala/ SH: GSB, metalling, grouting, carpeting, stone seal coat, etc during the year 2021-22. DNIT No.: 84/EE/DD/PWD(R&B)/2021-22. Estimated Cost: Rs.24,27,158.00. Earnest Money: -Rs.48.543.00 Time for completion: - 120 (One hundred twenty) Days Bid Fee: Rs.1000.00

7. Name of work: Extension of 1 (one) room of ILR & Solar System at office of the Chief Medical Officer (N), Dharmanagar, North Tripura under Dharmanagar, PWD (R&B) Sub-Division during the year 2021-22/ SH: Building portion with Half brick wall, Galvalume sheet roofing etc. DNIT No.: 85/EE/DD/PWD(R&B)/2021-22.

Estimated Cost: Rs. 2,71,520.00. Earnest Money: Rs.5.430.00 Time for completion:- 60 (Sixty) Days Bid Fee :- Rs.1000.00

8. Name of work: Mtc. of (i) Kadamtala - Palapara road, (ii) Hapaitilla road (iii) Kadamtala Jalaibari road to Palpara under PWD (R&B) Sub-Division Kadamtala / SH: Patch metalling, grouting, carpeting, stone seal coat, etc during the year 2021-22. DNIT No.: 86/EE/DD/PWD(R&B)/2021-22.

Estimated Cost: Rs.24,23,363.00. Earnest Money: -Rs. 48,467.60 Time for completion: -120 (One hundred twenty) Days Bid Fee :- **Rs.1000.00**

9. Name of work: - Renovation of 10 (ten) Nos. quarter building at Sanicherra PHC under Kalacherra Block area/ SH: Patch plaster, grading, colour, flooring, plinth protection, mtc. of door windows etc. during the year 2021-22. DNIT No.: 42/SE(I)KGT/2021-22. Estimated Cost: Rs.43,34,775.00. Earnest Money: - Rs.86,696.00 Time for completion: - 120 (One hundred twenty) Days Bid Fee : **Rs.1000.00**

10. Name of work: Maintenance of residential quarter of District & Session Judge, North Tripura, Dharmanagar/SH: Plastering, painting, flooring, drain, boundary wall and all allied works for Judge's quarter and Security guard room during the year 2021-22. DNIT No.: 43/SE(I)KGT/2021-22 Estimated Cost: Rs.84,62,668.00. Earnest Mon,y:-Rs.1,69,253.00 Time for completion:- 120 (One hundred twenty) Days Bid

Fee :- **Rs.2500.00** Last date & time for online Bidding: 10-03-2022. upto 3:00 PM.

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https:// tripuratenders.gov.in

> **Executive Engineer** PWD (R&B) **Dharmanagar Division**

ICA/C-3788-22

Sd/- Illegible Dharmanagar, (N) Tripura

এক নজরে

চাকরির খবর

শূন্যপদ ঃ ৯০টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক

পাশ.

বয়সঃ সাড়ে ১৬ - সাড়ে ১৯

বছর.

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ

২৩ ফেব্রুয়ারি,

বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার

কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে

জানানো হবে।

0--0--0--0

* পদের নাম ঃ **ট্রেড এপ্রেন্টিস**

(নীপকো),

শূন্যপদ ঃ ৫৬টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক,

আইটিআই পাশ,

বয়সঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ

২৪ ফেব্রুয়ারি,

মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের

ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল

লেটারে জানানো হবে।

0--0--0--0

* পদের নাম ঃ গ্রেড-ফাইভ

(जारान देखिया),

শুন্যপদ ঃ ৬২টি,

শিক্ষাগত যোগাতা ঃ

উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ,

বয়সঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ

২৫ ফেব্রুয়ারি,

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার

কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে

জানানো হবে।

0--0--0--0

* পদের নাম ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট

ম্যানেজার (এসবিআই),

শূন্যপদ ঃ ৪৮টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ডিগ্রি পাশ,

বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ

২৫ ফেব্রুয়ারি,

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২০

মার্চ, কেন্দ্র কল লেটারে জানানো

হবে।

0--0--0--0

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট**,

কুক, ড্রাইভার, এটেভ্যান্ট

(কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),

শূন্যপদ ঃ ৭২টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি

পাশ থেকে ডিগ্রি পাশ,

বয়সঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ

২৭ ফ্রেক্সারি,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র

ও তারিখ কল লেটারে জানানো

হবে।

0--0--0--0

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র অফিসার**

(কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),

শূন্যপদ ঃ ৯৪টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা,

ডিগ্রি পাশ,

বয়সঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ

২৭ ফেব্রুয়ারি,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র

ও তারিখ কল লেটারে জানানো

হবে।

0--0--0--0

* পদের নাম ঃ বেসিক টিচার.

টিউটর এন্ড সিনিয়র

রেসিডেন্ট (ত্রিপুরা),

শূন্যপদ ঃ ৩৪টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এম.ডি.,

এম.এস ডিগ্রি পাশ,

বয়স ঃ অনূধর্ব ৪০ বছর

(সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী

ছাড় রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ

২৮ ফেব্রুয়ারি,

এপিআই অনুযায়ী বাছাইকৃতদের

ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল

লেটারে জানানো হবে।

0--0--0--0

* পদের নাম ঃ **সুপারভাইজর**

(আইসিডিএস, ত্রিপুরা),

টিপিএসসি'র মাধ্যমে,

শৃন্যপদ ঃ ৩৬টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএ/

বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/

বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যান্ধুয়েট ডিগ্রি

পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি

নেই, তবে বাংলা/ ককবরক ভাষা

জানা সহ কিছু বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা

প্রয়োজন.

বয়সঃ ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ

ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫

বছরের ছাড় রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ

তারিখ পুনরায় ২১ মার্চ পর্যন্ত

বাড়ানো হয়েছে,

রাজ্যের ৫টি শহরে লিখিত পরীক্ষা,

তারিখ পরে জানানো হবে।

0--0--0--0--0

* পদের নাম ঃ স্টাফ নার্স, পুরুষ (বহিঃরাজ্য), শূন্যপদ ঃ ৫৫৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএম, বিএসসি নার্সিং পাশ, বয়সঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ ফ্রেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

0--0--0--0 * পদের নাম ঃ **জ্বনিয়র** ইঞ্জিনিয়ার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক), শূন্যপদ ঃ ১৩৩টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ, বয়সঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ ফেব্রুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার

জানানো হবে। 0--0--0--0 * পদের নাম ঃ **সিভিল সার্ভিস** (ইউপিএসসি)

কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে

শুন্যপদ ঃ ৮১৬ টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজ্বয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কডাকডি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য) বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা,

0--0--0--0 পদের নামঃ ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস (ইউপিএসসি)

তারিখ ৫ জুন।

শুন্যপদঃ ১৫১ টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি/ বিই ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য) বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ

২২ ফেব্রুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ৫ জুন। 0--0--0--0

* পদের নাম ঃ জেনারেলিস্ট অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক), শূন্যপদ ঃ ৫০০টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্যাজুয়েট, সিএ পাশ, বয়সঃ ২৫-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি,

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১২ মার্চে, কলকাতায়। 0--0--0--0

পদের নাম ঃ **ম্যানেজার (রেল** মন্ত্ৰক),

শৃন্যপদ ঃ ৬৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি

বয়সঃ ২১-৩৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ ফেব্রুয়ারি,

বাছাইকৃতদের অনলাইনে পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। 0--0--0--0

* পদের নাম ঃ সিভিলিয়ান, কুক, এলডিসি (ডিফেন্স), শূন্যপদ ঃ ৭২টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়সঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ ফ্রেব্রুয়ারি,

বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, স্কিল টেস্টের কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। 0--0--0--0

* পদের নাম ঃ **এমটিএস.** অ্যাসিস্ট্যান্ট (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),

শূন্যপদ ঃ ১০৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক -ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো

হবে। 0--0--0--0

* পদের নাম ঃ ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস (আর্মি),

নীপকো-তে চাকরির লক্ষ্যে এপ্রেন্টিস

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রকের অধীন, মিনি রত্ন, ক্যাটেগরি - ওয়ান সেন্ট্রাল পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজ বিশেষ করে নীপকো অর্থাৎ নর্থ-ইস্ট ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেডে ট্রেড এপ্রেন্টিস ইত্যাদি বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শন্যপদ ঃ ৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা ইঞ্জি. পাশ, বয়সঃ ১৮ - ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মান্যায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা এজিবিপিএস বা আসাম গ্যাস বেইসড় পাওয়ার স্টেশন, এজিজিবিপিএস বা আগরতলা গ্যাস বেইসড় পাওয়ার স্টেশন, শিলংস্থিত সদর কার্যালয় এবং নাগাল্যান্ড ও অরুনাচল প্রদেশস্থিত পাওয়ার স্টেশনের উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রকের অধীন, বিভিন্ন পাওয়ার স্টেশনে চাকরির জন্য এধরনের টেকনেশিয়ান এপ্রেন্টিস ও ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। এধরনের মিনিরত্ব, মহারত্ব প্রতিষ্ঠানে টেকনেশিয়ান ও ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রায় দশ হাজার জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হলেও এযাত্রায় উত্তর-পূর্বাঞ্চ লীয় বিভাগ নীপকো-তে এপ্রেন্টিস নিয়োগ হবে ৫৬ জন। নীপকো-তে টেকনেশিয়ান এপ্রেন্টিস ও ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০১-২০২২-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৮ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উধর্বসীমায়ও যথারীতি ছাড রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এদৈর ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস'ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগ মূলতঃ এপ্রেন্টিস অ্যাক্ট ১৯৬১ অনুযায়ী হচ্ছে। প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন ২৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি। তবে বলা বাহুল্য, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের পর প্রিন্ট আউটের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসের জেরক্স কপি সেল্ফ এটেস্টেট করে দরখাস্তের সঙ্গে অ্যাটাচ করে নির্দিষ্ট ই-মেইল ঠিকানায় পাঠাতে হবে। তাও পৌঁছতে হবে ২৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। নির্দিষ্ট ই-মেইল ঠিকানাও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক

ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধ তিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পুরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে) পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মহর্তের মধ্যে হাতের মঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটসঅ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহুর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধ তির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — টেকনেশিয়ান এপ্রেন্টিস ঃ এজিবিপিএস বা আসাম গ্যাস বেইসড পাওয়ার স্টেশনে টেকনেশিয়ান এপ্রেন্টিস (ইলেকট্রিক্যাল/ মেকানিক্যাল স্ট্রিম) ২০ জন, এজিজিবিপিএস বা আগরতলা বেইসডপাওয়ার স্টেশন-এ ১৩ জন। এর মধ্যে টেকনেশিয়ান এপ্রেন্টিস ফিটার স্ট্রিমে ৪ জন, ইলেকট্রিক্যাল/ মেকানিক্যাল স্ট্রিমে ৮ জন। টিজিবিপিপি বা ত্রিপুরা গ্যাস বেইসড় পাওয়ার প্ল্যান্ট-এ টেকনেশিয়ান এপ্লেন্টিস (ইলেকট্রিক্যাল/ ফিটার/ বয়েলার স্ট্রিম) ১০ জন। শিক্ষাগত যোগ্যতা স্বীকত বোর্ড বা পর্যদ থেকে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। পরে স্বীকত প্রতিষ্ঠান থেকে আইটিআই কোর্স পাশ হতে হবে। এপ্রেন্টিস ট্রেনিং করানো হবে ২ বছরের জন্য। প্রতি মাসে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে ১৪,৮৭৭ টাকা করে। আসাম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, অরুনাচল প্রদেশ, মেঘালয়ের শিলং-এর জন্য এপ্রেন্টিস পদের সংখ্যা, ট্রেড অনুযায়ী বিভাজন, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ট্রেনিং সময় ইত্যাদি বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে। প্রয়োজনে কর্মবার্তায় হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করেও জেনে নিতে পারেন

অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৫০০ জেনারেলিস্ট অফিসার

আগরতলা।। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাক্ষে জেনারেলিস্ট অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচেছ। শুন্যপদ ঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, সিএ পাশ, বয়স ঃ ২৫-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ ফ্রেব্রুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক ১২ মার্চে, কলকাতায়।বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চি মবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে জেনারেলিস্ট অফিসার পদে ৫০০ নিয়োগ হচ্ছে ভারত সরকারের অনুমোদিত একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে। দেশে প্রতিষ্ঠিত এধরনের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ– তরুণীরা ৩১-১২-২০২১-এর হিসেবে ২৫ থেকে ৩৮-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। (স্কেল-টু পদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ২৫-৩৫ বছর) এসসি/এসটিদের জন্য বয়সের উধর্বসীমায় ৫ বছর. ওবিসিদের জন্য ৩ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে

কর্মবার্ডা নিউ'জ ব্যুরো, দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ– অগ্রাধিকার পাবেন। আবেদনের করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শ্ন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচর সংখ্যক পদ। যেমন, মোট ৫০০টি শুন্যপদের মধ্যে ২০৩টি পদ রয়েছে অসংরক্ষিত হিসেবে। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি. জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। এছাড়া, ৭৫টি এসসি, ৩৭টি এসটি, ১৩৭টি ওবিসি এবং ৫০টি পদ ইডব্লিওএস অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদেব জন্যও বয়েছে ২০টি শুন্যপদ। শুন্যপদের বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - বিএ, বিকম, বিএসসি, বিই, বিটেক, বিবিএ, বিসিএ ... অর্থাৎ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজয়েট বা স্নাতক হতে হবে। তবে অন্ততপক্ষে ৬০ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ করা হতে হবে। এসসি, এসটি, ওবিসি, শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মোট প্রাপ্ত নম্বরে ৫ শতাংশ কম হলেও আবেদন করা যাবে। সিএ বা জেএআইবি পাশ করা হলে

আগে বিজ্ঞপ্তির পুরোটা দেখে নেবেন। তবে ব্যাঙ্ক, পিএসইউ, কর্পোরেট সেক্টর, নন ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কোম্পানি ইত্যাদি যে-কোনও সেক্টরে নির্দিষ্ট বিষয়ে তিন বা ততোধিক (স্কেল-থ্রি পদের ক্ষেত্রে পাঁচ) বছর ধরে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ২২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি। অনলাইনে রেজিস্টেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওযেবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস

পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চুড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইনে ফি পেমেন্ট করতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমার পরিবর্তে নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধ তিতেও টাকা জ্ব্যা দিতে পাবেন। এজন্য প্রযোজনীয় তথা পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট রিসিপ্ট কপি, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড,

কলেজের আই কার্ড বা এরকমই

সুপারভাইজর পদে নিয়োগে বিশেষ সুযোগঃ বর্ধিত শেষ তারিখ ২১ মার্চ

আগর তলা।। অনিবার্য কারনে সুপারভাইজর পদে চাকরির ক্ষেত্রে অনলাইনে দরখাস্তের সময়সীমা পুনরায় ২১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ প্রার্থীদের জন্য বয়সের উধর্বসীমায় আগেই ছাড় ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি অনলাইনে দরখাস্তের সময়সীমা পুনরায় বাড়ানো হয়েছে। টিপিএসসি-র তরফ থেকে এমর্মে এক সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে তা জানানো হয়েছে। প্রার্থীদের সুবিধার্থে বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে পুনরায় প্রকাশ করা হলো। ত্রিপুরা সরকারের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে আইসিডিএস সুপারভাইজর পদে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে।শূন্যপদঃ ৩৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে বাংলা/ ককবরক ভাষা জানা সহ কিছু বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা প্রয়োজন, বয়সঃ ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে), ডিসচার্জড ১০৩২৩

অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ পুনরায় ২১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। রাজ্যের ৫টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো, রাজ্য সরকারের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে আইসিডিএস সুপারভাইজর পদে প্রতিযোগিতামূলক প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষা, মূল পরীক্ষা ও পার্সোন্যালিটি টেস্টের মাধ্যমে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ৭ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞপ্তি নং -০৬/২০২১। এবারও প্রার্থীবাছাই হবে ত্রি-স্তরীয় পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে হবে প্রতিযোগিতামূলক প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা অর্থাৎ প্রিলিমিনারি টেস্ট। এতে সফল হলে মেইন বা মূল পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবেন। মূল পরীক্ষায় সফল হলে পরে ডাকা হবে পার্সোন্যালিটি টেস্টের জন্য। তবে আবেদনের আগে প্রার্থীকে অবশ্যই নির্দিষ্ট বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে শিক্ষাগত ও বাঞ্ছনীয় যোগ্যতাসহ বয়সের

উধর্বসীমা ইত্যাদি দেখে নিতে হবে।

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুবো, এডহক শিক্ষকদের ক্ষেত্রে অনুধর্ব এককথায় সামগ্রিক বিষয়ে উপযুক্ত ৬০ বছর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। মনে হলেই আগামী ২১ মার্চ, ২০২২ তারিখ বিকেল ৫টার মধ্যে কেবলমাত্র অনলাইনে দরখাস্ত জমা করতে পারেন। পরীক্ষার ফি — সাধারণ পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০০ টাকা, তফশিলি জাতি/ উপজাতি ভুক্ত, বিপিএল কার্ডধারী প্রার্থীদের

দর খাস্ত কর বেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অনু করে, ২১ মার্চের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ পুনরায় ২১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। নির্দিষ্ট একটি ফোন নম্বরও রাখবেন হাতের কাছে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের সময় ডকুমেন্টসের মূল কপি ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। সাক্ষাৎকারের ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর

এরপর দুইয়ের পাতায়

ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * আর্মিতে **ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে** নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৯০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়সঃ সাড়ে ১৬ - সাড়ে ১৯ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ ফ্রেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * নীপকো-তে **ট্রেড এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার

কী-কী পরীক্ষা, কবে?

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক -

ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর

(সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী

ছাড় রয়েছে), অনলাইনে

দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো,

শূন্যপদঃ ৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো * অয়েল ইন্ডিয়ায় **গ্রেড-ফাইভ**

পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শুন্যপদঃ ৬২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * স্টেট ব্যাঙ্গে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া

হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৪৮টি, শিক্ষাগত

যোগ্যতাঃ ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২০ মার্চ, কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। * কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে অ্যাসিস্ট্যান্ট, **কুক, ড্রাইভার, এটেল্ড্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে জুনিয়র

অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * রাজ্য সরকারের অধীনে এজিএমসি-তে **বেসিক টিচার,**

টিউটর এন্ড সিনিয়র **রেসিডেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এম.ডি., এম.এস ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূধর্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি, এপিআই অনুযায়ী বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * ত্রিপুরা সরকারের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে **সুপারভাইজর** পদে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৩৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে বাংলা/ ককবরক ভাষা জানা সহ কিছু বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা প্রয়োজন, বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ পুনরায় ২১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, রাজ্যের ৫টি

শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ

পরে জানানো হবে।

আগরতলা।। * বহিঃরাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরে **স্টাফ নার্স, পুরুষ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৫৫৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএম, বিএসসি নার্সিং পাশ, বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাডি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহুর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। * কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শুন্যপদঃ ১৩৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ ফেব্রুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে **সিভিল সার্ভিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮১৬ টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়সঃ ২১ - ৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ৫ জুন। * ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি/ বিই ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২১ -৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ৫ জুন। * রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **জেনারেলিস্ট** এরপর দুইয়ের পাতায় **অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, সিএ পাশ, বয়স ঃ ২৫-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১২ মার্চে, কলকাতায়। * রেল মন্ত্রকে ম্যানেজার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়সঃ ২১-৩৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের অনলাইনে পরীক্ষার কেন্দ্র ও

তারিখ কল লেটারে জানানো

হবে। * ডিফেন্সে সিভিলিয়ান,

কুক, এলডিসি পদে নিয়োগের

জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা

নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭২টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক,

২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে

নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),

২৩ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের

লিখিত পরীক্ষা, স্কিল টেস্টের

কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে **এমটিএস,**

হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৪টি,

অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগের জন্য

অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া

জানানো হবে।

উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়সঃ ১৮-

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ

বিক্রম। দিনের শেষে ত্রিপুরার রান

১ উইকেটে ৫৬। বিশাল ৩৮ রানে

অপরাজিত আছে। তার সাথে ব্যাট

করছে শংকর পাল। রঞ্জি দলে

নিচের দিকে ব্যাট করার সুযোগ পায়

শংকর। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে,

তার ব্যাটিং অনেক ভালো। সিকে

নাইডু ট্রফিতে দুই বছর আগে রেকর্ড

রান করেছিল। এই জুটি যদি

আগামীকাল প্রথম সেশনটা কাটিয়ে

দিতে পারে তবে ভালো কিছুর স্বপ্ন

দেখতে পারে ত্রিপুরা। তবে

আপাতত যেরকম পরিস্থিতি ম্যাচ

বাঁচাতে হলে এবার দায়িত্ব নিতে

হবে ব্যাটসম্যানদের। বিশেষ করে

স্থানীয়দের সামনে থেকে লড়াই

করতে হবে। ক্রিকেটপ্রেমীদের দাবি,

মণিশংকর-কে উপরের দিকে ব্যাট

করতে পাঠানো হোক। টিম

ম্যানেজমেন্ট কি করবে সেটা

জানা নেই। তবে ত্রিপুরাকে

পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচাতে

প্রচার পত্রেও

নেতাদের ভিড়

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ

প্রচারের জন্য মরিয়া হয়ে পড়েছেন

নেতা-মন্ত্রীরা।ক্রীড়া প্রতিযোগিতার

প্রচার পত্রেও তাই তাদের ছবি শোভা পাচ্ছে। ক্রীড়া মহলের প্রশ্ন,

খেলাটা তাহলে গৌণ হয়ে পড়েছে?

শুধুমাত্র নেতাদের প্রচারের জন্যই

কি এই ধরনের ক্রীড়া অনুষ্ঠান। শেষ

তিন বছর বেশ সাফল্যের সাথে

অনুষ্ঠিত হয়েছিল মনমোহন দাস

স্মতি ওপেন প্রাইজমানি ভলিবল

প্রতিযোগিতা। এবার চতুর্থ বর্ষে পা

দিচ্ছে। স্বভাবতই উদ্যোক্তাদের

মধ্যে ব্যস্ততা। এই বছরের আসর

হবে কামালঘাটে। আগামী ২৬

ফেব্রুয়ারি বিকাল চারটায় আসরের

উদবোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব

কুমার দেব। বিভিন্ন ক্রীডা আসরে

মুখ্যমন্ত্রী কিংবা অন্যান্য মন্ত্রী,

বিধায়কদের উদ্বোধক বা অতিথি

হিসাবে দেখা যায়। কিন্তু ঘটনা হলো,

এক্ষেত্রে উদ্যোক্তারা যে প্রচার পত্র

তৈরি করেছেন তাতে এই ভলিবল

প্রতিযোগিতা পেছনের সারিতে চলে

আরও অনেকের ছবি। ক্রীড়ামন্ত্রী

সুশান্ত চৌধুরী, বিধায়ক কৃষ্ণধন

দাস, বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি

মানিক সাহা-র ছবি প্রচার পত্রে জ্বল

জুল করছে। গত কয়েক বছরে

মনমোহন স্মৃতি ভলিবল রাজ্যে

অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। মূলতঃ এই

ধরনের কিছু বেসরকারি উদ্যোক্তারা

রাজ্যের ভলিবলকে টিকিয়ে

রেখেছে। মূল উদ্যোক্তা ভবতোষ

দাস প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন।

কিন্তু এই বছর প্রচার পত্রের নমুনা

●এরপর দুইয়ের পাতায়

পারে স্থানীয়রাই।

পরিবর্তন

কমিটির আহ্বায়ক উত্তম চৌধুরী।

প্রসেনজিৎ-র

দাপটে জয়ী

জুটমিল

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ

অরবিন্দ সংঘের উদ্যোগে

আয়োজিত গীতা রানি দাস স্মৃতি

ক্রিকেটে শুক্রবার জয় পেয়েছে

জুটমিল বয়েজ। প্রসেনজিৎ দাস-র

বিস্ফোরক ইনিংসের সৌজন্যে তারা

২১ রানে হারিয়েছে এমকে

পিসি-কে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে

জুটমিল ১৫১ রান করে। প্রসেনজিৎ

২৯ বলে ৭৬ রান করে। জবাবে

ব্যাট করতে নেমে এমকে পিসি করে

১৩০ রান। আগামীকাল অমৃত

কনস্ট্রাকশন বনাম পঞ্চমুখ

পরস্পরের মুখোমুখি হবে।



টি-টোয়েন্টি সিরিজও ভারতের দখলে

অনূর্ধর্ব ১৫-র সূচিতে প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ সদর অনুধর্ব ১৫-র সূচিতে সামান্য পরিবর্তন আনা হয়েছে। আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি নিপকো মাঠে মৌচাক বনাম জুটমিলের ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল। অনিবার্য্য কারণে এই ম্যাচটি ২২ ফেব্রুয়ারি নরসিংগড পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া প্রতিযোগিতার বাকি ক্রীড়াসূচি অপরিবর্তিত থাকবে বলে জানিয়েছেন টুর্নামেন্ট উপদেস্তা

পঞ্চম বলে স্লোয়ার দেন। পাওয়েল

এক রানের বেশি নিতে পারেননি। ওখানেই ম্যাচ জিতে যায় ভারত শুক্রবার শুরুটা একেবারেই ভাল হয়নি ভারতের। প্রথম থেকেই বড্ড বেশি বল নিচ্ছিলেন ঈশান কিশন। ক্রিজে মোটেই স্বচ্ছদে লাগছিল না তাঁকে। দ্বিতীয় ওভারে শেলডন কটরেলের বিরুদ্ধে একটি ক্যাচের আবেদন নাকচ করে ডিআরএস। পরের বলেই ব্যাটের কানায় লেগে বল উঠে যায় আকাশে। সেই ক্যাচ ধরতে অসুবিধা হয়নি কাইল মেয়ার্সের ব্যাট করতে আসেন বিরাট কোহলি। শুরু থেকেই যথেষ্ট আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা যাচ্ছিল তাঁকে। যোগ্য সঙ্গত দিচ্ছিলেন রোহিতও। কিন্তু ভারত অধিনায়ককে ফিরতে হল অনেকটা ঈশানের মতোই

লেগে বল উঠে যায়। ক্যাচ ধরেন ব্ৰেভন কিং। বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি সূর্যকুমার যাদবও। ৮ রানের মাথায় তাঁকে ফেরান রস্টন চেজ কিন্তু উল্টোদিকে দায়িত্ব নিয়ে নিজের ইনিংস গডার কাজ করছিলেন কোহলি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলারদের উপর চডাও হচ্ছিলেন তিনি। ব্যাট থেকে বেরল কিছু দর্শনীয় শট। ইডেনের সামান্য দর্শকের মন কেডে নিলেন কোহলি। ছক্কা মেরে নিজের অর্ধশতরান পুরণ করলেন। এরপরেই সামান্য মনোযোগের বিচ্যুতিতে উইকেট খোয়ালেন। রস্টনের বল যে এতটা ভেতরে ঢুকে আসবে তা কোহলি বুঝতে পারেননি। ব্যাট-প্যাডের ফাঁক দিয়ে গলে যাওয়া বল স্টাম্প ভেঙে দিল ভারত যে তারপরেও

●এরপর দুইয়ের পাতায়

লড়াকু রান তুলল, তার পিছনে

৩৪১ রানের ইনিংস খেলে ইতিহাসে বিহারের সাকিবুল

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। প্রথম শ্রেণির অভিষেক ম্যাচেই বিশ্বরেকর্ড। ক্রিকেট বিশ্বকে চমকে দিলেন বিহারের ব্যাটার সাকিবুল গনি। ইতিহাসের সাক্ষী থাকল শহর কলকাতা। করোনা অতিমারির পর প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট শুরু হওয়ার দ্বিতীয় দিনেই ইতিহাসে নিজের নাম লিখে ফেললেন সাকিবুল। বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের শহরে রাজকীয় ইনিংস বিহারের ২২ বছরের তরুণের। মোতিহারের বাসিন্দা সাকিবুল আগেও ক্লাব স্তবের ক্রিকেটে দ্বিশতরান করেছেন।

●এরপর দুইয়ের পাতায়

আউট হয়ে। তাঁরও ব্যাটের কানায়

আজ খেতাবের লক্ষ্যে ফরোয়াড

রামকৃষ্ণ ক্লাবের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে

যে ফুটবল খেলেছিল তার চেয়ে

অনেক ভালো খেলেছে দ্বিতীয়

ম্যাচে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য হলো,

কলকাতা, ১৮ ফব্রুয়ারি।। শেষ

ওভার পর্যন্ত নাটক। এক সময়ে

ভারতের নিয়ন্ত্রণে থাকা ম্যাচ গডাল

শেষ ওভার পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত শেষ

হাসি ভারতেরই। রুদ্ধশ্যস ম্যাচ

জিতে টি-টোয়েন্টি সিরিজও জিতে

নিল রোহিত শর্মার ভারত। দ্বিতীয়

টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে

হারাল ৮ রানে ৷হর্ষল পটেলের শেষ

ওভার দেখে এক সময়ে মনে

হয়েছিল, ২০১৬-র টি-টোয়েন্টি

বিশ্বকাপ ফাইনালের সেই রাত ফিরে

আসবে না তো? সে বার বেন

স্টোকসকে শেষ ওভারে চারটি ছক্কা

মেরে দেশকে বিশ্বকাপ

জিতিয়েছিলেন কার্লোস ব্রাথওয়েট।

শুক্রবার সে রকমই মনে হচ্ছিল

রভম্যান পাওয়েলকে। শেষ ওভারে

২৫ রান দরকার ছিল। এমন অবস্থায়

তৃতীয় এবং চতুর্থ বলে ছক্কা মেরে

দেন পাওয়েল। কিন্তু বুদ্ধিমান হর্ষল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ দুই ম্যাচ খেলে ছয় পয়েন্ট অর্থাৎ আগামীকাল এগিয়ে চল সংঘের বিরুদ্ধে জিততে পারলেই চন্দ্র মেমোরিয়াল লিগের খেতাব দখল করবে ফরোয়ার্ড ক্লাব। ড্র করলে কিংবা পরাজিত হলে অপেক্ষায় থাকতে হবে। এই অবস্থায় কোন অনিশ্চয়তার মধ্যে না থেকে আগামীকালই লিগ জয় নিশ্চিত করে নিতে চাইছে ফরোয়ার্ড শিবির। এদিন সকালে বেশ কয়েক ঘণ্টা অনুশীলন করলো ফরোয়ার্ড ক্লাব। পর্বে তাদের পারফরম্যান্সের মধ্যে একটা উঠা-নামা লক্ষ্য করা গেছে। যদিও সুপার লিগে অন্যরকম ফরোয়ার্ড।

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

একটা সম্ভাবনা তৈরি হলো। যদিও অনেক ফ্যাক্টরই এতে কাজ করছে।

আগামীকাল ফরোয়ার্ড ক্লাব বনাম এগিয়ে চল সংঘের ম্যাচ। এই ম্যাচে যদি সরাসরি জিতে যায় ফরোয়ার্ড ক্লাব তবে কোন কথাই নেই। তারাই চ্যাম্পিয়ন হবে। কিন্তু যদি এগিয়ে

চল সংঘ ম্যাচটি জিতে যায় এবং রামকৃষ্ণ বনাম এগিয়ে চল সংঘের

অসমাপ্ত ম্যাচে যদি রামকৃষ্ণ জিতে যায় তবে খেতাবের অঙ্ক জটিল হয়ে

যাবে। তখন ফরোয়ার্ড ক্লাব, এগিয়ে

চল সংঘ এবং রামকৃষ্ণ ক্লাবের পয়েন্ট সমান হবে। সেক্ষেত্রে গোল পার্থক্যে নির্ধারিত হবে চ্যাম্পিয়ন

জানা নেই। প্রাথমিক পর্বে ফরোয়ার্ড

ক্লাবের বিরুদ্ধে অপ্রত্যাশিত

পরাজয়ের পর জুয়েলস

অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে একাধিক

এই অবস্থায় খেতাবি আশা জিইয়ে

দলটি ক্রমশঃ পিক-এ উঠেছে। ফলে চলতি মরশুমের দুইবারের সাক্ষাতে এগিয়ে চল সংঘের কাছে পরাজিত হলেও আগামীকাল অন্য কিছু ঘটতেই পারে। ফরোয়ার্ড শিবির নিশ্চিত আগামীকালই ৫ বছর পর ফুটবলাররা দলকে খেতাব এনে দেবে। ২০১৬-তে শেষবার খেতাব জিতেছিল ফরোয়ার্ড ক্লাব। খেতাবের অন্যতম বড দাবিদার এগিয়ে চল সংঘও। রামকৃষ্ণ ক্লাবের বিরুদ্ধে অসমাপ্ত ম্যাচে তারা ১-০ গোলে এগিয়ে আছে।

সেক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ ক্লাবের বিরুদ্ধে ম্যাচটার গুরুত্ব অনেক বেড়ে যাবে। অর্থাৎ ফরোয়ার্ড ক্লাব এবং এগিয়ে চল সংঘ দুইটি দলই জয়ের উদগ্র ইচ্ছা নিয়ে মাঠে নামবে। ফলে আরও একবার উমাকান্ত মাঠ উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দুই দলের উগ্র সমর্থক বা কর্মকর্তাদের পাশাপাশি রেফারিরাও পরিস্থিতি খারাপ করার জন্য কম দায়ী নয়। বলা যায় কোন এক পক্ষ নয়, প্ৰতিটি পক্ষই চলতি সিনিয়র লিগকে বিষাক্ত করে তুলেছে। আগামীকাল কি হবে?

রাখতে হলে আগামীকাল তাদেরও

জিততে হবে। ড্র করলে সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাবে এমন নয়। তবে

লালবাহাদুরকে গিয়েছে। শোভা পাচ্ছে মুখ্যমন্ত্ৰী সহ



আমলা, অফিসারদের পোয়াবারো

বছর ধরে ক্রীড়া দফতরে পিআই নিয়োগ নেই

আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারকে উড়িয়ে দিয়ে বড় জয় তুলে নিলো রামকৃষ্ণ ক্লাব। ফলে সিনিয়র লিগ খানিকটা জমে গেলো বলা যায়। টানা তিন ম্যাচ হেরে খেতাবের বাইরে চলে গেলো লালবাহাদুর। তবে ফরোয়ার্ড ক্লাব এগিয়ে চল সংঘের পাশাপাশি এবার রামকৃষ্ণ ক্লাবের সামনেও

সভাপতি যখন ব্যস্ত টেনিস ক্রিকেটে

পরিকাঠামোগত কাজের বিষয়টাও দেখছেন

শংকর-র ৫ উইকেট সত্ত্বেও

রঞ্জিতে বেকায়দায় ত্রিপুরা

খেলা শুরু করে। দুই ব্যাটসম্যান

ফিরে গেলেও অসুবিধা হয়নি।

ব্যাটসম্যানরাও ত্রিপুরার সাধারণ

মানের বোলিং-র বিরুদ্ধে রান করে

গেলো। বিন্দুমাত্রও অসুবিধা হয়নি।

ফলে ৫৫৬ রানের পাহাড় খাড়া করে

হরিয়ানা। শংকর ছাড়া মণিশংকর

তুলে নেয় ৩টি উইকেট। জবাবে

ব্যাট করতে নামে ত্রিপুরা। দুই বছর

পর রঞ্জি ট্রফিতে খেলতে নেমে

শুরুর দিকে একটা জড়তা ছিল দুই

ওপেনার বিশাল ঘোষ এবং বিক্রম

কুমার দাস-র। যদিও সময় গড়ানোর

সাথে সাথে তারা নিজেদের সেট

করে নেয়। ত্রিপুরার ব্যাটসম্যানদের

ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড সমস্যা হলো.

যখনই তারা বড় রানের স্বপ্ন দেখায়

তখনই আউট হয়ে যায়। এদিন

বিশাল এবং বিক্রম শুরুটা ভালোই

করেছে। একটি বড় ওপেনিং জুটির

স্বপ্ন দেখাচ্ছিল তারা। এই অবস্থায়

পিচ তৈরি করা হবে। তার মতে, এতে করে মূল পিচের

উপর চাপটা কমবে। কথা প্রসঙ্গে তিনি এদিন বলেছেন

যে, চলতি মাসেই সদর সিনিয়র ক্রিকেটে দলবদল

প্রক্রিয়া শুরু হবে। পাশাপাশি প্রতিটি মহকুমা সংস্থাকে

বলা হয়েছে, যাতে তারা তাদের সুবিধা মতো সময়ে

সিনিয়র ক্রিকেট শুরু করে। এক্ষেত্রে টিসিএ-র আলাদা

কোন নির্দেশিকার প্রয়োজন নেই। স্পষ্টতই সচিব পদে

তিমির চন্দ ফের বহাল হবার পর টিসিএ-র কাজেও

একটা গতি এসেছে। দীর্ঘদিন ধরে এই গতিরই অভাব

ছিল। পরিকাঠামোগত উন্নয়ন অবশ্যই দরকার। তার

সাথে সাথে ক্রিকেটারদের মাঠে নামাও সমান জরুরি।

নিজে একজন উচুমানের ক্রিকেটার ছিলেন তিনি। তাই

ক্রিকেটারদের মাঠে নামার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছেন।

তাই মাঠ বা স্টেডিয়াম পরিদর্শনকালেও ঘরোয়া ক্রিকেট

শুরুর বিষয়টা ভুলে যাননি। যেরকম অচলাবস্থার মধ্য

দিয়ে চলছে রাজ্যের ক্রিকেট তার অবসান অবিলম্বে না

হলে আগামী বছর থেকে জাতীয় আসরে দল গঠনই

কঠিন হয়ে পড়বে। বিশেষ করে বিজয় মার্চেন্ট,

কোচবিহার ট্রফি এবং ভিনু মানকড় ট্রফির জন্য ক্রিকেটার

খুঁজেই পাওয়া যাবে না। তাই ঘরোয়া ক্রিকেট শুরু করা

কতটা জরুরি তা বুঝেই প্রতিনিয়ত উপদেষ্টা কমিটির

সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি আদর্শ

সচিবের মতো স্টেডিয়াম নির্মাণের মতো

হরিয়ানার

টেলএভার

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, খেলতে নামলে এমনই অবস্থা হবে। সাথে উইকেটে ছিল কপিল হুডা।

আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ টিম ম্যানেজমেন্ট তাদের মতো এদিন দুইজনেই স্বাভাবিক ভঙ্গীতে

এই বোলিং আক্রমণ নিয়ে খেলতে

গ্রহণ করবে না। শংকর ছাড়া

মণিশংকর মুড়াসিং-ও নিজের সর্বস্ব

উজাড় করে দিলো। মোট ছয়জন

দলনায়ক কেবি পবন। উল্লেখযোগ্য

দিয়ে। ৪২ ওভার বোলিং করে ১৫৭

স্বপ্ন দেখতেও ভুলে যাবে। বলা যায়,

টিম ম্যানেজমেন্টের প্রথম একাদশ

গঠনে ভুলের খেসারত দিতে হয়েছে

হরিয়ানার রান ছিল ৪ উইকেটে

অপরাজিত ছিল ওয়াই শর্মা। তার

আন্তজার্তিক স্টেডিয়াম পরিদর্শনে তিমির

হরিয়ানার দূরন্ত ব্যাটিং-র সামনে অবশ্যই যুক্তি প্রদর্শন করবে। তবে

পাল। তুলে নিলো ৫টি উইকেট। তা নামার কোন যুক্তি ক্রিকেটপ্রেমীরা

করেছে ত্রিপুরা। তবে এই লড়াই বোলারকে ব্যবহার করেছে ত্রিপুরার

কোটি টাকার প্রশ্ন। হরিয়ানার ৫৫৬ বিষয় হলো, এদের মধ্যে সর্বোচ্চ

রানের জবাবে দ্বিতীয় দিনের শেষে বোলিং করিয়েছে রাহিল শাহ-কে

ম্যাচের বাকি দুইদিন ত্রিপুরা পিছিয়ে রান খরচ করে তলে নিয়েছে মাত্র

৫০০ রানে। অসাধারণ ব্যাটিং না ১টি উইকেট। এটাই যদি পেশাদার

করলে ম্যাচ থেকে পয়েন্ট পাওয়া ক্রিকেটারের পারফরম্যান্স হয় তবে

একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। রঞ্জি দলকে নিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীরা

খেলতে নামার খেসারত দিতে দলকে। প্রথম দিনের শেষে

বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে স্পিনার ৩২৭। আগের দিন ১০১ রানে

নিজের প্রতিভা চেনালো শংকর

সত্ত্বেও হরিয়ানার বড় রানের ইনিংস

গড়া আটকাতে পারলো না। এরপর

ব্যাট করতে নেমে লড়াই শুরু

কতদূর স্থায়ী হবে সেটাই এখন

ত্রিপুরার রান ১ উইকেটে ৫৬।

আগামীকাল ম্যাচের তৃতীয় দিন।

এদিনই স্পষ্ট হয়ে যাবে ম্যাচের

ভাগ্য। বোলিং বিভাগকে দুর্বল করে

হয়েছে ত্রিপুরাকে। এরই মাঝে

রাহিল শাহ। এই বোলিং নিয়ে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮

ফেব্রুয়ারি ঃ টিআইটি মাঠে জোরকদমে গড়ে উঠছে

রাজ্যের প্রথম আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম। তিনদিন আগে

স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী এই স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ দেখে

এসেছিলেন। দ্রুত কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। টিসিএ

সচিব তিমির চন্দ বর্ষা নামার আগেই অন্তত মাঠ এবং

পিচ তৈরির উপর জোর দিয়েছেন। এদিন তিনি

স্টেডিয়াম পরিদর্শনে যান। বাস্তুকার এবং নির্মাণ সংস্থার

লোকজনদের সাথে কথা বলেন। ২০১৭ সালে এই

স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। কাজের গতি

মাঝে কিছুটা মন্থর হয়ে পড়েছিল। বর্তমানে ফের নির্মাণ

কাজে গতি এসেছে। ১৮৫ কোটি টাকা বাজেটে নিৰ্মিত।

হচ্ছে এই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম। সব কিছু এদিন ঘুরে

ঘুরে দেখলেন সচিব তিমির চন্দ। দ্রুত এই কাজ শেষ

করার অনুরোধ জানিয়েছেন। পাশাপাশি একটি

গুরুত্বপূর্ণ কথাও বলেছেন। মাঠ এবং পিচ খুব তাড়াতাড়ি

তৈরি করার উপর জোর দিয়েছেন। যাতে ২০২২-২৩

মরশুমে এই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ম্যাচ করা যায়।

সেটাই নিশ্চিত করতে চায় টিসিএ। প্রায় ৫০০ জন কর্মী

নির্মাণ কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। গ্যালারি নির্মাণের কাজ

অনেকটাই শেষের পথে। বাকি আছে শেষ তুলির টান।

তার আবেদন, সামনেই বর্ষা আসছে। তার আগেই যাতে

কাজ শেষ করা যায় তার দিকে নজর দেওয়া হোক।

স্টেডিয়ামের বাইরে অনুশীলনের জন্য একটি প্র্যাকটিস

২০১৯ সিজনের প্রাইজমানি ও ট্রফি পায়নি টিসিএ-র ক্লাবগুলি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, দেওয়া হয়নি। খবরে প্রকাশ, হয়ে গেলেও নাকি দেওয়া হয়নি। টেনিস ক্রিকেটে যখন প্রথম পুরস্কার কয়েক লক্ষ টাকা দামের গাড়ি তখন ২০১৯ ক্রিকেট সিজনের পুরস্কার এখন পর্যন্ত দেয়নি টিসিএ। প্রশাসক কমিটির আমলে ২০১৯ সিজনে টিসিএ-তে ক্রিকেটের পুরস্কার আজ দুই বছর শেষবারের মতো আগরতলা ক্লাব ক্রিকেট হয়েছিল। টিসিএ-তে বর্তমান কমিটি ক্ষমতায় আসার পর ওই ২০১৯ সিজনের ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেটের কিছু ম্যাচ করে। তবে ২০১৯ সিজনের ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেটে যারা চ্যাম্পিয়ন বা রানার্স হয়েছে তাদের নাকি আজ পর্যস্ত প্রাইজমানি ও প্রাইজ দেওয়া হয়নি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, পরবর্তী সময়ে বয়সভিত্তিক ও মহিলাদের যে টি-২০ ক্রিকেট হয় সেখানে মাঠেই প্রাইজ দেওয়া হয়। কিন্তু ২০১৯ ক্রিকেট সিজনে যে সমস্ত ক্লাব ট্রফি

আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ টিসিএ-র বর্তমান কমিটি ক্ষমতায় আসার পর ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে ২০১৮ সিজনের পুরস্কার দেওয়া হয়। সেই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু ২০১৯ ক্রিকেট সিজনের ক্লাব

রাজ্যাভাত্তক, ব্যাডমিন্টন আসরের সুবর্ণজয়ন্তী

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। ঠিক ৫০ বছর আগে রাজ্যভিত্তিক ব্যাডমিন্টনের শুভ সূচনা হয়েছিল। এবছর তার সুবর্ণজয়ন্তী। এক এক করে পঞ্চাশ বছরে পা দিল রাজ্যভিত্তিক ব্যাডমিন্টন। আগামীকাল থেকে তিনদিনব্যাপী সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের রাজ্য আসর শুরু হবে। বিকাল চারটায় আসরের উদ্বোধন করবেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা ত্রিপুরা ব্যাডিমন্টন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি যীষ্ণু দেববর্মণ। এছাড়া উপস্থিত থাকবেন রাজ্য সংস্থার উপদেষ্টা তথা বিধায়ক কল্যাণী রায়, ক্রীড়া পর্যদের সচিব অমিত রক্ষিত। প্রেস সহ সবাইকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত জিতেছিল তাদের কোন প্রাইজ । থাকার আমন্ত্রণ জানিয়েছে ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন।

কিন্তু দেখা যাচেছ, মানিক সাহা বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি হয়েও টিসিএ-র সভাপতি হিসাবে বিভিন্ন টেনিস ক্রিকেটে উপস্থিত হয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রাইজমানি বা পুরস্কার তুলে দিলেও টিসিএ-র ২০১৯ ক্রিকেট সিজনের ঘরোয়া ক্লাব

হয়েছে তার প্রাইজ কিন্তু মাঠেই ●এরপর দুইয়ের পাতায়

ক্রিকেটের কোন প্রস্কার বা প্রাইজমানি নাকি দেয়নি। এই ব্যাপারে ক্লাবগুলির বক্তব্য, টিসিএ সভাপতির পদ ব্যবহার করে মানিক সাহা বিভিন্ন টেনিস ক্রিকেটে যখন পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন তখন কিন্তু তিনি ভূলে যাচ্ছেন যে, ২০১৯ ক্রিকেট সিজনের ক্লাব ক্রিকেটের পুরস্কার এখনও দেয়নি টিসিএ। জানা গেছে, ২০১৯ ক্রিকেটে যারা ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন-রানার্স হয়েছিল তারা নাকি টিসিএ-কে চিঠি দিয়ে রেখেছে তাদের প্রাপ্য প্রাইজমানি ও ট্রফি তুলে দিতে। অভিযোগ, মানিক সাহা নাকি টেনিস ক্রিকেটে অতিথি সেজে দামি গাড়ির চাবি তুলে দিলেও ২০১৯ সিজনের ট্রফিতুলে দিতে সক্রিয় হচ্ছেন না।ক্লাবগুলির আরও অভিযোগ, ২০১৯ সিজনের পর অন্য যে বয়সভিত্তিক ক্রিকেট

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, পুনর্নিয়োগ পেলো না অধিকর্তা। দফতরে বেকার খেলোয়াড়দের দল। যদি তেমনটা হয় তাহলে আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ সুদীর্ঘ বাড়তি অ্যাডভান্টেজও পেতে পারে আট বছর ধরে যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া রামকৃষ্ণ ক্লাব। এগিয়ে চল সংঘের দফতরে জুনিয়র পিআই বা পিআই বিরুদ্ধে ম্যাচটি ২৫ মিনিট বাকি পদে কোন নিয়োগ বা চাকুরি নেই। রয়েছে। রামকৃষ্ণ ক্লাব পিছিয়ে আছে এই আট বছরে একটা বড় অংশের ১ গোলে। এই অবস্থায় যদি দূরন্ত জুনিয়র পিআই চাকুরি থেকে ফুটবল খেলে জয় তুলে নিতে পারে অবসরে গেছেন। যদিও ক্রীড়া তবে পুরো অঙ্কটাই বদলে যাবে। দফতর জুনিয়র পিআই-দের বয়স এটাও মাথায় রাখতে হবে রামকৃষ্ণ ৬০ হয়ে গেলেই তাদের অবসরে ক্লাবের আইএসএল খেলা দুই পাঠিয়ে দেন। তাদের (জুনিয়র ফুটবলার টুলুঙ্গা এবং ফেলা পিআই) আর চাকুরিতে পুনর্নিয়োগ নিজেদের ছন্দ ফিরে পেয়েছে। বলা করা হয় না। কিন্তু দেখা গেছে, বাম যায়, এদিন লালবাহাদুরকে শেষ আমলের মতো রাম আমলেও করে দিলো এই দুই ফুটবলার। তবে আমলা, অফিসারদের অবসরে বর্তমানে পুলিশ দলের মতোই যাওয়ার পরও ক্রীড়া দফতরে আবার আনপ্ৰেডিক্টেবল হয়ে উঠেছে পুনর্নিয়োগ করা হচেছ। এক রামকৃষ্ণ ক্লাব। তারা কখন খেলবে অফিসার কাম কোচ তো অবসরের কিংবা কখন খেলবে না সেটা কারো

মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়াপ্রেমিক। রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি খেলাধুলার পরও বছরের পর বছর চাকুরি করে অনুষ্ঠানে নিয়মিত অতিথি হিসাবে গেছেন ক্রীড়া দফতরে। জানা গেছে, উপস্থিত থাকেন। তিনি আবার ক্রীড়া দফতরের বর্তমান সচিবও টিসিএ-র সভাপতি। ক্রীড়ামন্ত্রীও নাকি অবসরে গিয়েও আবার দীর্ঘদিন বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থায় পুনর্নিয়োগ পেয়েছেন। এবার ছিলেন। হয়তো এখনও কাগজপত্রে একইভাবে অবসরে গিয়ে

অর্থাৎ ক্রীড়া দফতরে জুনিয়র পিআই-দের নিয়োগ যখন আট বছর ধরে বন্ধ তখন আমলা, অফিসাররা একে একে অবসরে গিয়েও চাকুরি করে যাচ্ছেন। অবশ্য ক্রীড়া দফতরে শুধু যে আমলাদের পুনর্নিয়োগ চলছে তা নয়, দেখা যাচ্ছে কিছুদিন পর পর অফিসারদের প্রমোশন হচ্ছে। সেই জায়গায় যথেস্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অনেক জুনিয়র পিআই একই পদে চাকুরি করে অবসরে যাচ্ছেন। কিন্তু আসল ঘটনা হচ্ছে, গত আট বছরে ক্রীড়া দফতরে একজনও জুনিয়র পিআই নিয়োগ হয়নি। রাজ্যের

পরও পুনর্নিয়োগ হচ্ছে। রাজ্যের বেকার খেলোয়াড়দের প্রশ্ন, তারা কি এর জন্যই বাম সরকারের পরিবর্তনে অংশ নিয়েছিলেন ? রাম সরকার প্রতিষ্ঠা করে তাদের কি লাভটা হলো? জানা গেছে, ঘটা করে শাসক দলের একটা স্পোর্টস সেল গঠন করা হয়েছে। কিন্তু এই স্পোর্টস সেল নাকি শীতঘুমে। কেননা চার বছরের একটা সরকার একজনও বেকার খেলোয়াড়কে ক্রীড়া দফতরে

নিয়োগ নেই। যে দল বছরে ৫০

হাজার সরকারি চাকুরি দেবে বলে

ক্ষমতায় এসেছিল সেই দলের

সরকারের প্রায় চার বছর যখন হতে

চললো তখন ক্রীড়া দফতরে বেকার

খেলোয়াড়দের জন্য কোন চাকুরির

খবর নেই। চার বছরে জুনিয়র

পিআই পদে একজনও চাকুরি পায়নি

বা হয়নি। যদিও দেখা যাচেছ,

আমলা-অফিসারদের অবসরের

এরপর দুইয়ের পাতায়

●এরপর দুইয়ের পাতায় আছেন। কিন্তু তারপরও ক্রীড়া স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় চৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মেলারমাঠ, আগরতলা, ত্রিপুরা – ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১



শহরে আগুনে

পুড়লো তিন ঘর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি.

আগরতলা, ১৮ ফব্রুয়ারি।। আগুনে

পডলো তিনটি ঘর। এই ঘটনা ঘিরে

আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে শহরের উজান

অভয়নগর এলাকায়। এই এলাকার

অভিজিৎ দাসের বাড়িতে শুক্রবার

দুপুরে আগুন লাগে। জানা গেছে,

ভাড়াটিয়ার ঘর থেকে এই

অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। অভিজিৎ

দাসের তিনটি ঘর ভাড়া দেওয়া

হয়েছিল। ঘরটিতে দু'জন জনজাতি

অংশের ছাত্রী থাকতো। দুপুর ১টা ১৫

মিনিট নাগাদ অগ্নিকাণ্ডের খবর পান

অভিজিৎ দাস। তিনি এসে দেখতে

পান তার তিনটি ঘরের প্রায় সবকিছু

পুড়ে গেছে। ঘটনাস্থলে দমকল

কর্মীরা গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

দমকল কর্মীরা জানিয়েছেন, বৈদ্যুতিন

শর্ট সার্কিটে এই অগ্নিকাণ্ড হয়েছে।

ঘরের মধ্যে একটি গ্যাস সিলিভারও

ছিল। আমরা দ্রুত সিলিভারটি বের করি। যে কারণে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ

হতে পারেনি। এদিকে উজান

অভয়নগরে এই অগ্নিকাণ্ড ঘিরে

এলাকাবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে

পড়ে। শুরু হয়ে যায় দৌড়ঝাঁপ।



কাবেরী হাসপাতাল

২৫ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২, শুক্রবার

কাবেরী ইনফরমেশন সেন্টার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। বৃদ্ধ

বাবাকে বেধড়ক পেটালেও

অভিযুক্ত টিএসআর জওয়ানের

বিরুদ্ধে এফআইআর পর্যন্ত নেয়নি

পলিশ। গুরুতর জখম অবস্থায়

জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

বদ্ধ বাবা। একবারের জন্য রক্তাক্ত

বাবাকে দেখতেও যায়নি ছেলে। এই

দীপ্তি মেডিকেল হলের ১ম তল, লেক চৌমুহনী বাজার, আগরতলা, ত্রিপুরা। অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য কল করুনঃ ১৯০৯৯৮৯২৯০

ডা. বালাজী কিরুশনন

এম.বি.বি.এস, এম.ডি, ডি.এন.বি (নেফ্রোলজি) कनमालिंगाने त्नारकालिंग्रें, कार्त्वती रमिपिल, एमारे. এক্স-সিনিয়র রেসিডেন্ট অ্যাপেলো হসপিটাল, চেন্নাই

আপনার কি কিডনির যেকোনও দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা • কিডনিতে পাথর ও অন্যান্য সমস্যা, • রেনাল অ্যাঞ্জিওগ্রাফি • কিডনি পাথরের পুনরাবৃত্তি • প্রস্রাবের রঙ পরিবর্তন হওয়া • কিডনির অন্যান্য যে কোনও সমস্যায় ভুগছেন।

ডা. পি. কীর্থিভাসন

এম.বি.বি.এস, এম.এস (অর্থো), ডি.এন.বি, ফেলো ইন স্পাইন সার্জারী, কনসালট্যান্ট অর্থোপেডিকস্ অ্যান্ড স্পাইন সার্জন। কাবেরী হসপিটাল, চেন্নাই

আপনার কি আর্থাইটিস • জয়েন্ট ডিসর্ডার • ট্রমা • ফ্র্যাকচার রিপেয়ার • স্পোর্টস মেডিসিন • ন্যুনতম আক্রমণাত্ম আর্থ্র স্কোপিক লিগামেন্ট মেরামত • আর্থোপ্লাস্টি • হাঁটু এবং নিতম্ব প্রতিস্থাপন বা অন্য কোনও অর্থোপেডিক সমস্যায় ভুগছেন।

ভারতবর্ষের খ্যাতনামা চেন্নাইয়ের কাবেরী হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে আগরতলা আসছেন।

সরকারি নির্দেশিকা কলাপাতা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা থামছে না। আক্রান্ত হয়েছেন আরও ১০জন। তবে টানা কয়েকদিন ধরে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে নতুন মৃত্যুর খবর নেই। শুক্রবার স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ২ হাজার ৩৮৯ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৭জন অ্যান্টিজেন টেস্টে পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। বাকি আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পজিটিভ শনাক্ত হন। এদিন করোনামুক্ত হয়েছেন আরও ১৯জন। সুস্থতার হার রাজ্যে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৮.৯৮ শতাংশে। এদিন পর্যন্ত চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন ১১১জন। অন্যদিকে দেশে মৃত্যুর সংখ্যা কিছুতেই দ্রুত নামছে না। ২৪ঘণ্টায় আরও ৪৯২জন করোনা আক্রান্ত মারা গেছেন। এই সময়ে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন ২৫ হাজার

টিএসআর ছেলের বিরুদ্ধে আদালতে বাবা

ছেলের বিরুদ্ধে এবার আদালতে মামলা হতে যাচ্ছে। জখম বদ্ধের পক্ষে মামলা করতে এগিয়ে এসেছেন এক আইনজীবীও। অভিযুক্ত টিএসআর জওয়ানের নাম শান্তি ভান্ডারি। তিনি টিএসআর'র ১২নং ব্যাটেলিয়নে কর্মরত। জানা গেছে, আমতলি থানার সূর্য্যমণিনগরের নারায়ণখামার

ঘটনায় টিএসআর-এ কর্মরত এলাকায় তাদের বাড়ি। বৃদ্ধ বাবা

এবং কাকাকে বাড়িতে এসে রাতের অন্ধকারে বেধড়ক পেটায় শান্তি। দু'জনেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। মৃত ভেবে তাদের ফেলে পালিয়ে যায় শান্তি। পরে পরিবারের লোকজন ঘরে গিয়ে বৃদ্ধ ঠাকুরধন ভান্ডারি এবং তার ভাইকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি করায়। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন ঠাকুরধনের পাঁজর

আগরতলা, ১৮ ফব্রুয়ারি।। বিনা

কারণে তিন নাবালককে মারধর

করলো স্বঘোষিত নেতারা। থানা

পুলিশকে খবর না দিয়ে নিজেরাই

পিটিয়ে বিচার করে নিলেন। আইন

নিজের হাতে তুলতে এখনও চিস্তা

করছেন না এই স্বঘোষিত নেতারা।

ঘটনাটি হয়েছে শহরের প্রতাপগড়

সেতু সংলগ্ন এলাকায়। এই জায়গায়

তিন সংখ্যালঘু অংশের নাবালককে

বেধড়ক পেটানো হয়। তাদের

পকেট থেকে টাকা ছিনিয়ে নেওয়া

হয়। সঙ্গে থাকা নানা কাগজ ছিঁড়ে

মান্য থেকে জরিমানা আদায় করে

চলছে। প্রায় প্রতিদিনই এই মাস্ক

বিরোধী অভিযানে গিয়ে সরকারি

আধিকারিকদের জনবিক্ষোভের

মুখেও পড়তে দেখা গেছে। কিন্তু

বন্ধ হয়নি মাস্ক বিরোধী অভিযান।

একটি সামাজিক সংস্থার পক্ষে

চিকিৎসক ধৃতিমান পাল রাজ্য

পুলিশের মহানির্দেশককে এক

চিঠিতে কেন্দ্র সরকারের সেহাটি

তুলে ধরে মাস্ক পরা যে

বাধ্যতামূলক নয় তা আবার স্মরণ

করিয়ে দিলেন এবং এই বিষয়ে

রক্ত ঝরেছে। অপারেশন দরকার। চিকিৎসার জন্য টাকাও প্রয়োজন। অথচ একবারের জন্যও বাবাকে দেখতে আসেননি ১২ ব্যাটেলিয়নের জওয়ান শাস্তি ভান্ডারি। তার কারণে আমতলি থানা এখনও পর্যন্ত ঘটনায় এফআইআর পর্যন্ত নেয়নি বলে

এরপর দুইয়ের পাতায়

অবশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে মজা নিয়েছেন। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও এলাকাবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। তিনজন নাবালককে বিনা কারণেই পেটানো হয়েছে বলে অভিযোগ। প্রতাপগড় এলাকায় স্বঘোষিত তিন রাষ্ট্রবাদী নেতা নিজেরা আইন হাতে নিয়েছেন বলে অভিযোগ। তারা নিজেরাই তিন নাবালককে মারধর করলো। যদিও এই তিনজনের

এরপর দুইয়ের পাতায়

ভগবান রামকৃষ্ণ শরণম

প্রথম প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য

প্রঃ ড. মনীন্দ্র চন্দ্র বড়াল

1st U.P.S.C Selected lecturer TEC (NIT) 1/1967 1st Applied Math D. in Tripura 1969 1st Accademic Secy of Joint Entr. Board

তোমার স্নেহ ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসায় অন্তরে থাকবে চিরদিন। তোমার আশীর্বাদ যেন থাকে মোদের জীবনে প্রতি পদক্ষেপে।



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। শহরে টিআইটি-তে পড়য়া এক ছাত্রকে খনের অভিযোগ উঠলো। মেঝেতে পা লাগা অবস্থায় এই ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃতদেহের হাঁটু দুটি পর্যন্ত বাঁকা হয়ে গিয়েছিল। তার পরিজনরা এসে এটা খুন বলে দাবি করেন। নিহত ছাত্রের নাম রাজীব জমাতিয়া। তার বাড়ি উদয়পুরের মহারানি এলাকায়। টিআইটি কলেজের এই ছাত্র কৃষ্ণনগর সুপারিবাগান এলাকায় ভাড়াটিয়া হিসাবে থাকেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় সহপাঠীরা তার সঙ্গে দেখা করতে ভাড়াটিয়া ঘরে যায়। তারাই রাজীবকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে পশ্চিম থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে সন্ধ্যার পর ছুটে আসেন রাজীবের বাড়ির লোকজন। মৃতদেহের অবস্থা দেখে তারা এটা খুন বলে দাবি করেছে। খুনের পেছনে নেশাচক্র জড়িত থাকতে পারে বলেও দাবি উঠেছে। এই ঘটনায় পশ্চিম থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে জিবিপি হাসপাতালে। জিবিপি • এরপর দুইয়ের পাতায় | হাসপাতালে পুলিশের পরিষ্কার বক্তব্য, এরপর দুইয়ের পাতায়

যান সন্ত্রাসের বাল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। যান সন্ত্রাসের বলি হলেন নিরীহ শ্রমিক। শুক্রবার পেঁচারথল থানাধীন লক্ষ্মণছড়া এলাকার জাতীয় সড়কে। নিহতের নাম নিবাস দেবনাথ। তার বাড়ি কুমারঘাট থানাধীন পূর্ব কাঞ্চনবাড়ি এলাকায়। এদিন সকালে তিনি কাজের উদ্দেশে ৬টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। নিবাস দেবনাথের পানিসাগর যাওয়ার কথা ছিল। পেঁচারথল থানাধীন লক্ষ্মণছড়া এলাকায় তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। ঘটনার পর গাড়িটি সেখান থেকে পালিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা নিবাস দেবনাথকে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশ এবং অগ্নি নির্বাপক দফতরের কর্মীদের খবর দেন। তারা ঘটনাস্থলে এসে আহত শ্রমিককে উদ্ধার করে পেঁচারথল স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে তার পরিজনরা হাসপাতালে ছুটে আসেন। তারা মৃত্যুর ঘটনা জানতে পেরে কান্নায় ভেঙে পড়েন। পুলিশ এখনও পর্যন্ত ওই গাড়িটিকে সনাক্ত করতে পারেনি। নিবাস দেবনাথের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। জানা গেছে, ওই শ্রমিক গাড়ি থেকে ছিটকে পড়েছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে, ওই গাড়িতে অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই ছিল। সেই কারণেই নিবাস দেবনাথ গাড়ি থেকে ছিটকে পড়েন। জানা গেছে. নিবাস দেবনাথের বাডিতে স্ত্রী এবং এক কন্যাসন্তান আছে।

আয়ুবোদক মোডাসন সেন্ডার

ইউরিক আাসিডের সমস্যা

নরমাল রাখার জন্য

Uriral Capsule

MRP: 249/-

খচরা ও পাইকারি পাওয়া যায়

Paradice Chowmuhani, Near Khadi Gramodyog Bhavan

Agartala - 8787626182

ব্যাস এখন আর দুঃখ নয়

মিয়া সুফি খান

যেমন চাকরি, গৃহ অশাস্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সতীন এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন

নস্তানের চিস্তা, ঋণ মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফানি

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন

মোবাইল ঃ 8798144508 / 8798144507

ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

চারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

তন্ত্র মন্ত্র বশীকরণ এবং অস্ত্র-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যের একটি নাম।

আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধান

সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসত্ত্বর সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।

নমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা।

Florance Multi-Speciality Clinic

DR. ABHIJIT SHIL DR. (Prof.) MUKUT ROY M.D (Medicine), D.M (Endocrinology) FRCP (EDINBURGH)
Appointment for Dr Mukut Roy, only in Clinic.

DR. DIPANKAR DE DR. MANASI BHOWMIK MD (Pediatrics), Fellowship in Pediatric Hematology & Oncology

DR. ATANU SARKAR

DR. SUBRATA BHOWMIK MBBS, MD (Medicine Physician, AGMC & GBP Hospital PDF-Gynae Oncology

DNB (O&G) FRM

1st point of Ramnagar Road No-3, Near FLORANCE PHARMACY, Agartala-799002.

Mob: 9402358773

মেডিকা সেন্টার আগরতলা

মেডিকা সুপারস্পেশালটি হসপিটালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগন পরামর্শের জন্য উপস্থিত থাকবেন



MBBS, FRCS, EANS,



কনসালটেন্ট - রেসপিরেটরি মেডিসিন MRCP (UK & London) CCT (UK) FRCP (Edin) তারিখ :24/02/2022

() 7005128797 / 03812310066

টেরেসা হেল্থ কেয়ার

বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামের পশ্চিম দিকে, নর্থ গেটের সামনে, আগরতলা, ত্রিপুরা ৭৯৯০০১

বিশেষ দ্রস্টব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিধি-নিষেধ হিসেবে যে মাস্ক পরা নিয়ম তুলে দেন। কিন্তু রাজ্যে মাস্ক না পরার অপরাধে সাধারণ

আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। বাধ্যতামূলক নয়, বিষয়টি আবার জনবহুল স্থানে মুখে মাস্ক পরা বাধ্যমূলক নয়। গত বছরের মে মাস থেকেই কেন্দ্র সরকার এই নিয়ম তুলে দিয়েছে। কিন্তু তারপরও রাজ্য সরকার মাস্ক বিরোধী অভিযানের নামে সাধারণ নাগরিকের উপর জুলুমবাজি করে চলছেন। কথায় কথায় মাস্কের নামে জরিমানা করে চলছে মহকুমা প্রশাসন, পুলিশ থেকে শুরু করে সাধারণ ট্রাফিক পুলিশও। বৃহস্পতিবার চিকিৎসক ধৃতিমান পাল এক চিঠিতে রাজ্য পুলিশকে করোনা অতিমারির

Flat on Sale

Ready to Move & Under Construction Flat Sale at Ramnagar Road No.8 Joynagar -6. with all Common Amerities. Cont - 9612906229

সোনার বাজার দর ১০ গ্রাম ঃ ৪৯,৯৫০

ভরিঃ ৫৮,২৭৫

AFFIDAVIT

MD. SOHARAB Khadim আর SoHaRab Khadim দুইটা একই ব্যক্তি। আমার বাড়ী- হীরাপুর, থানা-রাধাকিশোর পুর, জেলা-গোমতী ত্রিপুরা, পিন-799116 **SOHARAB**

MD. KHADIM and SOHARAB KHADIM are the same person. My house is in Hirapur, P.S-Radhakishorepur, District- Gomati, Tripura. Pin-799116.

এক সেহা মূলে প্রকাশ্য জনবহুল স্থানে মাস্ক ব্যবহার তুলে দেওয়া হয়েছিল।করোনা অতিমারির জেরে ২০২০ সাল থেকেই শুধু ভারত নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই প্রকাশ্য স্থানে মুখে মাস্ক ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই বিষয়ে কিছুটা ছাড় দিয়েছে। এরপরই কেন্দ্র সরকার প্রকাশ্য জনবহুল স্থানে মাস্ক পরার

স্মরণ করিয়ে দিলেন। ২০২১

সালের ২৭ মে ভারত সরকারের

Mortgage

2 SBI -এর নিকটে 2BHK দৃটি ফ্ল্যাট মর্গেজ দিয়ে টাকা লাগে। প্রকৃত ক্রেতাই যোগাযোগ করুন

9362255950

AFFIDAVIT

আমি Smt. Sharmila Sarkar, পিতা Abhinash Sarkar নিবাস Indranagar, Agartala, West Tripura নিবাসী আমি আজ থেকে আগরতলা Notary Public এর নিকট হইতে একখানা হলফনামা যাহার SI. No. 27/Feb/14/ 2022, dated 14/02/ মূলে Smt. 2022 Sharmila Chakraborty থেকে Smt. Sharmila Sarkar নামে পরিচিত হইব এবং সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য আমি ইহা পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করিলাম।

নিয়ম কেন্দ্র সরকার তুলে দিলেও পুলিশকে কোনও ব্যবস্থা না রাজ্য সরকার গত প্রায় ৮ মাস যাবত এরপর দুইয়ের পাতায় Ramnagar Road No-নিজেই নিজের Boss হয়ে চলুন

এখনও প্রকাশ্য স্থানে মাস্ক পরা

বাধ্যতামূলক করে রেখেছে রাজ্য

সরকার। যদিও রাজ্য সরকার

করোনা বিধি-নিষেধ নিয়ে কথায়

কথায় কেন্দ্র সরকারের দোহাই দিয়ে

থাকেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায়

রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এরকম

নিয়মও চালু করে রেখেছে রাজ্য

সরকার। সরকারের পক্ষে বিভিন্ন

সময়ে এই ধরনের নিয়ম নিয়ে

কোনও আপত্তি তুললেই কেন্দ্ৰীয়

সরকারের জুজু দেখিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু লক্ষ্যণীয়ভাবে মাস্ক পরার

আজই Join করুন ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা সংস্থা তথা Life Insurance Corporation of India তে এজেন্ট হিসাবে এবং তাতে সুবিধা হিসেবে পাবেন মাসিক Contact No -স্টাইপেন্ড ৫০০০ থেকে ৬০০০ হাজার টাকা, আকর্ষণীয় কমিশন আয়, মাসিক ইন্সেন্টিভ, পেনশন,গ্রাচুইটি, সৌভাগ্য সাফল্য এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ইত্যাদি আরও অতিরিক্ত সুবিধা।

যোগাযোগ করুন:-7005400300



टाल रेटिया अत्रन छालिख

Free সেবা 3 ঘণ্টায় 100% গ্যারান্টিতে সমাধান প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে

স্বাঃ শ্রীমতী শর্মিলা সরকার Contact 9667700474





nuralz

